ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

# জাগরণ

গৌরবের ৬৭ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 17 April, 2021 ■ আগরতলা, ১৭ এপ্রিল ২০২১ ইং ■ ৩ বৈশাখ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

## করোনার প্রকোপ ঃ রাজ্যে স্থগিত সমস্ত স্কুল-কলেজের পঠন-পাঠন

### বোর্ড পরীক্ষা নিয়ে এখনই কোন সিদ্ধান্ত নয় ঃ শিক্ষামন্ত্রী

**আগরতলা, ১৬ এপ্রিল (হি.স.)।।** সারা দেশের সাথে ত্রিপুরায়ও ভয়াবহ হচ্ছে করোনা-র প্রকোপ। তাই, আগামীকাল ১৭ এপ্রিল থেকে ত্রিপুরায় সমস্ত স্কুল ও কলেজ অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। আজ শুক্রবার এই তথ্য দিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ।

মন্ত্রী বলেন, বর্তমান করোনা পরিস্থিতির ভয়াবহতা মাথায় রেখে শিক্ষা দফতর আগামীকাল থেকে ত্রিপুরা সরকারের অধীনে সকল সরকারি, আধাসরকারি, বেসরকারি বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠন-পাঠন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তবে ঘোষিত সমস্ত পরীক্ষা সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হবে। তিনি জানান, বিদ্যালয়ে শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মচারীদের উপস্থিতি পরীক্ষার দিন ছাড়া ৫০ শতাংশ থাকবে। এছাড়া পুনরায় অনলাইন ক্লাস শুরু হবে।

তিনি জানান, আজ শিক্ষাদপ্তর, মধ্যশিক্ষা পর্ষদ এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের যৌথ সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। রাজ্যের সমস্ত বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়, মাদ্রাসার ক্লাস অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত হলেও অনলাইন ক্লাস যথারীতি চালু থাকবে। শিক্ষামন্ত্রী জানান, বিদ্যালয়ের, মহাবিদ্যালয়ের, মাদ্রাসার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ব ঘোষিত পরীক্ষাসূচি অপরিবর্তিত থাকবে। এক্ষেত্রে পরীক্ষা নেওয়ার সময় সমস্ত ধরণের স্বাস্থ্যবিধি পালন করা হবে। কোনও ছাত্র-ছাত্রীকে মাস্ক পরিধান ছাড়া বিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে দেওয়া হবেনা। বিদ্যালয়ে শিক্ষক, অশিক্ষক কর্মচারীদের উপস্থিতি পরীক্ষার দিন ছাড়া ৫০ শতাংশ থাকবে। তাছাড়াও বিদ্যালয়ে কোনও ধরণের জমায়েত, খেলাধূলা, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের আয়োজন করা যাবেনা।

সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী আরও জানান, রাজ্যে বর্তমানে ৩৩৬ জন সক্রিয় করোনা আক্রান্ত রোগী রয়েছেন। এরমধ্যে ২২ জন জিবি হাসপাতালে এবং ৮ জন শালবাগানস্থিত বি এস এফ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। বাকীরা হোম কোয়ারেন্টাইনে রয়েছেন। তিনি জানান, রাজ্যের সব জায়গায় করোনা টিকাকরণ চলছে।

প্রসঙ্গত, সম্প্রতি সিবিএসই দশম এবং দ্বাদশের পরীক্ষা স্থগিত রেখেছে। কেন্দ্রীয় বোর্ডের ওই সিদ্ধান্তের পর বিভিন্ন রাজ্য সমস্ত পরীক্ষা বাতিল করেছে। ত্রিপুরায়ও করোনা-র প্রকোপ ক্রমাগত বাড়ছে। ফলে, শিক্ষা দফতর আজ এ-বিষয়ে বৈঠক করেছে। ওই বৈঠকে স্কুল-কলেজে পঠন-পাঠন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

এদিকে, মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় এখনো অনেকটা সময় রয়েছে। তাই, পরিস্থিতি বুঝে সময় মতো সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। আজ সন্ধ্যায় সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে এ-কথা জানান শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ। তাঁর মতে, এখনই পরীক্ষা বাতিল কিংবা স্থগিত রাখার বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে ছাত্রছাত্রী-রা পড়াশোনায় ঢিলেমি দেবে। তাতে, তাদের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। তাই, এই মুহুর্তে ওই বিষয়ে কিছুই বলছি না।

প্রসঙ্গত, সিবিএসই পরিচালিত মাধ্যমিক পরীক্ষা বাতিল করে দিয়েছে কেন্দ্রীয় বোর্ড। দ্বাদশের পরীক্ষা-ও স্থগিত রাখা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবে ত্রিপুরায় মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ভবিষ্যত নিয়ে উতন্ঠায় রয়েছে ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকগণ। এ-বিষয়ে আজ শিক্ষা মন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরায় মাধ্যমিক ১৯ মে এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা ১৮ মে থেকে শুরু হওয়ার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## ৪৮ ঘন্টায় রাজ্যে করোনা আক্রান্ত হলেন ৩১ জন

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ এপ্রিল।।** গত আটচল্লিশ ঘন্টায় রাজ্যে নতুন করে করোনা সংক্রমিত হয়েছেন ৩১ জন। রাজ্য সরকারের মিডিয়া বুলেটিন এর মাধ্যমে জানা গিয়েছে, ১৫ এপ্রিল ১১৫৯ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এর মধ্যে আরটিপিসিআর এর মাধ্যমে পরীক্ষা করা হয়েছে ৪৫৪ জনের। এর মধ্যে পজেটিভ হয়েছেন ৫ জন।

এদিকে, রেপিড এন্টিজেন্ট টেস্ট করা হয়েছে ৭০৫ জনের। এর মধ্যে পজেটিভ এসেছে ২২ জনের। মোট ২৭ জনের নমুনা পজেটিভ এসেছে। ১৫ নভেম্বর দইজন রোগী সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন।

অন্যদিকে, ১৬ এপ্রিল মোট ৪২১ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে দেখা গিয়েছে রেপিড এন্টিজেন্ট টেস্ট করা হয়েছে ৪২১ জনের। এর মধ্যে ৪ জনের নমুনা পজেটিভ এসেছে। এদিকে, এদিন ১১ জন রোগী সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন।

## যান সন্ত্রাসে নিহত মহিলা আহত স্বামী

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ এপ্রিল।।** শুক্রবার সূর্যমনিনগর কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে আগরতলা সব্রুম জাতীয় সড়কে পথ দুর্ঘটনায় মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে এক মহিলার। আহত হয়েছেন তার স্বামী। বাংলা নববর্ষের দ্বিতীয় দিনে রাজধানী আগরতলা শহর দক্ষিণাঞ্চল সূর্যমনি নগর আগরতলার সাব্রুম জাতীয় সড়কে পথদুর্ঘটনায় মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে স্ত্রীর গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন স্বামী।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় স্বামী-স্ত্রী বাইকে করে বিশালগড় এর দিক থেকে আগরতলার দিকে আসছিলেন। তাদের বাড়ি ওএনজিসি সংলগ্ন এলাকায় বলে জানা গেছে। একটি দ্রুতগামী যাত্রীবাহী বাস বাইক কে ধাক্কা দিলে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## অস্ত্র সমেত দুই উগ্রপন্থীর আত্মসমর্পণ

**আগরতলা, ১৬ এপ্রিল (হি.স.)।।** ত্রিপুরায় নিষিদ্ধ ঘোষিত উগ্রপন্থী সংগঠন ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট অব ত্রিপুরা (এনএলএফটি)-র দুই সদস্য আত্মসমর্পণ করেছে। বৃহস্পতিবার রাতে ডিআইজি নর্দার্ন রেঞ্জ এল ডার্লঙের উপস্থিতিতে উত্তর ত্রিপুরা জেলা পুলিশ সুপারের কাছে তারা আত্মসমর্পণ করেছে। আজ শুক্রবার উত্তর ত্রিপুরা জেলা পুলিশ ভানুপদ চক্রবর্তী এই খবর জানিয়েছেন। তারা এনএলএফটি (বিশ্বমোহন) গোষ্ঠীর সদস্য গোমতি জেলা উদয়পুরের বাসিন্দা উত্তম

কিশোর জমাতিয়া এবং ডি. উমথাই গ্রুপের জোসেফ জমাতিয়া বলে চিহ্নিত হয়েছে, পুলিশের দাবি।

পুলিশ জানিয়েছে, উত্তম কিশোর জমাতিয়া ২০০১ সালে উগ্রপন্থী দলে যোগ দিয়েছিল। বাংলাদেশে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে তার প্রশিক্ষণ হয়েছে। এর পর এনএলএফটি সেকেন্ড লেফটেনেন্ট এসকে কলইয়ের অধীনে উত্তম কাজ করেছে। পুলিশের দাবি, ত্রিপুরায় উগ্রপন্থী কার্যকলাপের একাধিক ঘটনায় উত্তম যুক্ত রয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় চেচিংগাছড়া এলাকায় অ্যম্বুশ করে ১৭ জন সিআরপিএফ জওয়ানকে খুন, সিআরপিএফ-এর দুটি বাসে বিস্ফোরণ। এছাড়া বহু অপহরণ মামলায় তার জড়িত থাকার প্রমাণ পুলিশের কাছে রয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, ইতিপূর্বে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। উগ্রপন্থী মামলায় দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়া মহকুমার অধীন বাইখোড়া পুলিশ তাকে গ্রেফতার করেছিল এবং দুবার উদয়পুর কারাগারে বন্দি ছিল। বর্তমানে উত্তম ডি উমথাই গ্রুপের সাথে যুক্ত রয়েছে এবং জোসেফ জমাতিয়ার নির্দেশে মায়ানমার থেকে ডিমাপুর দিয়ে অস্ত্র আমদানির কাজ করছে।

উত্তর ত্রিপুরা জেলা পুলিশের কথায়, আত্মসমর্পণকারী উগ্রপন্থী জোসেফ জমাতিয়া এনএসসিএন (আইএম) এবং এনএলএফটি (উমথাই)-র মধ্যে সংযোগ স্থাপনে মূল ব্যক্তি হিসেবে কাজ করছিল। নাগাল্যান্ডের টাউন কমান্ডার হিসেবে জোসেফ ডিমাপুরে অবস্থান করছিল। পুলিশ জানিয়েছে, ২০১৭ সালের ১৭ এপ্রিল মনরেগা তহবিলের ১৮ লক্ষ টাকা লুট করার মামলা রয়েছে তার বিরুদ্ধে। জম্পুইজলা থানায় দায়ের মামলায় তাকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। তার বিরুদ্ধে ভারতীয় দন্ডবিধি ১৪৮/১৪৯/৩২৬/৩০৭/৩৮৬ এবং আর্মস অ্যাক্টের ২৭ ও ইউএলএ অ্যাক্টের ১৩ ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছিল।

উত্তর ত্রিপুরা জেলা পুলিশ সুপার জানিয়েছেন, দুই উগ্রপন্থী স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে চাইছে। তাই, তারা আত্মসমর্পণ করেছে। তাদের কাছ থেকে তিনটি রিভলভার এবং তাজা কার্তুজ উদ্ধার করা হয়েছে।

## করোনার ভয়াবহতায় বাংলাদেশ ছাড়ছেন ভারতীয়রা, অধিকাংশই মেডিকেল পড়ুয়া

**আগরতলা, ১৬ এপ্রিল (হি. স.)।।** বাংলাদেশে করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ের ভয়াবহতায় প্রাণ ভয়ে ফিরছেন ভারতীয়রা। তাদের মধ্যে অধিকাংশ সেদেশে মেডিকেল পড়ুয়া ভারতীয় ছাত্র-ছাত্রীরা বাড়ি ফিরে যাচ্ছেন। গত তিন দিনে বাংলাদেশ থেকে ২৬৬ জন ভারতে ফিরে এসেছেন। তাদের অধিকাংশই মেডিকেল পড়ুয়া ছিলেন এবং তাদের মধ্যে প্রায় ৮০ জন এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানে আগরতলা থেকে নিজ নিজ রাজ্যে ফিরে যাওয়ার জন্য পাড়ি দিয়েছেন।

প্রসঙ্গত, গত বছরও ঠিক এমনি করেই করোনার প্রকোপ থেকে রক্ষা পেতে বাংলাদেশে অবস্থানরত ভারতীয় নাগরিকরা ফিরে এসেছিলেন। বিদেশমন্ত্রক তাদের ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করেছিল। তাদের মধ্যে মেডিকেল পড়ুয়ারাও ছিলেন। আগরতলায় ল্যান্ড পোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার ম্যানেজার দেবাশীষ নন্দী জানিয়েছেন, বাংলাদেশে করোনার প্রকোপ বৃদ্ধিতে ভারতীয় নাগরিকরা বাড়ি ফিরছেন। তাই, ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্ট(আইসিপি)-এ বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। তিনি বলেন, বাংলাদেশ ফেরত প্রত্যেকের করোনার নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছে। তবে, বাংলাদেশ থেকে কোভিড নেগেটিভ রিপোর্ট নিয়ে আসলে তাদের নতুন করে পরীক্ষার প্রয়োজন পরছে না।

দেবাশীষবাবু বলেন, গত ১৩ এপ্রিল ২৩৮ জন, ১৪ এপ্রিল ২১ জন এবং ১৫ এপ্রিল ৭ জন ভারতীয় বাংলাদেশ থেকে ফিরেছেন। তাদের মধ্যে মেডিকেল পড়ুয়া রয়েছেন। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## গন্ডাছড়ায় বাড়ছে চুরি, পুলিশের ভূমিকায় অসন্তোষ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ এপ্রিল।।** ধলাই জেলার গন্ডাছড়া সরমা বাজারে পরপর চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যবসায়ীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার কারণেই চোরেরা ধরনের ঘটনা সংঘটিত করতে সক্ষম হচ্ছে বলে অভিযোগ।

গন্ডাছড়া সরমা বাজারে দু:সাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে। পরপর চুরির ঘটনায় পুলিশের ভূমিকায় ব্যবসায়ীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। চুরির ঘটনাটি ঘটে বৃহস্পতিবার গভীর রাতে সরমা বাজারের ব্যবসায়ী শুকলাল সরকারের দোকানে। শুকলাল ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাসন্তি পূজা উপলক্ষে প্রতীমা তৈরীতে ব্যস্ত মৃতশিল্পী। শুক্রবার আগরতলায় তোলা নিজস্ব ছবি।

## আগরতলা শহরে আবারও উদ্ধার যুবকের মৃতদেহ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ এপ্রিল।।** শুক্রবার সকালে রাজধানীর মহারাজগঞ্জ বাজার থেকে এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।সাতসকালে মহারাজগঞ্জ বাজার থেকে উদ্ধার করা যুবকের নাম বিকাশ সর্কার। তার বাড়ি রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন যোগেন্দ্রনগর। জানা যায় ওই যুবক প্রায় সময়ই বাড়িতে যেত না। মহারাজগঞ্জ বাজার এলাকাতেই রাত কাটাতো।

শুক্রবার সকালে স্থানীয় ব্যবসায়ীরা তার মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখেন। তার একটি চোখে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে বলে জানা গেছে। স্বাভাবিক কারণেই প্রশ্ন উঠেছে এটি কি হত্যাকাণ্ড না অস্বাভাবিক মৃত্যু। মৃতদেহটি পড়ে থাকতে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## করোনা মোকাবিলায় রাজ্যে যথেষ্ট পরিকাঠামো রয়েছে, জানাল সিপিএম

**আগরতলা, ১৬ এপ্রিল (হি. স.)।।** করোনা মোকাবিলায় ত্রিপুরায় যথেষ্ট পরিকাঠামো রয়েছে। শুধু রাজ্যের সমস্ত হাসপাতাল এবং স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে পুনরায় করোনার চিকিতা পরিসেবা চালু করতে হবে। আজ সন্ধ্যায় সাংবাদিক সম্মেলনে করোনা মোকাবিলায় এভাবেই ত্রিপুরা সরকারের কাজকর্মে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন দুই প্রাক্তন স্বাস্থ্য মন্ত্রী বিরোধী উপনেতা বাদল চৌধুরী এবং বিরোধী দলের মুখ্য সচেতক তপন চক্রবর্তী। সাথে তাঁদের সতর্কবার্তা, করোনা পরিস্থিতি রাজ্যে নিয়ন্ত্রনের বাইরে যাওয়ার আগেই গত বছরের মতো পরিকাঠামো নতুন করে সাজিয়ে তুলতে হবে।

এদিন বাদল বাবু বলেন, নতুন করে করোনা-র প্রকোপে আমাদের সকলের একত্রিত হয়ে পরিস্থিতি মোকাবিলা করা উচিত। শুধু তাই নয়, করোনাক্রান্ত সকলকে নজরদারির আওতায় আনতে হবে। তাঁর মতে, বাস স্টপ, রেলওয়ে স্টেশন, বিমান বন্দর এবং রাজ্যের অন্যান্য প্রবেশ দ্বারে বিশেষভাবে করোনা আক্রান্তদের চিহ্নিত করার পদক্ষেপ নিতে হবে।

তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী এবং উপমুখ্যমন্ত্রী করোনা আক্রান্ত হয়ে বাড়িতে চিকিতাধীন রয়েছেন। তাই, করোনা পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার জন্য আজ আমরা শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথের সাথে দেখা করেছি। বিশেষ করে স্কুল-কলেজ বন্ধ করার আবেদন জানিয়েছি। কারণ, পরিস্থিতি ক্রমশ ভয়াবহ হয়ে উঠছে। অবশ্য, ত্রিপুরা সরকার ইতিমধ্যেই স্কুল-কলেজ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ রাখার প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে শিক্ষামন্ত্রী আমাদের জানিয়েছেন, বলেন তিনি।

তাঁর কথায়, করোনা মোকাবিলায় সিপিএম পার্টি ত্রিপুরা সরকারকে সমস্ত রকমভাবে সাহায্যে প্রস্তুত রয়েছে। এক্ষেত্রে ত্রিপুরা সরকারের এখন বেকার চিকিতক এবং নার্সদের এখন করোনা মোকাবিলায় যুক্ত করা উচিত। তাঁর বক্তব্য, করোনার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## সাব্রুম-আগরতলা রেলে কাটা পরে দুই যুবকের মর্মান্তিক মৃত্যু

**আগরতলা, ১৬ এপ্রিল (হি. স.)।।** বাংলা নতুন বছরের প্রথম দিনে রেলে কাটা পরে মর্মান্তিক মৃত্যু হল দুই যুবকের। পুলিশ জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার রাতে শংকর ত্রিপুরা(২৫) এবং মনক্রুই ত্রিপুরা(২৯) রেলে কাটা পরে মারা গেছেন। ঘটনার খবর পেয়ে আজ স্থানীয় বিধায়ক প্রভাত চৌধুরী তাদের বাড়ি গিয়েছেন এবং পরিবার পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন।

প্রভাত বাবু বলেন, চৈত্র সংক্রান্তি থেকে বাবা গড়িয়া-র উতব শুরু হয় আজ তার সমাপ্তি হয়েছে। এই উপলক্ষ্যে জনজাতি অংশের বাবা গড়িয়া-র ভক্ত-রা মানুষের বাড়ি বাড়ি যান। তেমনি ৫০-৬০ জনের একটি দল চৈত্র সংক্রান্তি থেকে উতব উপলক্ষ্যে মানুষের বাড়ি বাড়ি যাচ্ছেন। ওই দল-এ শংকর ও মনক্রুই ছিলেন। তিনি বলেন, বৃহস্পতিবার রাতে ফেরার সময় গার্দাং এডিসি ভিলেজ-র হাওয়াইবাড়ি এলাকায় রেল লাইনে ওই দুই যুবকের ছিন্নভিন্ন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## হেনরি ডিরোজিও স্কুলে শিক্ষক বদলীর প্রতিবাদে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ আন্দোলন

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ এপ্রিল।।** আগরতলা শহরের হেনরি ডিরোজিও স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক বদলির প্রতিবাদে ছাত্রছাত্রীরা আন্দোলনে সামিল হল। স্বনামধন্য এই স্কুলের শিক্ষক বদলির ঘটনাকে কেন্দ্র করে ছাত্র অভিভাবক মহলে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। ইতিমধ্যেই প্রধান শিক্ষককে বদলি করা হয়। এর রেশ কাটতে না কাটতেই সহকারী প্রধান শিক্ষক রঞ্জন দেবনাথকে বদলির নির্দেশ দেওয়া হয়। শুক্রবার এ খবর ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথেই ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়। ক্ষুব্দ ছাত্রছাত্রীরা ক্লাস বয়কট করে আন্দোলনে শামিল হয়।

আন্দোলনকারী ছাত্রছাত্রীরা অভিযোগ করেছে হেনরি ডিরোজিও স্কুলে নানা সমস্যা রয়েছে। শিক্ষক সংকট সহ অন্যান্য সমস্যা জানিয়ে উচ্চশিক্ষা অধিকর্তার কাছে লিখিত আবেদন জানানো হয়। উচ্চশিক্ষা অধিকর্তা এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার বদলে একের পর এক শিক্ষক স্কুল থেকে অন্যত্র বদলি করে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## রমজান উপলক্ষে কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে নামাজ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ এপ্রিল।।** পবিত্র রমজান মাসের চতুর্থ দিনেও সমবেত নামাজ এবং ইফতারের আয়োজন করা হয় আগরতলার কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে। নামাজে ও ইফতারে অংশ গ্রহণ করেন মুসলিম ধর্মাবলম্বী সকল অংশের মানুষজন। তাদের মধ্যে বিভিন্ন মহুকুমা থেকে আগত ধর্মপ্রাণ মানুষও রয়েছেন। রমজান মাসের নামাজ আদায় এবং ইফতার পার্টির ধর্মীয় দিক সম্পর্কে আগরতলা টাউন জামে মসজিদের ইমাম জানিয়েছেন শুধুমাত্র আগরতলা টাউন জামে মসজিদেই নয়, রাজ্যের বিভিন্ন মসজিদে অনুষ্ঠিত হচ্ছে পবিত্র রমজান মাসের নামাজ ও ইফতার কর্মসূচি। ধর্মীয় কঠোর অনুশাসন এবং নিয়ম-নীতি মেনেই চলছে রমজান মাসের ধর্মীয় অনুষ্ঠান।

## পৃথক জায়গায় দুই মহিলাকে নৃশংসভাবে হত্যা, আহত এক

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ এপ্রিল।।** বাংলা নববর্ষের সকালেই রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন খয়েরপুরের তোলাকোনা এলাকায় স্বামীর হাতে নৃশংসভাবে খুন হয়েছে স্ত্রী।বাংলা নববর্ষের শুরুতেই রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন খয়েরপুরের তোলাকোনা এলাকায় এক মহিলাকে তার স্বামী কুড়ুল দিয়ে কুপিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে। নিহত মহিলার নাম প্রতিমা দেবনাথ।

বৃহস্পতিবার নববর্ষের দিন সকালেই এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনার সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় লোকজন রা রক্তাক্ত অবস্থায় মহিলাকে উদ্ধার করে জিবি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু শেষ রক্ষা করা যায়নি। জিবি হাসপাতালেই তার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই এলাকার জনমনে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। নিহতের আত্মীয় পরিজনরা জানিয়েছেন নিহতের স্বামী মানসিকভাবে বিপর্যস্ত। বেশ কয়েকবার নরসিংহ মানসিক হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। সেখান থেকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনলে পরিস্থিতি আরো উদ্বেগজনক আকার ধারণ করে।

নববর্ষের সকালে নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক স্ত্রীকে হত্যার ঘটনা তারই প্রমাণ। হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় নিহতের পুত্র সন্তান সহ অন্যান্যরা শোক গ্রস্ত। জিবি হাসপাতাল এ মহিলার মৃতদেহ পুত্র ও আত্মীয় পরিজনরা। এই হৃদয় বিদারক ঘটনা ঘিরে নববর্ষের দিনে তোলাকোনা এলাকায় শোকের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৭ ◘ সংখ্যা ১৮৩ ◘ ১৭ এপ্রিল ২০২১ ইং ◘ ৩ বৈশাখ ◘ শনিবার ◘ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

## ধর্মীয় অধিকার ও রাজনীতি

ভারতের সংবিধানের ১৯ নম্বর ধারায় প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক অধিকার এবং ধর্মাচরণের অধিকার স্বীকৃত রহিয়াছে।ভারতের সংবিধানে স্বীকৃত অধিকার অনুযায়ী এক জন প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের পূর্ণ অধিকার আছে নিজ ধর্ম বাছিয়া লওয়ার। এই অধিকার সংবিধান-স্বীকৃত। সম্প্রতি এক জনস্বার্থ মামলার পরিপ্রেক্ষিতে কথাটি পুনরায় স্মরণ করাইয়া দিল ভারতের সুপ্রিম কোর্ট। প্রসঙ্গত, যে আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এই রায়, তাহা ধর্মান্তরকরণ লইয়া। এক বিজেপি নেতা সুপ্রিম কোর্টে এই মর্মে আবেদন করিয়াছিলেন যে, আদালত যেন ধর্মান্তরকরণ রোধ করিতে কড়া কেন্দ্রীয় আইন প্রবর্তনের জন্য নির্দেশাবলি জারি করে। আবেদনটি লইয়া গভীর অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছে সর্বোচ্চ আদালত। এবং ইহাকে ‘অত্যন্ত ক্ষতিকর’ আখ্যা দিয়া সেই নেতাকে সতর্কও করিয়াছে।

এই সতর্কীকরণ সময়োচিত। কারণ, ভারতে রাজনৈতিক দিক হইতে নাগরিকদের সংবিধান-স্বীকৃত মৌলিক অধিকারগুলি প্রায় নিয়মিত লঙ্ঘিত হইতেছে। ভারত ‘ধর্মনিরপেক্ষ দেশ’ বলিতে শুধুমাত্র ইহা বুঝানো হয় না যে, এখানে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ বাস করেন। ভারতীয় সংবিধান নাগরিকদের আরও কিছু অধিকার দিয়াছে। স্বেচ্ছায় নিজ ধর্ম বাছিয়া লওয়া যেমন সেই অধিকারের মধ্যে পড়ে, তেমনই নিজ ধর্ম প্রচারের স্বাধীনতাও তাহার অন্তর্ভুক্ত। দুর্ভাগ্য, এই উদারতা, সমন্বয়বাদিতা, এবং সর্বোপরি সহিষ্ণুতার আদর্শটি বর্তমানে ভয়ঙ্কর ভাবে বিপন্ন। ‘বলপূর্বক ধর্মান্তরকরণ’ রুখিবার নামে ব্যক্তিগত পরিসরে হস্তক্ষেপের এক প্রবল অপচেষ্টা পরিলক্ষিত হইতেছে। যেমন উত্তরপ্রদেশ, গুজরাত-সহ একাধিক বিজেপি-শাসিত রাজ্যে ‘লাভ জেহাদ’-এর অজুহাতে ধর্মান্তরকরণ রুখিতে কড়া শাস্তির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। শুধুমাত্র ধর্মই নহে, নাগরিক কী খাইবেন, কেমন পোশাক পরিবেন, কাহার সঙ্গে সম্পর্ক গড়িবেন সমস্ত ধরনের ব্যক্তিস্বাধীনতাকে অগ্রাহ্য করিয়া নাগপুর-স্বীকৃত এক গোঁড়া হিন্দুত্ববাদী মতাদর্শ চাপাইবার প্রচেষ্টা নিরন্তর চলিতেছে। এমতাবস্থায় গণতন্ত্র এবং সংবিধান-প্রদত্ত অধিকারগুলি সুরক্ষিত রাখিবার জন্য মানুষের শেষ ভরসা সুপ্রিম কোর্টের উপর। সাম্প্রতিক বেশ কিছু রায়ে সুপ্রিম কোর্ট যে সেই সাংবিধানিক অধিকারগুলি স্মরণ করাইয়া দিয়াছে, তাহা সাধুবাদযোগ্য। সরকার যখন সংবিধান অমান্য করে, তখন বিচারালয়ই একমাত্র ভরসার জায়গা হইয়া উঠে।

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিচারপতি রোহিনটন এফ নরিম্যানের বক্তব্যে উঠিয়া আসিয়াছে। সংবিধানে যে ‘ধর্মপ্রচার’ শব্দটিকে জায়গা দেওয়া হইয়াছে, ইহার পশ্চাতে একটি সুনির্দিষ্ট যুক্তি আছে। অর্থাৎ, প্রত্যেক ভারতবাসীর নিজ ধর্ম পালন এবং সেই ধর্মের প্রতি অন্যদের উদ্বুদ্ধ করিবার সমান অধিকার আছে। রাষ্ট্র কোনও ভাবেই তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। এবং সেখানে বলপ্রয়োগেরও স্থান নাই। এই কথাটি বিশেষ করিয়া বিজেপি সরকারের মনে রাখা প্রয়োজন। বলপূর্বক ধর্মান্তরকরণ বলিতে তাহারা সংখ্যালঘুদের উদাহরণ টানিয়া আনে। অথচ, নিজেদের ‘ঘর ওয়াপসি’-র কর্মসূচিটিও যে সেই বলপ্রয়োগেরই নামান্তর, সেই প্রসঙ্গ এড়াইয়া চলে। ইহা ঘোরতর অসাংবিধানিক। যিনি যে বিশ্বাসে স্থিত থাকিতে চাহেন, তাহাকে সেই রূপ থাকিতে দিতে হইবে, অন্য ধর্ম গ্রহণ করিতে চাহিলে সেই অধিকারও দিতে হইবে। তবেই সংবিধানের প্রতি সম্মান প্রদর্শিত হইবে। ধর্ম লইয়া যাঁহারা রাজনীতি করেন, তাঁহারা শুনিতেছেন কি? যতদিন পর্যন্ত ধর্ম নিয়েে রাজনীতি ততদিন ধর্মনিরেপক্ষতা বিপন্ন থাকিবে।

## বেড়েই চলেছে সংক্রমণের হার, ব্রাজিলে করোনা কাড়ল ৩.৬৫-লক্ষাধিক প্রাণ

রিও ডি জেনেইরো, ১৬ এপ্রিল (হি.স.): ব্রাজিলে করোনাভাইরাসের সংক্রমণের হার বেড়েই চলেছে। একইসঙ্গে কোভিডের আগ্রাসনে মৃত্যুও হচ্ছে হাজার হাজার মানুষের। বিগত ২৪ ঘন্টায় ব্রাজিলে ৩ হাজার ৭৭৪ জন করোনা সংক্রমিত রোগীর মৃত্যু হয়েছে, এই সময়ে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৮০, ৫২৯ জন। ফলে বাড়তে বাড়তে ব্রাজিলে ৩ লক্ষ ৬৫ হাজারেরও বেশি করোনা-আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় (বৃহস্পতিবার) ব্রাজিলে নতুন করে ৩ হাজার ৭৭৪ জনের মৃত্যু হয়েছে, ফলে ব্রাজিলে করোনায় মৃতের সংখ্যা ৩ লক্ষ ৬৫ হাজার ৯৫৪-তে পৌঁছেছে ।ব্রাজিলের স্বাস্থ্য মন্ত্রক জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার সারা দিনে ব্রাজিলে নতুন করে ৮০,৫২৯ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। সবমিলিয়ে এযাবৎ ব্রাজিলে ১৩,৭৫৮,০৯৩ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে সুস্থ হয়েছেন ১২,২৩৬, ২৯৫ জন। ব্রাজিলে এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ১,১৫৫,৮৪৪ জন।

## ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু ৮৯৫ জনের, আমেরিকায় নতুন করে করোনা-আক্রান্ত ৭৪,৪৭৯

ওয়াশিংটন, ১৬ এপ্রিল (হি.স.): আমেরিকায় ফের বাড়ল করোনাভাইরাসের সংক্রমণ, বিগত ২৪ ঘন্টায় মার্কিন মুলুকে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৭৪,৪৭৯ জন। পাশাপাশি বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ৮৯৫ জনের। ফলে বাড়তে বাড়তে আমেরিকায় ৩২,২২৪,১৩৯-এ পৌঁছে গিয়েছে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ। আমেরিকায় সময় অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত ৮৯৫ জনের মৃত্যুর পর আমেরিকায় মোট মৃত্যু হয়েছে ৫ লক্ষ ৭৮ হাজার ৯৯৩ জনের। জোন্স হপকিন্স ইউনিভার্সিটির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, আমেরিকায় বিগত ২৪ ঘন্টায় (বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত) নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৭৪ হাজার ৪৭৯জন। এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে ৮৯৫ জনের। ফলে আমেরিকায় মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৩২,২২৪,১৩৯-এ পৌঁছেছে, মার্কিন মুলুকে এখনও পর্যন্ত করোনা-মুক্ত হয়েছেন ২৪,৭৭০,৯৮০ জন। আমেরিকায় এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৬৮ লক্ষ ৭৪ হাজার ১৬৬ জন।

## ৬৮ বছরে জীবনাবসান, প্রয়াত প্রাক্তন সিবিআই ডিরেক্টর রঞ্জিত সিনহা

নয়াদিল্লি, ১৬ এপ্রিল (হি.স.): প্রয়াত হলেন সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (সিবিআই)-এর প্রাক্তন ডিরেক্টর রঞ্জিত সিনহা। শুক্রবার ভোর ৪.৩০ মিনিট দিল্লিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি। মনে করা হচ্ছে, কোভিড সম্পর্কিত কারণেই মৃত্যু হয়েছে ১৯৭৪ ব্যাচের এই আইপিএস অফিসারের। মৃত্যুকালে রঞ্জিত সিনহার বয়স হয়েছিল ৬৮ বছর। সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার রাতেই রঞ্জিত সিনহার করোনা-রিপোর্ট পজিটিভ এসেছিল।

সিবিআই-এর ডিরেক্টর ছাড়াও ইন্দো-তিবেতান বর্ডার পুলিশ (আইটিবিপি)-র ডিরেক্টর জেনারেল (ডিজি)-এর দায়িত্ব সামলেছিলেন ১৯৭৪ ব্যাচের (বিহার ক্যাডার) আইপিএস অফিসার রঞ্জিত সিনহা। ২০১২ সালে সিবিআই প্রধান পদের দায়িত্ব নেওয়ার প্রাক্কালে আরও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদের দায়িত্ব সামলেছিলেন রঞ্জিত সিনহা।

## মৃত্যু আরও ৯ জনের, তেলেঙ্গানায় মোট করোনা-আক্রান্ত ৩.৪১ লক্ষাধিক

হায়দরাবাদ, ১৬ এপ্রিল (হি.স.): তেলেঙ্গানায় নতুন করে আরও ৯ জন কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু হল। এছাড়াও বিগত ২৪ ঘন্টায় দক্ষিণ ভারতের এই রাজ্যে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন মাত্র ৩, ৮৪০ জন। ফলে তেলেঙ্গানায় মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৩ লক্ষ ৪১ হাজার ৮৮৫ জন। মোট আক্রান্তের মধ্যে ইতিমধ্যেই ৩,০৯, ৫৯৪ জন সুস্থ হয়ে উঠেছেন। ৯ জনের মৃত্যুর পর তেলেঙ্গানায় করোনা কেড়েছে ১,৭৯৭ জনের প্রাণ।

শুক্রবার তেলেঙ্গানার স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনা-সংক্রমিত ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে রাজ্যে। নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৩,৮৪০ জন। এই সময়ে সুস্থ হয়েছেন ১,১৯৮ জন। তেলেঙ্গানায় এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৩০,৪৯৪ জন এবং সুস্থ হয়েছেন ৩,০৯,৫৯৪ জন।

# ‘গুমনামী’র জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্তি প্রচারিত কল্পকাহিনির জাল বিদীর্ণ করে প্রাণিত করুক সত্যপ্রতিষ্ঠায়

**শান্তনু রায়**

এই ছবি করতে খুনের হুমকি থেকে আমার কুশপুত্তলিকা পোড়ানো সবই হয়েছে। তবে আজ বেশ খুশি হয়েছি গুমনামী ছবিটি ২০১৯-এর সেরা বাংলা ছবি হিসেবে ৬৭তম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রাপ্তির সংবাদ শুনে পরিচালক সৃজিত মুখার্জির এই ছিল তাৎক্ষণিক পিজি যে কোনো চলচ্চিত্রেরই জাতীয় পুরস্কার লাভ এক বিশেষ স্বীকৃতি বলে গণ্য করা হ্য। কিন্তু গুমনামীর ক্ষেত্রে এর তাৎপর্য ভিন্ন এবং এক গুরুত্বপূর্ণও বটে। স্বর্থসংশ্লিষ্টমহল হব বিষ সাধারণভাবে সিনেমাপ্রেমীদের এবং অগণিত নেতাজি অনুরাগী ও অনুগামীদের কাছেও এ এক আনন্দ সংবাদ। এ বছর, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৫তম জন্মবার্ষিকী পালিত হচ্ছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে ছবিটির জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্তির সাম্প্রতিক ঘোষণার কিঞ্চিৎ বাড়তি গুরুত্ব আছে বই কী! অনুমান করা যায় ছবিটিকে জাতীয় পুরস্কারের জন্য মনোনয়নকালে সংশ্লিষ্ট কমিটির সদস্যদেরও নিশ্চয়ই এই ব্যাপারটি মনে ছিল।

অনেকেরই স্মরণ থাকতে পারে গুমনামী ছবিটি সের বোর্ডের অনুমোদন পেলেও ২০১৯ শারদোৎসবের প্রাক্কালে মুক্তির কয়েকমাস আগে থেকেইত্তএক বিতর্ক- বিরুদ্ধতার সম্মুখীন হয়েছিল, এমনকী রাজনৈতিক মহলের একাংশের বিরূপতা, বসুবাড়ির দু’একজন সদস্যের বিরুদ্ধতাও। একটা মহল ছবিটির যুক্তি রুখতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। একথা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে যে এক শক্তিশালী গোষ্ঠী যারা এ যাবৎ বিমান দুর্ঘটনার তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সফল হয়নি হাজার অপচেষ্টা সত্ত্বেও তাদেরই এক সংঘবদ্ধ কৌশলী প্রয়াস ছিল সিনেমাটির প্রদর্শন বন্ধ করা।

আদালত পর্যন্ত গড়ান

আপত্তি নাকচ হওয়ার পরও অসহযোগিতা বা বিরূপতা দূর হয়নি। দুর্ভাগ্যের এই যে সুভাফান্দ্র প্রতিষ্ঠিত দলই (যদিও বর্তমানে প্রাসঙ্গিক থাকার জন্য অন্য এক দলের উপর নির্ভরশীল) চলচ্চিত্রটি বয়কট করার সিদ্ধান্তও নিয়েছিল। সব মিলিয়ে জন্ম নেওয়া এক ক্রেজ বা অদম্য কৌতূহলে হলে দর্শক-সমাগমেও। হয়েছিল ভালই। তবু মুক্তিপ্রাপ্ত ছবিটির অনেক চিত্র পর্যালোচনার প্রতিবেদনেও ছবিটির বিষয়-উপস্থাপনের দৃষ্টিকোণ বা ন্যারেটিভের সমালোচনা বিষয়টি তুলনামূলকভাবে অধিক স্থান পেয়েছিল, যা হয়ত অপ্রত্যাশিত ছিল না বিরুদ্ধবাদীদের কল্যাণে।

গুমনামী’র মাধ্যমে এ যাবৎ গোপন করে রাখা কিছু অকাট্য তথ্যপ্রমাণ ও যুক্তি-বিশ্লেষণ অসংখ্য নেতাজি অনুরাগী এবং সাধারণের সামনে এলে এতদিনকার সযত্ন লালিতও গল্পের পর্দাফাস হয়ে গেলে এ ব্যাপারে এ অস্বস্তিতে ছবি মুক্তির ব্যাপারে অযথা জলঘোলা করেছিলেন শঙ্কিত কিছু মহল এবং ব্যক্তিবর্গ। বসু পরিবারের কিছু সদস্যও আছেন যাঁদের একাংশ আবার সতত সচেষ্ট বিমান দেওয়া অর্থাৎ জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করে অন্তর্ধান রহস্য উন্মোচনের দাবি

ধামাচাপাদেওয়া। যেন অনুভব করা গিয়েছিল, মুখার্জি কমিশনের সিদ্ধান্তের পরেও। অথচ কথিত সময়ের বয়ানের মধ্যে অসংখ্য অসঙ্গতি নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিতে সামান্য বিশ্লেষণে ও সাধারণ বুদ্ধিতেও নজরে আসে পারিপার্শিক সাক্ষ্যপ্রমাণের প্রেক্ষিতে, যাতে দুর্ঘটনার তত্ত্বের সম্ভাব্যতাই খারিজ হয়ে যায়।

প্রসঙ্গত বিমান দুর্ঘটনার মৃত্যুর কাহিনি সমর্থনকারী বসুপরিবারের একমাত্র সদস্য ও

একদা কংগ্রেস বিধায়ক হওয়া ডা. শিশির বসু মুখার্জি কমিশন থেকে সমন পেয়েও উপস্থিত হতে অস্বীকার করেছিলেন এই কারণ দেখিয়ে যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্তির পর থেকে নেতাজির সঙ্গে তাঁর কোনো যোগাযোগ ছিল না বা নেতাজি সম্পর্কে কোনো তথ্যও তাঁর কাছে নেই। তবু অধুনাপ্রয়াত তাঁর সাংসদ স্ত্রী ও প্রাক্তন সাংসদ ইতিহাসবিদপুত্রে (উভয়েই মুখার্জি কমিশনের সাক্ষ্য প্রমাণাদি দাখিল অনাগ্রহী) ‘নেতাজির মৃত্যু নিয়ে কোনো রহস্য নেইষ তাঁর ১৯৪৫ সালের ১৮ অক্টোবর কথিত বিমান দুর্ঘটনার নেতাজির মৃত্যু হয়েছে— এমত বক্তব্যকে (যদিও তাঁরা যে দলের সাংসদ ছিলেন, সে দলের সুপ্রিমোর মত ভিন্ন) ধ্রুব সত্য ও বসু পরিবারের অভিমত গণ্য করে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে প্রথম থেকেই ভিন্ন সম্ভাবনাকে নিছক রহস্য সৃষ্টির প্রয়াস বলে কটাক্ষ করা হয়েছে কিছু প্রতিবেদনে। ছবির পরিচালকের বিরুদ্ধেও “একদিকে হেলে পড়ার” অভিযোগ করেছিলেন তারা। যদিও বাস্তবে তারা নিজেরাই স্বীয় ভূমিকা বিস্মৃত হয়ে পূর্সরিকৃত সিদ্ধান্ত মতে একদিকে হেলেই এ বিষয়ে কয়েকটি গ্রন্থরচয়িতা এক লেখক-সাংবাদিক গবেষক অনুজ ধর, ছবিটির পরিচালক এবং মুখার্জি কমিশনের রিপোর্টের মতো বিপ্লবী দেশপ্রেমিক নিজের মুক্তির জন্য সন্ন্যাস নিয়ে শুধু পুজোআর্চায় মগ্ন থাকবেন বা থাকবেন এ কিঞ্চিৎ অবিশ্বাস্য। কিন্তু এও সত্য যে ভগবানজি ওরফে গুমনামীবাবা যে নিছক এক পুজারী সন্ন্যাসী হয়ে নিচেষ্ট ছিলেন না তা অনুমান করা যায় রামভবন থেকে উদ্ধারীকৃত সামগ্রীর তালিকায় দৃষ্টিপাত করলেই। দুর্ঘটনার মৃত্যুর কল্পগল্পের অস্থা ও প্রচারকদের সমর্থন জোগাতে, যে ভূমিকা নিঃসন্দেহে অনভিপ্রেত যদিও হেতু অননুমেয় নয়।

বলা বাহুল্য, বিষয়বৈশিষ্ট্যে গুমনামী একটি নিছক সিনেমা নয়, চলচ্চিত্র মূল্যের বাইরেও ইতিহাসের এক বিতর্কিত এবং সাধারণের কাছে অনেকটাই গোপন থাকা এক অধ্যায়ের উপর এই প্রথম আলোকপাত হয়েছে এর মাধ্যমে। গুমনামী বাবার ঘনিষ্ঠ সানিধ্যে যাঁরা এসেছিলেন বা সংশ্লিষ্ট সমসাময়িক ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী তাদের চাক্ষুস বর্ণনা বা বক্তব্য ও যুক্তি এবং নেতাজির ভ্রাতুষ্পুত্রী ললিতা বসুর উদ্যোগে ও এলাহাবাদ উচ্চন্যায়ালয়ের আদেশে রামভবন থেকে উদ্ধারকৃত বইপত্র সামগ্রী প্রভৃতি অনেক পারিপার্থিক সাক্ষ্য প্রমাণ, যা এক্ষেত্রে খুবই গুরত্বপূর্ণ এবং নিস্পত্তিমূলক, পরিচালক এই ছবিতে উপস্থাপিত করেছেন। নেতাজির বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়নি এবং রাশিয়া থেএক ছাড়া পেয়ে ভারতে ফিরে গুমনামীবাবা ছদ্মবেশে উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন স্থানে ছিলেন---এমন এক জোরালো সম্ভাবনার ইঙ্গিত ছবিতে উপস্থাপনের কেউ কেউ শোরগোল তুলেছিলেন বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টিকারী এমন এক বিপ্লবী কী করে দেশের এই সমস্যার মাঝে একজন সাধু হয়ে আত্মগোপন করে থাকবেন, যদিও এদেশেরই আরো একজন অগ্নিপুরুষ বিপ্লবী কী করে দেশের এই সমস্যার মাঝে একজন সাধু হয়ে আত্মগোপন করে থাকবেন, যদিও এদেশেরই আরো একজন অগ্নিপুরুষ বিপ্লবী ও যে সময়ের দাবিতে নিজের অনুভূতির তাড়নায়ে সন্ন্যাসের পথে অগ্রসর হয়ে দীর্ঘ জীবনযাপন করেছেন এবংন দৃষ্টান্ত এদেশেও আছে। অন্যদিকে সুভাষচন্দ্রও একসময় সন্ন্যাসা হওয়ার উদ্দেশ্যে গৃহত্যাগ করেছিলেন। যুদ্ধের সেই উত্তাল সময়েও তিনি ব্যাঙ্ককে থাকাকালীন প্রতিদিন গভীর রাতে রামকৃষ্ণ মিশনে যেতেন, জপতপের জন্য ছিল রুদ্রাক্ষের মালা। একথা সত্য তাঁর মতো বিপ্লবী দেশপ্রেমিক নিজের মুক্তির জন্য সন্ন্যাস নিয়ে শুধু পুজোআর্চায় মগ্ন থাকবেন বা ভয়ে সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে আত্মগোপন করে থাকবেন এ কিঞ্চিৎ অবিশ্বাস্য । কিন্তু এও সত্য যে ভগবানজি ওরফে গুমনামীবাবা যে নিছক এক পূজারী সন্ন্যাসী হয়ে নিচেষ্ট ছিলেন না তা অনুমান করা যায় রামভবন থেকে উদ্ধারীকৃত সামগ্রীর তালিকায় দৃষ্টিপাত করলেই। সমসাময়িক অনেক ঘটনার নেপথ্যে তাঁর ভূমিকা ছিল বলে অনুমান কোনো কোনো মহলের। এ ব্যাপারে কিছু গবেষণীগ্রন্থ ছাড়াও ‘ওই মহামানব আসে’ বইটিও অনুসন্ধিৎসা মেটাতে পারে। বাণিজ্যে সফল। এঁদের মধ্যে যাদের তখন জন্মই হয়নি কিন্তু বসু পরিবারের সদস্য হওয়ার দৌলতে রাজনৈতিক পরিচয় তাদের কেউ কেউ বলছেন নেতাজি যে গুমনামী হতে পারেন এমন ভাবনাই নাকি নেতাজির প্রতি ঘোর অসম্মান। এযাবৎ পরিবেশিত কাহিনি ভিন্ন অন্য চিন্তাভাবনা প্রকাশ করতে বাধা সৃষ্টিতে সদাতৎপর এঁরা গুমনামী চলচ্চিত্রটিও বন্ধ করে দিতে তৎপর ছিলেন। এমনকী ঐদ্ধতো এঁদের কেউ কেউ, ভগবানজি ওরফে গুমনামীবাবাই যে নেতাজি--- নেতাজির দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠ সহযোগী, তাঁর আদর্শেণ একনিষ্ঠ অনুরাগী ও অনুগামীর এ প্রত্যয়কে কটাক্ষ করতেও পিছপা হননি। এরা ভিন্ন সম্ভাবনার প্রকাশকে রুদ্ধ করতে তৎপর, যাতে কেউ প্রশ্ন তুলতে না পারে এদের প্রচারিত গল্পের সত্যাসত্য নিয়ে। অথচ পরিবারের সদস্য দাবি করা এদের কারও বিবেক একবারও কষাঘাত হলনা প্রায় সত্তর বছর ধরে একটি দল ও সরকার কীভাবে সেই ইতিহাস আসছিল। বরং বসুপরিবারের সদস্যদের উপর প্রায় ছয় দশকের শেষাবধি সরকারের নজরদারির সংবাদ গোপন ফাইল প্রকাশের পর জানাজানি হলে এদেরই কেউ কেউ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে সরকারি অন্যায়কে লঘু করতে এগিয়ে আসেন। চলচ্চিত্রটিতে ওই নজরদারি নিয়ে প্রশ্ন উাপনেও অখুশি অনেকে।

উল্লেখ্য ছবিটির মুক্তির অব্যবহিত পূর্বে বিরোধিতায় নামা একটি বড় সংবাদপত্র গোষ্ঠীর বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ছবির পরিচালক ও নামভূমিকায় থাকা অভিনেতা বনাম বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যুর গল্পে বিশ্বাসী এবং প্রচারক বসু পরিবারে জনৈক সদস্যের ঘণ্টাখানেক বিতর্কসভায় কৌশলী সঞ্চালক ২৪শে আগস্ট ১৯৪৫-এর কয়েকটি সংবাদপত্রের ছবি বলেছিলেন কই এতে তো প্ল্যান ক্র্যাশেই নেতাজির মৃত্যুর সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে, কোনো সন্দেহ প্রকাশ করা হয়নি তো!” অথচ সকলেরই জানা যে ২৩শে আগস্ট জাপানি সংবাদ সংস্থা দোমোই এজেন্সির সরকারের দাক্ষিণ্য বর্ষেছে এঁদের প্রতি, ফলত এই ছবিতে উপস্থাপিত করেছেন। নেতাজির বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়নি এবং রাশিয়া থেকে ছাড়া পেয়ে ভারতে ফিরে গু ছদ্মবেশে

উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন স্থানে ছিলেন-ত্ত এমন প্রচারের আলোও সুকৌশলে নিজেদের দিকে টেনে নিয়েছেন এরা। এই সুযোগে তারা আবার সক্রিয় হয়ে ওঠেন। এদের অনেকেই ১৯৪৫ সালের আগে নেতাজিকে না দেখলেও সরকারি দাক্ষিণ্যে তীকে নিয়ে প্রদত্ত দুর্ঘটনার সংবাদই পরদিন ২৪শে আগস্ট সব সংবাদপত্রে প্রকাশ হলেও সে সংবাদে তখনই সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন অনেকে, গান্ধিজি, শরৎচন্দ্র বসু থেকে আমেরিকান গোয়েন্দা বিভাগ ও সংবাদ সংস্থাও। বলা বাহুল্য, কথিত বিমান দুর্ঘটনার সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন ও সন্দেহ জেগেছে তথ্যের এবং এর সূচনা নিছক সাম্প্রতিকে নয়, বরং প্রাক-স্বাধীনতা পূর্বের, বলা ভাল কথিত দুর্ঘটনা’র অব্যবহিত পর থেকেই কিন্তু এ ব্যাপারে সঠিক অনুসন্ধানে সচেতন সরকারি উদাসীনতা ছিল বিস্ময়কর, আচরণ ছিল রহস্যজনক। মুখার্জি কমিশনের রিপোর্ট ইউপিএ সরকারের তড়িঘড়ি খারিজেও ততধিক রহস্য। পুমনামী”র অন্তিম পর্বে অনুসন্ধানী সাংবাদিক-গবেষকের চূড়ান্ত হতাশার মধ্যেও এ প্রশ্নটিও যেন ব্যক্ত হয়েছে। হ্যা এই বিষয়ে দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারে না সেই দিয়েছিল কারণ সে সময় সরকার ছিল তাদের সমর্থিত এবং লোকসভার অধ্যক্ষ ছিলেন তাদেরই একান্ত আপন মান্যজন। প্রারম্ভ থেকেই বিশেষ তারে মূল সুর বাঁধা ছবিটিতে নেতাজির অন্তর্ধান প্রসঙ্গে তিনটি সম্ভাবনা দেখানো হলেও এবং প্রাসঙ্গিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যপ্রমাণের আলোকে কিছু প্রশ্নও চিন্তাভাবনা, যা এযাবৎ সীমাবদ্ধ ছিল গবেষক মহলে ও সমাজের বিশেষ পরিসরে, সাধারণের সামনে উপস্থাপিত করলেও কোনো সম্ভাবনাটি অধিক যুক্তিসঙ্গত ও বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে সে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভার কিন্তু দর্শকদের উপরেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তবুও এ যাবৎ একটি মহলের প্রচারিত বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যুর কাহিনির বিশ্বাসযোগ্যতাকে জনমানসের প্রশ্নের মুখে ভিন্নপথে, তাদের মধ্যে নতুন করে উৎসুক্য জাগাতে পারে, ব্যক্তিবিশেষের মুখোশের নতুন করে জনমত সংগঠিত হতে পারে, এমন আশঙ্কাতেইত্তকি অস্বস্তিতে কোনো কোনো মহল ছবিটির মুক্তিতে বাধা দিয়েছিল, সাবধানের মার নেই এই তত্ত্বেঃ এখনও তীরা খুশি নাও হতে পারে। পরিশেষে, প্রশ্ন জাগতেই পারে, চলচ্চিত্র হিসাবে ”ুমনামী” কি সম্পূর্ণ ত্রটিমুক্ত বলা পলিটিকাল-হিষটরিকাল থ্রিলার দাবি করা এ ছবির উপস্থাপনার ভঙ্গীমাটি, কোন কোন দৃশ্যে অতি-অভিনয়, কখনো কখনো মূল চরিত্রকে ছাপিয়ে অনুসন্ধানী সাংবাদিকের ভূমিকা বড় হয়ে ওঠা, পোড়খাওয়া অভিনেতারও নেতাজির ভূমিকা রূপায়ণে কিঞ্চিৎ আড়ষ্টতা, সেই সাংবাদিকের তনষ্ঠতা বা একাগ্রতা বোঝাতে তার সাংসারিক ও দাম্পত্য জীবন-বিচ্ছেদ- আত্মবিশ্বাস বা প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব প্রকাশ করার ভঙ্গীটি ছবিটির গাভীর্য কিঞ্চিৎ লান হয়েছে কিনা বা কমিশনের রিপোর্ট খারিজের সরকারি সিদ্ধান্তে হতাশায় বইপত্র এবং নেতাজির ছবিও পোড়ানো, অশ্রদ্ধা প্রকাশ না হলেও, আবেগের কিঞ্চিৎ স্থুল প্রকাশ মনে হতে পারে অনেকের। আবার দেশের অন্যতম এক শ্রেষ্ঠ সন্তানের জীবনের এক অধ্যায় সম্পর্কিত এ ছবি সেকথা মাথায় রাখলে শুচিবায়ুগ্রস্ত না হয়েও হয়ত কারও মনে হতেই পারে সাফল্য উদ্যাপনে সুরাপানের ইচ্ছাপ্রকাশ এ ছবিতে কতখানি সামগস্যপূর্ণ! তবু এমন একটি বিষয় সেলুলয়েডের মাধ্যমে নতুন আঙ্গিকে উপস্থাপনে দেশবাসীর সাহসী প্রচেষ্টায় জাতীয় কর্তব্য পালনের জন্য পরিচালক অবশ্যই ধন্যবাদার্হ হবেন অনেকের বিবেচনায়। ছবিটিকে জাতীয় পুরস্কারের শিরোপা প্রদানের সিদ্ধান্ত হয়ত সেই স্বীকৃতিদান যা আসলে জাতীয় চলচ্চিত্র কমিটিরও এক কর্তব্য ছিল।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

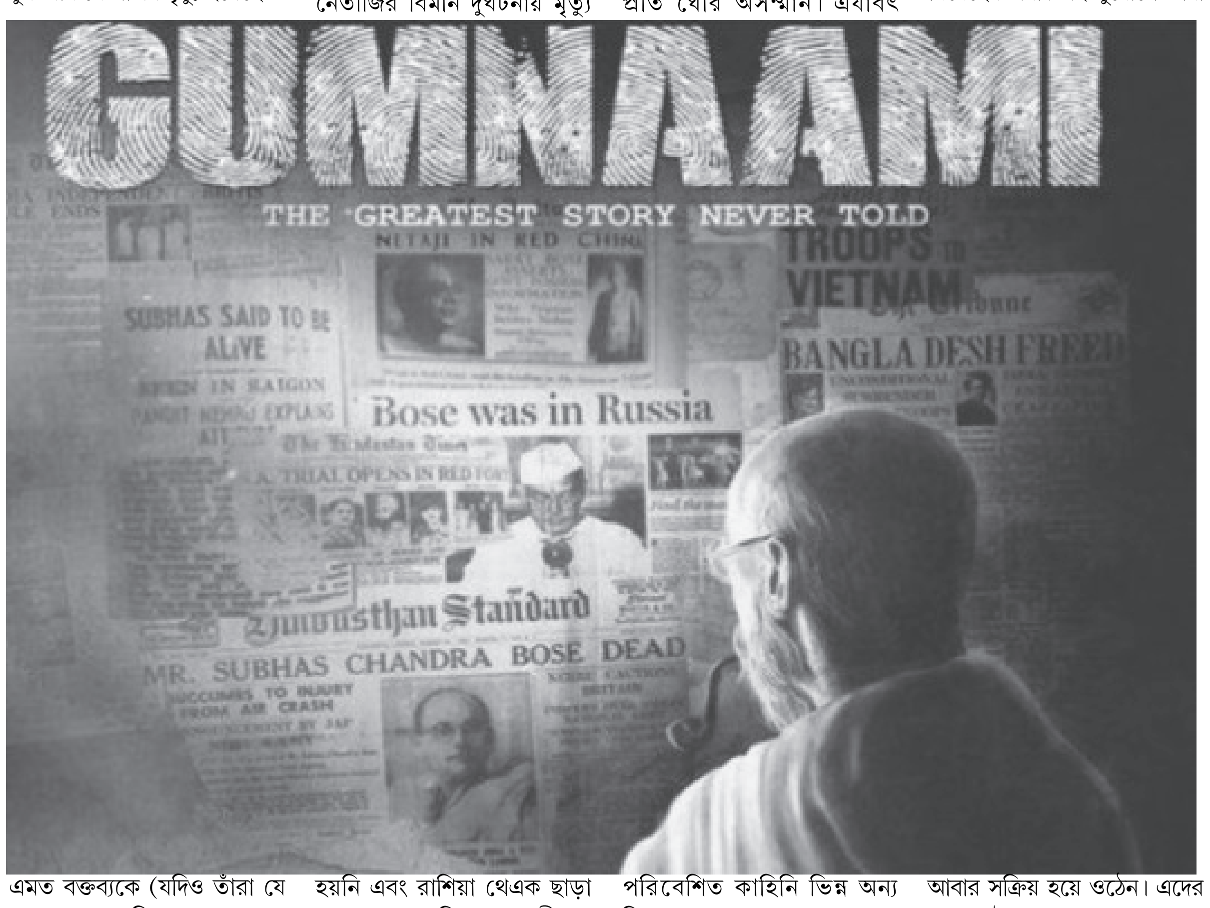


# কর্পোরেট দুনিয়ায় বোঝা উচিত প্রমোটর ও সিইও-র মধ্যে পার্থক্য

**আর কে সিনহা**

ভারতের কর্পোরেট জগতে বিগত কয়েক বছরে ইতিবাচক পরিবর্তন হচ্ছে। এখন প্রমোটর নিজ কোম্পানি অথবা গোষ্ঠীর দায়িত্ব অভিজ্ঞ ও সক্ষম পেশাদারদের উপর ন্যস্ত করছেন। কয়েক বছর আগে পর্যন্ত প্রমোটরই ম্যানেজমেন্ট এবং চিফ এগজিকিউটিভ অফিসার (সিইও) পদে আসীন থাকতেন। খুব সম্প্রতি অনীশ শাহকে মাহিন্দ্রা এন্ড মাহিন্দ্রার ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং সিইও করা হয়েছে। টাটা গোষ্ঠী এন চন্দ্রশেখরণকে ২০১৭ সালে গোষ্ঠীকে চালানোর দায়িত্ব দিয়েছে। এটা বুঝে নেওয়া অত্যন্ত জরুরি যে, টাটা গোষ্ঠী এবং মাহিন্দ্রা ভারতের কর্পোরেট জগতের প্রধান স্তম্ভ। প্রতি বছর এই দুই গোষ্ঠীর কোটি কোটি টাকা মুনাফা হয়। এই দুই গোষ্ঠীতে লক্ষ লক্ষ কর্মী চাকরি করেন। শুধুমাত্র টিসিএস-এ প্রায় ৫ লক্ষ কর্মী রয়েছে। আগে এই দুই গোষ্ঠীতে চন্দ্রশেখরণ ও অনীশ শাহের প্রাক্কালে প্রোমোটরই ম্যানেজিং ডিরেক্টর ছিলেন। এটা তো মানতেই হবে, অধিকাংশ কোম্পানিতে প্রমোটর ও সিইও-র মধ্যে পার্থক্য কিছু সময় আগেই বুঝে নেওয়া হয়েছে। ইনফোসিস টেকনোলজি কয়েক বছর আগে বিকাশ সিক্কাকে সিইও করেছিল। এখানে সেখানে সিইও হলেন সলিল পারেখ। বাকি টেক কোম্পানিগুলিতেও এমনই হচ্ছে। খুব দেরিতে হলেও, অবশেষে আমাদের দেশে প্রমোটর ও সিইও-র মধ্যে পার্থক্য বুঝে নেওয়া হচ্ছে। আমেরিকান বংশোদ্ভূত নাগরিক রেমন্ড বিকসনকে টাটা গ্রুপের তাজ হোটেলের সিইও নিযুক্ত করা হয়েছিল। নীল মিলস স্পাইসজেটের সিইও হয়েছিলেন। যতক্ষন না পর্যন্ত রেনবেক্সিকে জাপানি কোম্পানি টেকবার করেছিল ততক্ষন ওই সংস্থার সিইও ছিলেন ব্রিটিশ নাগরিক ব্রাইন টেম্পেরেস্ট। তবে এখন বৃহত্তর গোষ্ঠীগুলি সিইও-কে প্রতিদিনের সমস্ত দায়িত্ব দিচ্ছে। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, এখন বিশিষ্ট সংস্থাগুলিকে শুধুমাত্র দেশি ও পারিবারিক সিইও রাখার মোহ ছাড়তে হবে, যদি বিশ্বজুড়ে খ্যাতি অর্জন করতে চায়। উদাহরণ স্বরূপ জাপানের প্রতিষ্ঠিত কোম্পানি সোনি সম্পর্কেই বলা যাক। আমেরিকার স্ট্রিংগার ওয়েলসম্যানকে সিইও করতে দ্বিধাবোধ করেনি সোনি। হায়দরাবাদে জন্ম নেওয়া সত্য নাদেলাকে সিইও নিযুক্ত করে ভারতীয় ব্যবসায়ী জগৎকে একটি বড় বার্তা দিয়েছিল মাইক্রোসফ। বার্তা হল, কোনও কিছুই যোগ্যতার চেয়ে বেশি হতে পারে না। মাইক্রোসফের প্রতিষ্ঠাতা বিল গেটস তাঁর পরিবারের কোনও সদস্যকে সিইও পদে নিযুক্ত করেননি। তিনি সত্যের মেধা দেখেই তাঁকে এত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দিয়েছেন। মাইক্রোসফ সত্যের পৃষ্ঠপোষকতায় সাফল্যের নতুন উচ্চতা স্পর্শ করছে। সত্য ছাড়াও পেপসিকো-র সিইও ইন্দিরা নুই এবং মাস্টারকার্ডের গ্লোবাল হেড অজয় বঙ্গা উভয়ই ভারতীয় বংশোদ্ভূত। একটি বিষয় স্পষ্ট হওয়া উচিত, পেশাদার সিইও রাখার ফলে কোম্পানি অথবা গোষ্ঠীর সামনে উত্তরাধিকার পরিকল্পনার কোনও ঝুঁকি থাকে না। ফলে প্রমোটর অথবা কোম্পানি যে কোনও যোগ্য পেশাদারকেই সিইও করতে পারেন। নতুন পরিস্থিতিতে কর্পোরেট জগতের উত্তরাধিকার ভালোভাবেই ঠিক হচ্ছেন। আগে এমনটা ছিল না। এই কারণে ঝামেলা হয়ে যেত। উদাহরণ স্বরূপ ওসোয়াল গোষ্ঠীর বিবাদ প্রকাশ্যে এসেছিল। ওই গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান অভয় ওসোয়ালের মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে পঙ্কজ গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান হওয়ার দাবি করেছিলেন। তাঁর যুক্তি ছিল, পিতার মৃত্যুর পর তাঁকে যেহেতু পাগড়ি পরানো হয়েছিল তাই তিনি গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান। যদিও ওসোয়াল গোষ্ঠীর ম্যানেজমেন্ট চেয়ারম্যান করেছিল অভয় ওসোয়ালের স্ত্রী অরুণা ওসোয়ালকে। মামলা পুলিশ পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। আবার রিলায়েন্স গ্রুপের প্রধান মুকেশ আম্বানির যমজ সন্তান ঈশা ও আকাশ রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের টেলিকমিউনিকেশন ও খুচরা ইউনিট বোর্ডে স্থান পেয়েছিলেন। হিরো গ্রুপের চেয়ারম্যান ব্রজমোহন মুঞ্জালের মৃত্যুর পর পবন কুমার মুঞ্জালকে হিরোর চেয়ারম্যান করা হয়েছিল। তবে উত্তরাধিকার পরিকল্পনা আগে থেকেই ঠিক হয়েছিল। রিলায়েন্স এবং হিরো গ্রুপ তাঁদের উত্তরসূরি পরিকল্পনা করে একটি দুর্দান্ত উদাহরণ স্থাপন করেছে। ওসোয়াল গোষ্ঠীতে বিবাদ হয়েছিল কারণ অভয় অসোয়াল কোনও পূর্ব পরিকল্পনা করেননি। তিনি যদি তাঁর জীবদ্দশায় কাউকে সিইও হিসাবে নিয়োগ করতেন, তাহলে বিতর্ক হত না। নতুন পরিবর্তনের উপসংহার হল, সিইও এখন ভারতে প্রমোটর ভিশন বাস্তবায়ন করবেন। ভারতের কর্পোরেট জগতের প্রথম পুরুষ জে আর ডি টাটা তাঁর চিন্তাভাবনা সংস্থার সিইও-র সামনে তুলে ধরতেন। অজিত কেরকার (তাজ হোটেল), এফ.সি. সেহগাল (টিসিএস), ননী পালকিওয়ালা (এসিসি সিমেন্ট), রুশী মোদী (টাটা স্টিল) প্রভৃতি সিইও-দের সঙ্গে দেখা করে তাঁদের নির্দেশ দিতেন। সিইওরা স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতেন। এমনটাই হওয়া উচিত।

(লেখক রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ)

**সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।**

# ফের বন্দুকবাজের হামলা আমেরিকায়, গুলিতে হত ৮ জন

ইন্ডিয়ানাপোলিস, ১৬ এপ্রিল (হি.স.) : আমেরিকায় ফের বন্দুকবাজের হামলা। বৃহস্পতিবার আমেরিকার ইন্ডিয়ানাপোলিসের এই ঘটনায় প্রাণ গেল অন্তত ৮ জনের। হামলায় আরও বেশ কয়েক জন আহত হয়েছেন। গুলিতে মৃত্যু হয়েছে হামলাকারীরও।

ইন্ডিয়ানাপোলিসের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কাছে ফেডেক্সের (ক্যুরিয়ার সার্ভিস সংস্থা) কার্যালয়ে গুলি চলে। এক বন্দুকধারীর এলোপাতাড়ি গুলিতে অন্তত আটজন নিহত হয়েছেন। এছাড়াও আহত বেশ কয়েকজনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। হামলার পর বন্দুকধারী নিজেও আত্মহত্যা করেন। তবে কী কারণে হঠাৎ ওই ব্যক্তি গুলি চালিয়ে এত জনকে মেরে ফেললেন তা স্পষ্ট করে জানা যায়নি। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ইন্ডিয়ানাপোলিস মেট্রোপলিটন পুলিশ বিভাগের অফিসার জিনিয়া কুক বলেন, ইন্ডিয়াপোলিস শহরে আত্মঘাতী বন্দুক হামলার ঘটনা ঘটেছে।

বন্দুক হামলায় গুলিবিদ্ধ অনেকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। বন্দুকধারীসহ আটজন নিহত হয়েছেন। পুলিশ হামলাকারীকে শনাক্ত করতে কাজ করছে। ক্ষতিগ্রস্ত সবাই বেসামরিক নাগরিক। জিনিয়া কুকআরও বলেন, বন্দুকধারী নিজের গুলিতে আত্মহত্যা করেছেন বলে তারা ধারণা করছেন।

ঘটনার সময় সেখানে উপস্থিত থাকা ফেডেক্সের দুই কর্মকর্তা জানান, তারা অন্তত দশ রাউন্ড গুলি চালানোর শব্দ শুনতে পান। এর আগে গত মাসের শেষের দিকে দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার একটি অফিস বিল্ডিংয়ে গুলি চলে। সেখানে বন্দুকবাজের হামলায় এক শিশু-সহ ৪ জনের মৃত্যু হয়। তার আগে ২২ মার্চ কলোরাডোর এক মুদিখানার দোকানে গুলি চলে, মৃত্যু হয় ১০ জনের। তারও সপ্তাহখানেক আগে জর্জিয়ার অটলান্টায় এক ব্যক্তি, ৮ জনকে গুলি করে মারেন। একটি হিসাবে জানা গিয়েছে, আমেরিকায় প্রতি বছর প্রায় ৪০ হাজার মানুষের মৃত্যু হয় বন্দুকবাজের হামলায়। যার মধ্যে আবার একটা বড় অংশ আত্মহত্যাকারী।

আইজিএম হাসপাতাল পরিদর্শন করেন প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি ও এনএইচএম অধিকর্তা। ছবি ঃ নিজস্ব

# আগামীকাল সম্পন্ন হবে প্রিন্স ফিলিপের রাজকীয় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া

লন্ডন, ১৬ এপ্রিল (হি.স.) : আগামীকাল শনিবার সম্পন্ন হবে ডিউক অব এডিনবার্গ প্রিন্স ফিলিপের রাজকীয় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। সদ্য প্রয়াত প্রিন্স ফিলিপের শেষ যাত্রায় তাঁকে সঙ্গ দেবেন তাঁর চার সন্তান। তাঁর কফিনের চার পাশে হাঁটবেন প্রিন্স চার্লস, অ্যান্ড্রু, এডওয়ার্ড ও প্রিন্সেস অ্যানি। তাঁদের সঙ্গে দেখা যাবে প্রিন্স ফিলিপের দুই নাতি প্রিন্স উইলিয়াম ও হ্যারি।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির খবরে বলা হয়, শনিবার একটি ল্যান্ড রোভারে করে প্রিন্স ফিলিপের কফিন উইন্ডসরে জর্জ চ্যাপেলে নিয়ে যাওয়া হবে। সেখানেই অনুষ্ঠিত হবে রাজকীয় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। কফিন নিয়ে যাওয়ার সময় গাড়িটির পাশে হাঁটবেন প্রিন্স ফিলিপের চার সন্তান ও দুই নাতি। তিনজন জার্মান আত্মীয়সহ মাত্র ৩০ জন ব্যক্তির উপস্থিতিতে প্রিন্স ফিলিপের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠিত হবে। অতিথিরা মেডেলসহ মর্নিং কোট বা দিনের পোশাক পরতে পারবেন, তবে সামরিক পোশাক নয়। করোনাভাইরাসের সংক্রমণের কারণে সবার মুখে মাস্ক থাকবে ও সবাই সামাজিক দূরত্ব মেনে চলবেন। সে সময় ব্রিটিশ রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ একা চেয়ারে বসে থাকবেন।

বাকিংহাম প্যালেস থেকে জানানো হয়, শনিবার স্থানীয় সময় বেলা তিনটায় উইন্ডসর ক্যাসেলের চ্যাপেলে অনুষ্ঠিত হবে প্রিন্স ফিলিপের রাজকীয় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। প্যালেসের এক মুখপাত্র বলেন, করোনা সংক্রমণের বিধিনিষেধ অনুসরণ করে পুরো আয়োজন সাজানো হয়েছে, তবে ডিউক অব এডিনবার্গের ইচ্ছা অনুসারে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে।

উল্লেখ্য, ব্রিটিশ রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের স্বামী ডিউক অব এডিনবরা প্রিন্স ফিলিপ গত শুক্রবার উইন্ডসর ক্যাসেলে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৯ বছর। ব্রিটিশ ইতিহাসের সবচেয়ে বেশি দিন ধরে রয়্যাল কনসোর্ট ছিলেন তিনি। রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের সঙ্গে প্রিন্স ফিলিপের বিয়ে হয় ১৯৪৭ সালে। এর পাঁচ বছর পর ব্রিটিশ সিংহাসনে আরোহণ করেন দ্বিতীয় এলিজাবেথ। গত নভেম্বরে রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ ও প্রিন্স ফিলিপ তাঁদের ৭৩তম বিবাহবার্ষিকী পালন করেন। প্রিন্স ফিলিপ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশ নৌবাহিনীর একজন কর্মকর্তা ছিলেন এবং নৌবাহিনীর আনুষ্ঠানিক প্রধানের পদ লর্ড হাই অ্যাডমিরাল হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন তিনি। ৯৬ বছর বয়সে সরকারি দায়িত্ব থেকে অবসরে যান ফিলিপ।

# সপ্তাহান্তের লকডাউন এবার চণ্ডীগড়ে, শুধুমাত্র জরুরি পরিষেবায় অনুমতি

চণ্ডীগড়, ১৬ এপ্রিল (হি.স.): কোভিডকে রুখতে এবার সপ্তাহান্তের লকডাউন লাগু হল চণ্ডীগড়ে। শুক্রবার রাত দশটা থেকে সোমবার সকাল পাঁচটা পর্যন্ত লকডাউন লাগু থাকবে চণ্ডীগড়ে, এই সময়ে শুধুমাত্র জরুরি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত পরিষেবাকেই অনুমতি দেওয়া হবে। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রশাসক ভি পি সিং বাদনরের নেতৃত্বে উচ্চ-পর্যায়ের বৈঠকের পর এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

বৈঠকের পর জানানো হয়েছে, শুক্রবার রাত দশটা থেকে সোমবার সকাল পাঁচটা পর্যন্ত লকডাউন লাগু থাকবে চণ্ডীগড়ে। শুধুমাত্র জরুরি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত পরিষেবাকেই অনুমতি দেওয়া হবে। রেস্তোরাঁ থেকে বাড়িতে খাবার পৌঁছে দেওয়া যাবে। বিয়েবাড়িতে নির্দিষ্ট সংখ্যক অতিথি উপস্থিত থাকতে পারবেন। এ সমস্ত ক্ষেত্রে ডেপুটি কমিশনার পাস দেবেন। উপদেষ্টা মনোজ পরিদা জানিয়েছেন, এনডিএ এবং অন্যান্য পরীক্ষা হবে, ছাত্র-ছাত্রীরা অ্যাডমিড কার্ড নিয়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে যেতে পারবেন। লকডাউন সত্ত্বেও করোনার টিকাকারণ সমানতালে চলবে।

# কোচবিহারে আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেফতার ৩ জন

কোচবিহার, ১৬ এপ্রিল (হি. স.) : কোচবিহারের দিনহাটার চারটি আগ্নেয়াস্ত্র সহ তিন জনকে গ্রেফতার করল পুলিশ। ধৃতরা হল, মিঠু হোসেন, মনিরুল ইসলাম ও মাহমুদ হক। তাদের কাছ থেকে চারটি ৭.৬ এমএম রিভলভার, ২০টি গুলি, ৮টি ম্যাগাজিন উদ্ধার হয়েছে। শুক্রবার পুলিশ সুপার দেবাশিষ ধর সাংবাদিক সম্মেলন করে জানান, নির্বাচনের আগে থেকেই নিয়মিত অভিযান চলছে। গত ১৩ এপ্রিল গোপন সূত্রে খবর পেয়ে কোচবিহার শহরের মিনি বাসস্ট্যান্ড এলাকা থেকে মিঠু হোসেন নামে এক যুবককে গ্রেফতার করা হয়। তার কাছ থেকে আগ্নেয়াস্ত্রগুলি উদ্ধার হয়েছে। তদন্তে জানা যায়, পাঁচ হাজার টাকার বিনিময়ে সেগুলি অন্যত্র পৌঁছে দেওয়ার কাজ করছিল সে। এরপর অভিযান চালিয়ে মূল পাচারকারী মনিরুল ইসলাম ও মাহমুদ হককে গ্রেফতার করা হয়। তাদের বিরুদ্ধে এর আগেও অস্ত্র পাচারের অভিযোগ ছিল বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ।

# প্রতি বছর করোনার টিকা নেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে : ফাইজারের সিইও

নয়াদিল্লি, ১৬ এপ্রিল (হি.স.) : এখন থেকে প্রতি বছর করোনার টিকা নেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে।এমনটাই জানিয়েছেন মার্কিন ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি ফাইজারের সিইও আলবার্ট বোরলা। করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ের দাপটের মধ্যেই অ্যালবার্ট জানিয়েছেন, ২ দফার টিকা নেওয়ার ৬ মাস থেকে ১ বছরের মধ্যে তৃতীয় টিকা নিতে হবে। শুধু তাই নয়, তার পরেও করোনার হাত থেকে বাঁচতে প্রতি বছরই নিতে হবে টিকা। তবে এসব ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া দরকার।

করোনা রক্তচক্ষু দেখালেও এখনও মানুষের মধ্যে করোনা নিয়ে গা-ছাড়া ভাব দেখা যাচ্ছে। মাস্ক ছাড়া অনেককেই ঘুরতে দেখা যাচ্ছে। যদিও এদেশের একাধিক রাজ্যে সতর্কতার জন্য নাইট কারফিউ চালু করা হয়েছে। কিন্তু তাতেও করোনা গ্রাফ ঊর্ধমুখী। শুধু এ দেশে নয়, গোটা বিশ্ব বেসামাল করোনার উপদ্রবে। করোনা যেভাবে দাপট দেখাচ্ছে, তার প্রেক্ষিতে ফাইজারের তরফে জানানো হয়েছে, তাদের তৈরি ভ্যাকসিনের দ্বিতীয় ডোজ নেওয়ার পর অন্তত ৬ মাস তা কার্যকর থাকছে। অ্যালবার্ট বোরলা জানিয়েছেন, তাদের টিকা কোভিড-১৯ ভাইরাসের বিরুদ্ধে ৬ মাস পর্যন্ত বেশ ভাল কার্যকর। তার পর সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এর কার্যকরিতা কমতে থাকে। এর আগে স্বাস্থ্য আধিকারিকরা জানিয়েছিলেন, করোনা নেওয়ার পরেও বুস্টার ডোজ প্রয়োজন। সে কথাই সমর্থন করলেন অ্যালবার্ট বোরলা। ফেব্রুয়ারিতে ফাইজার ও বায়োএনটেক জানিয়েছিল, তারা ভাইরাসটির নতুন রূপগুলোর বিরুদ্ধে প্রতিরোধের প্রতিক্রিয়া আরও ভালোভাবে বুঝতে কোভিড-১৯ ভ্যাকসিনের একটি তৃতীয় ডোজ পরীক্ষা করছে।---হিন্দুস্থান সমাচার/ কাকলি

# বাংলায় ' ছড়ানোয়' মোদীকে হুঁশিয়ারি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

নবদ্বীপ, ১৬ এপ্রিল (হি. স.) : রাজ্যের করোনা পরিস্থিতির জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিশানা করছেন বিজেপিকেই। সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর নাম নিয়ে তাঁর আর্জি- ছড়ানো বন্ধ করুন। এই সঙ্গে বললেন, দিল্লি আমাদের কথায় চলবে, আমরা দিল্লির কথায় চলব না।

এদিন নবদ্বীপের একটি জনসভা থেকে একের পর এক অভিযোগ তুলে ধরেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর যুক্তি, এই রাজ্যে করোনা কমে গিয়েছিল। যখন ছিল না, তখন সকলকে ভ্যাকসিন দিতে পারত নরেন্দ্র মোদীর সরকার। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়, 'আমরা অনেকদিন আগে চিঠি লিখেছিলাম বিনে পয়সায় ভ্যাকসিন দিতে চেয়ে। কিন্তু উনি দেননি। সারাক্ষণ রাজনীতি করেন।"

মমতা বলেন, বহিরাগত গুন্ডারা বাইরে থেকে আসছে। বাংলায় কোভিড ছড়িয়ে দিয়ে চলে যাচ্ছে। প্যান্ডেল করতে বাইরে থেকে লোক আসছে। গুজরাট থেকে লোক নিয়ে এসে কেন প্যান্ডেল হবে। এর পরেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলতে থাকেন, বাংলায় কোভিড ছড়াবেন না নরেন্দ্র মোদী। আপনাকে বারবার বলছি। নবদ্বীপে দিন কয়েক আগেই রাজ্যে দুই খেপে মোট ৫ লক্ষ ভ্যাকসিন এসেছে এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানে। আনা হয়েছে কোভিশিল্ড। বাগবাজারের স্টোর থেকে তা সরবরাহ করা হয়েছে নানা জায়গায়। মমতা সেই প্রসঙ্গেই বললেন, তবু যতটুকু আছে সেই ভ্যাকসিন বিনা পয়সাতেই দিচ্ছি আমরা।

ভ্যাকসিন যুদ্ধে দিল্লির সাহায্য প্রার্থনা করলেও, রাজ্য পরিচালনায় নিজের শক্তিতেই আস্থাবান মমতা। তাই তাঁকে এদিনও বলতে শোনা গেল, "দিল্লি আমাদের কথায় চলবে, আমরা দিল্লির কথায় চলব না।"

পশ্চিমবঙ্গেও গত চব্বিশ ঘণ্টায় আক্রান্তের সংখ্যা ৬ হাজার ছাড়িয়েছে। একদিনে দেশে আক্রান্তের সংখ্যা বাড়তে বাড়তে ২ লক্ষ ১৭ হাজার। ২৪ ঘণ্টায় প্রাণ গিয়েছে ১১৮৫ জনের। এই অবস্থায় রাজ্যে দফা ধরে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ভিন রাজ্য থেকে আসছেন বিজেপি-র নেতা মন্ত্রীরা। এদিন ভোটারদেরও মাস্ক পরে ভোট দিতে যাওয়ার দাওয়াই দেন মমতা। স্পষ্ট ভাষায় বলেন, ভোট না দিলে মাঠের সোজা বাইরে বের করে দেবে। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

# করোনা সংক্রমণ থেকে মুক্ত সরসঙ্ঘচালক ড: মোহন ভাগবত

নাগপুর, ১৬ এপ্রিল (হি.স.) : রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ(আরএসএস)-র সরসঙ্ঘচালক ড: মোহন ভাগবত করোনা সংক্রমণ থেকে সুস্থ হয়েছেন। গত ৯ এপ্রিল ডঃ ভগবতের করোনা পরীক্ষায় পজিটিভ রিপোর্ট আসে। এরপর তাঁকে নাগপুরের একটি হাসপাতালে তাকে ভর্তি করা হয়। হাসপাতলে তাঁর চিকিৎসার পর শুক্রবার তাঁকে ছুটি দেওয়া হয়। যদিও চিকিৎসকরা তাঁকে পাঁচদিনের জন্য নিভৃতবাসে থাকার পরামর্শ দিয়েছেন। সরসঙ্ঘচালক ড: মোহন ভাগবত গত ৮ এপ্রিল সর্দি,কাশি এবং জ্বর হওয়ার পর তিনি চিকিৎসকের পরামর্শ নেন এবং পরদিন ৯ এপ্রিল তাঁর করোনা পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষার রিপোর্ট পজিটিভ হওয়ার পর তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বর্তমানে তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল রয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

# বেন স্টোকসের আঙুলে অস্ত্রোপচার সোমবার, শনিবার ফিরছেন দেশে

নয়াদিল্লি, ১৬ এপ্রিল (হি.স.) : আগামী সোমবার লিডসে হাসপাতলে রাজস্থান রয়েলসের অলরাউন্ডার বেন স্টোকসের ভেঙ্গে যাওয়া বাঁহাতের কনিষ্ঠ আঙুলে অস্ত্রোপচার হবে বলে জানা গিয়েছে। আপাতত তিনি তিন মাসের মত মাঠের বাইরে থাকবেন বলে ইংল্যান্ড এন্ড ওয়ালস ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি) শুক্রবার জানিয়েছে। ইসিবি-র পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়েছে, হাসপাতালে স্টোকসের ফের এক্স-রে এবং সিটি স্ক্যান করা হয়েছে। আপাতত তাঁকে ১২ সপ্তাহের জন্য মাঠের বাইরে থাকতে হবে। অস্ত্রোপচারের জন্য শনিবার ভারত ছেড়ে দেশের পথে উড়ে যাবেন রাজস্থান রয়্যালসের এই অলরাউন্ডার। পঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে খেলার সময় বাঁহাতের কনিষ্ঠ আঙুলে চোট পান ইংল্যান্ডের এই ক্রিকেটার। গিয়েছে বেন স্টোকসকে বাঁহাতের কনিষ্ঠ আঙুলে চোট রয়েছে তাঁর।"

চোটের কারণে জফ্রা আর্চারকে এখনও দলে পায়নি রাজস্থান। স্টোকসও ছিটকে গেলেন চোটের জন্য। তবে দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে ক্রিস মরিস যে ভাবে নিজেকে মেলে ধরেছেন তাতে সঞ্জু স্যামসনের দলে বড় ভরসা এখন তিনিই।

# করোনা পরিস্থিতি নিয়ে টুইটে উদ্বেগ ধনকরের

কলকাতা, ১৬ এপ্রিল (হি. স.) : রাজ্যে করোনা পরিস্থিতি উদ্বেগজনক, টুইট করে জানালেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর।

শুক্রবার রাজ্যপাল টুইটে লিখেছেন, "রাজ্যে করোনা পরিস্থিতি উদ্বেগজনক, করোনার বিরুদ্ধে জন আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। ইতিবাচক মনোভাব নেওয়ার সময় এসেছে। রেড ক্রস, হাসপাতালগুলি এগিয়ে আসুক। "

এদিকে, আক্রান্তের সংখ্যার নিরিখে বিশ্ব-তালিকার ফের একবার দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে ভারত। দেশের দৈনিক সংক্রমণের সংখ্যা ফের একবার ২ লক্ষ ছাড়াল। এই নিয়ে পরপর ২ দিন।

এর মধ্যে বিজ্ঞান গবেষণা পত্র ল্যানসেটের এক রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, জুনের প্রথম সপ্তাহে দেশে দৈনিক মৃত্যু বেড়ে ২ হাজার ৩২০ পর্যন্ত হতে পারে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, "কোভিডের প্রথম সংক্রমণের মতোই দ্বিতীয় তরঙ্গ থাবা বসাচ্ছে ভারতের দ্বিস্তরীয় এবং ত্রিস্তরীয় শহরগুলিতে। ফেব্রুয়ারি থেকে এপ্রিলের মধ্যে দৈনিক নতুন সংক্রমণ ১০ হাজার থেকে বেড়ে ৮০ হাজার হয়েছে মাত্র ৪০ দিনে। সেপ্টেম্বরে যা লেগেছিল ৮৩ দিন" ।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

# প্রথম চার দফা ভোটে বিজেপি ৯৩ টি আসন জয় করবে, খড়দহে দাবি অমিত শাহের

খড়দহ, ১৬ এপ্রিল (হি.স.) : পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম চার দফা ভোটে বিজেপি ৯৩ টি আসন জয় করবে বলে দাবি করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শুক্রবার উত্তর ২৪ পরগনার খড়দহ বিধানসভা এলাকায় রোড শো-র পর এক সমাবেশে তিনি বলেন, আগামীকাল পঞ্চম দফার ভোটগ্রহণ হবে। রাজ্যে গত চার দফা নির্বাচনের মোট ১৩৫টি আসনের মধ্যে বিজেপি এককভাবে ৯৩ টি আসন নিজেদের দখলে রাখবে। তিনি আরও বলেন, দিদি ভালো করে শুনে রাখুন, রাজ্য থেকে আপনার বিদায় আগামী ২ মে হবে। একই সঙ্গে বিজেপি দুশোর বেশি আসন জয় করে এককভাবে সরকার গঠন করবে।

সমাবেশে তিনি বলেন, আগামী ২ মে-র পর রাজ্যে দুর্গাপুজো করার জন্য হাইকোর্টের দ্বারস্থ হতে হবে না। সরস্বতী পুজো করার জন্য হল নিষেধাজ্ঞা থাকবে না। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরও বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, বামফ্রন্ট এবং কংগ্রেস কোনভাবেই এবার আমাদের আটকাতে পারবেনা। রাজ্যে বিজেপি সরকার গঠনের পর অনুপ্রবেশকারী কেন, কোন পাখিও সীমান্ত পেরিয়ে রাজ্যে ঢুকতে পারবে না বলেও তিনি দাবি করেছেন। তিনি বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের মানুষকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জনকল্যাণমূলক প্রকল্প থেকে বঞ্চিত করেছেন এবং সরকার গঠনের পর এখানে তা চালু করা হবে। তিনি অভিযোগ করে বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কখনওই চান না রাজ্যে শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন হোক।

উল্লেখ্য আগামীকাল ১৭ এপ্রিল রাজ্যে পঞ্চম দফার নির্বাচনের মোট ছয় জেলায় ৪৫ টি আসনে ভোটগ্রহণ হবে। এরমধ্যে জলপাইগুড়ি, কালিংপং, দার্জিলিং, নদিয়া, উত্তর ২৪ পরগনা এবং পূর্ব বর্ধমান জেলা রয়েছে। এই দফায় মোট ৩১৯ জন প্রার্থীর মধ্যে ৩৯ জন মহিলা প্রার্থী রয়েছেন।

# গত ২৪ ঘণ্টায় পশ্চিমবঙ্গে করোনায় আক্রান্ত ৬,৯১০ জন

কলকাতা, ১৬ এপ্রিল (হি. স.): সারা দেশের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গেও লাফিয়ে বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৬,৯১০ জন। মৃত্যু হয়েছে ২৬ জনের। তবে স্বস্তির খবর গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়ে উঠেছে ২,৮১৮ জন।

স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিন অনুযায়ী, সংক্রমিতের নিরিখে এদিনও প্রথম স্থানে রয়েছে কলকাতা। শুধুমাত্র কলকাতাতেই ১ হাজার ৮৪৪ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন গত ২৪ ঘণ্টায়। প্রত্যাশিতভাবেই দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে উত্তর ২৪ পরগনা। সেখানে একদিনে ১,৫৯২জনের শরীরে মিলেছে করোনা ভাইরাস। দক্ষিণ ২৪ পরগনা একদিনে সংক্রমিতের সংখ্যা ৪০২। হাওড়ায় একদিনে আক্রান্ত ৪২০ জন। উল্লেখযোগ্যভাবে দৈনিক সংক্রমণ বেড়েই চলেছে বীরভূমে। একদিনে সেখানে আক্রান্ত ৩৭৪ জন। এপর্যন্ত রাজ্যে মোট ৬,৪৩, ৭৯৫ জন এখনও পর্যন্ত করোনায় আক্রান্ত হলেন। অন্যদিকে গত ২৪ ঘণ্টায় বাংলার যে ২৬ জনের মৃত্যু হয়েছে, তাঁদের মধ্যে ৯ জন কলকাতার। উত্তর ২৪ পরগনার ৭ জন, মালদা ও হাওড়া ৩ জন করে, মুর্শিদাবাদে ২ জন এবং নদিয়া ও পূর্ব মেদিনীপুরের ১ জন করে প্রাণ হারিয়েছেন ।গত ২৪ ঘণ্টায় নমুনা পরীক্ষা হয়েছে ৪০,১৫৩ জনের, তারমধ্যে ৬,৯১০ জনের শরীরে মিলেছে করোনা ভাইরাস। এখনও পর্যন্ত মোট কোভিড টেস্ট হয়েছে ৯৭, ১৫, ১১৫ জনের। বর্তমানে রাজ্যে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৪১,০ ৪৭। গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ২,৮১৮ জন। এখনও পর্যন্ত সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন মোট ৫, ৯২, ২৪১ জন। রাত পোহালেই রাজ্যে পঞ্চম দফার ভোটগ্রহণ। তার আগেই রাজ্যের স্বাস্থ্য আধিকারিকদের কপালে চিন্তার ভাজ ফেলছে করোনা সংক্রমণ। এরপরেও তিন দফার নির্বাচন বাকি রয়েছে। যার জন্য প্রতিদিনই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে মিটিং-মিছিল করছে রাজনৈতিক দলগুলি। তবে নির্বাচন কমিশন কলকাতার প্রতিটি কোণায় সভা হচ্ছে প্রত্যেকটি দলের। সেই সমস্ত সভায় প্রচুর সংখ্যক মানুষ জড়োও হচ্ছেন। যা নিয়েই চিন্তায় স্বাস্থ্য দফতর।

# কাছাড়ে নতুন ৪০ জন করোনা পজিটিভ, জেলায় মোট আক্রান্ত ১৪৯

শিলচর (অসম), ১৬ এপ্রিল (হি.স.) : কাছাড় জেলায় করোনা পজিটিভ আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৪৯-। দ্রুতগতিতে জেলায় অতিমারু করোনা ভাইরাসের দ্বিতীয় ঢেউ আছড়ে পড়ার আতঙ্ক তাড়া করছে সাধারণ জনগণকে ।কাছাড় জেলায় আজ শুক্রবার নতুন করে আরও ৪০ জনের শরীরে অতিমারি করোনা পজিটিভ ধরা পড়েছে। জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের মিডিয়া এক্সপার্ট সুমন চৌধুরী জানিয়েছেন, আজ মোট ৪০ জন করোনা পজিটিভ শনাক্ত করা হয়েছে। রেপিড অ্যান্টিজেন টেস্টে ১৪ জন এবং আরটি-পিসিআর টেস্টে ২৬ জনের শরীরে করোনা পজিটিভ ধরা পড়েছে। আজ মোট ৭৪৮ জনের রেপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট করা হয়েছে। রাত ৮-টা পর্যন্ত করোনা টেস্টের এই তথ্য প্রকাশ হয়েছে। তবে আজকের টেস্টের কিছুটা ফলাফল বাকি রয়েছে। তাই আক্রান্তের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে ধারণা করছেন সুমন চৌধুরী।

আজকের ৪০ জনকে নিয়ে কাছাড় জেলায় সক্রিয় রোগীর সংখ্যা হয়েছে মোট ১৪৯ জন। কাছাড় জেলায় শুরু থেকে এখন পর্যন্ত কোভিড আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১১,৬৬১ জন। জেলায় কোভিড আক্রান্ত হয়ে এ পর্যন্ত মোট ৩৯ জনের মৃত্যু ঘটেছে। জেলায়ও দ্বিতীয় পর্যায়ের করোনার প্রভাব বিস্তার শুরু হয়েছে। ফলে গোটা জেলার জনমনে ফের করোনা আতঙ্ক তাড়া করছে।

# করোনা : করিমগঞ্জ অসামরিক হাসপাতালের পরিকাঠামো উন্নয়নের দাবি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে যাচ্ছেন কমলাক্ষ

করিমগঞ্জ (অসম), ১৬ এপ্রিল (হি.স.) : করোনার দ্বিতীয় ঢেউ সমগ্র দেশে ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করতে চলছে। প্রতিদিনই সংক্রমিত এবং মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ছে। করিমগঞ্জ জেলায়ও করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু জেলাবাসীর চিকিৎসা সেবার একমাত্র ভরসাস্থল করিমগঞ্জ অসামরিক হাসপাতালের পরিকাঠামোগত ব্যবস্থা খুবই উদ্বেগজনক। তাই করোনা অতিমারি মোকাবিলায় কোভিড-১৯ হাসপাতালের পরিকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়ালের সঙ্গে দেখা করতে আজ দিশপুরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছেন বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ।

গুয়াহাটির উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার আগে বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বলেন, শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত অসামরিক হাসপাতালের গগনচুম্বী ভবনগুলো শুধু শোভাবর্ধন করছে। উন্নত চিকিৎসা পরিষেবার কোনও পরিকাঠামো নেই। করোনার দ্বিতীয় ঢেউ যদি এই জেলায় আছড়ে পড়ে, তা-হলে পরিস্থিতি ভয়ানক আকার ধারণ করবে। তাই সময় থাকতে যাতে হাসপাতালের পরিকাঠামোগত উন্নয়নে ব্যবস্থা নেওয়া যায়, সেজন্যই তিনি মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ হচ্ছেন। করিমগঞ্জ অসামরিক হাসপাতাল ও কোভিড-১৯ হাসপাতালের দুরবস্থার কথা মুখ্যমন্ত্রীর সামনে তুলে ধরবেন বলেও জানান কমলাক্ষ।

এদিকে আজ শহরের ব্রজেন্দ্র রোডে অবস্থিত শ্মশানে বৈদুতিক চুল্লির মেরামতির কাজ পরিদর্শন করেন কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ। চুল্লির মেরামতির কাজ জোরকদমে চলছে। কিছুদিনের মধ্যেই চুল্লির মেরামতির কাজ শেষ হয়ে যাবে বলে নিশ্চিত করেন তিনি। বৈদ্যুতিক চুল্লির কাজ সম্পূর্ণ হয়ে যাওয়ার পর ব্রহ্মা পূজার আয়োজন করা হবে বলেও জানান বিধায়ক। শ্মশান পরিদর্শনকালে বিধায়ক কমলাক্ষের সঙ্গে ছিলেন শুভঙ্কর দাস, অসীম দেব প্রমুখ।

# হরেকরকম

হরেকরকম
হরেকরকম

## লকডাউনে অর্থাভাবেও ভুগেছেন, কোভিডে মারা গেলেন ‘মহাভারত’-এর ‘ইন্দ্র’ সতীশ কল

প্রয়াত হলেন ‘মহাভারত’ খ্যাত অভিনেতা সতীশ কল। শনিবার ৭৪ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন ‘ইন্দ্র’। কোভিড সংক্রান্ত সমস্যায় ভুগছিলেন তিনি। তাঁর একমাত্র বোনকে রেখে চলে গেলেন পঞ্জাবি অভিনেতা।

সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, ৬ দিন আগে থেকে জ্বরে ভুগছিলেন সতীশ। তখনই তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কোভিড পরীক্ষায় ইতিবাচক ফল আসে। কোভিডের সঙ্গে তাঁর লড়াই থেমে গেল শনিবার। একাধিক হিন্দি ছবি ও ধারাবাহিকে কাজ করে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন সতীশ। দর্শক তাঁকে বিশেষ করে মনে রেখেছিলেন বি আর চোপড়া পরিচালিত ‘মহাভারত’-এর ‘দেবরাজ ইন্দ্র’ হিসেবে। এ ছাড়া প্রায় ৩০০-র বেশি পঞ্জাবি ছবিতে অভিনয় করেছিলেন তিনি। কিন্তু পরবর্তী সময়ে খুবই অর্থকষ্টে দিন কেটেছে সতীশের।

আরও পড়ুন ইন্দিরানগরের ‘গুন্ডা’-র আবির্ভাবের এক দিনের মধ্যেই খোঁজ মিলল ‘গুড্ডি’-র

২০১১ সালে মুম্বই থেকে পঞ্জাবে ফিরে যান অভিনেতা। সেখানে একটি অভিনয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু করেন তিনি। কিন্তু এর পরে তাঁর পেশাগত জীবন হঠাৎই থমকে যায়। ২০১৫ সালে কোমরের হাড় ভেঙে পরবর্তী আড়াই বছর শয্যাশায়ী ছিলেন। বৃদ্ধাশ্রমে দিন কাটতে থাকে তাঁর। তার পরে একটি বাড়ি ভাড়া নেন। অর্থাভাবে লকডাউনের সময় নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস জোগাড় করতে খুব সমস্যায় পড়েছিলেন অভিনেতা। গত বছর একটি সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন, তাঁর অভিনয় করার ইচ্ছে আগের মতোই প্রবল। কেবল সুযোগের অভাবে বসে রয়েছেন তিনি। অভিনেতা চেয়েছিলেন, অন্তত নিজের একটা বাড়ি হোক। অভিনয় করার জন্য পরিচালকরা তাঁকে ডাকুন। কিন্তু সে সব ইচ্ছাপূরণের আগেই পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেন সতীশ কল।

## রুচি ফিরবে রুটিতে

শরীর সুস্থ রাখতে রোজকার খাদ্যতালিকায় রুটি রাখার পরামর্শ দেন পুষ্টিবিদরা। ভারতীয় এবং বাঙালি খাদ্যাভ্যাসেও রুটি প্রচলিত। কিন্তু কী দিয়ে তৈরি রুটি সবচেয়ে বেশি উপকারী? অঞ্চলভেদে বাজরা, জোয়ার, গমের রুটি খেয়ে থাকেন বেশির ভাগ মানুষ। কিন্তু কোন রুটিতে পুষ্টি কেমন, সেটা এ বার জেনে নেওয়া যাক।

গম: গমের আটার রুটি অনেকেই খেয়ে থাকেন। এতে ভিটামিন বি, ই, ফসফরাস থাকে প্রচুর পরিমাণে। কিন্তু এতে কিছুটা গ্লুটেন থাকে।

জোয়ার: এই রুটিতে ফাইবার বেশি পাওয়া যায়। এ ছাড়া গ্লাইসেমিক লোড কম হয় বলে, রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। পুষ্টিবিদ সুবর্ণা রায়চৌধুরীর কথায়, “জোয়ারে পটাসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম প্রচুর পরিমাণে থাকে। তাই জোয়ারের রুটি খেলে ক্যালসিয়ামের অ্যাবজর্পশনেও তা বেশ সহায়ক। আমাদের দেশের মহিলারা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ক্যালসিয়ামের অভাবে ভোগেন। তাই একটু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যতালিকায় জোয়ারের রুটি রাখতে পারেন।” হার্ট ভাল রাখার গুণও আছে জোয়ারের।

বাজরা: ওজন কমানোর সঙ্গে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে সহায়ক বাজরার রুটি। বাজরা ভাল ডিটক্সও করে। ফলে ত্বক ভাল থাকে। সুবর্ণার কথায়, “বাজরায় গ্লাইসেমিক লোড সবচেয়ে কম। তাই বাজরার রুটি ডায়াবেটিক রোগীদের জন্য খুব ভাল। তা ছাড়া বাজরা গ্লুটেনফ্রি এবং এতে ফাইবারের পরিমাণও বেশি। তাই বাজরার রুটি খেলে কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকে। কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা থাকলে এই রুটি খেতে পারেন। ওজন কমানোর জন্যও এই রুটি খুব কার্যকর।”

রাগি: এই রুটি একটু লালচে দেখতে হয়, কারণ এতে আয়রন বেশি মাত্রায় থাকে। ডায়াটিশিয়ান কোয়েল পালচৌধুরী বললেন, “আয়রনের পরিমাণ রাগিতে অনেক বেশি থাকে। তাই অ্যানিমিয়া রোগীরা রাগি থেকে তৈরি রুটি খেতে পারেন। রুটি না করে রাগির পরিজ, দোসাও তৈরি করে খেতে পারেন। ব্রেকফাস্ট সিরিয়াল হিসেবে রাগি খুব ভাল।” তবে রাগিতে ক্যালরির পরিমাণ তুলনামূলক ভাবে অন্যান্য আটার চেয়ে কম। বরং রাগিতে প্রোটিন পাওয়া যায়। যদিও রাগির প্রোটিন ফার্স্ট ক্লাস প্রোটিন নয়। কিন্তু নিরামিষাশীদের জন্য রাগির রুটি কিছুটা প্রোটিনের জোগান দেয়।

ভুট্টা: এই আটায় ফাইবার থাকে প্রচুর পরিমাণে আর এটিও গ্লুটেনফ্রি। “ভুট্টার আটায় ক্যালরির কনটেন্ট প্রায় অন্য আটার মতোই। তবে এতে ফসফরাস, অ্যান্টি-অক্সিড্যান্টস ভিটামিন বি সিক্স বেশি পরিমাণে থাকে। তাই মাঝেমাঝে স্বাদবদলে ভুট্টার রুটি রাখতে পারেন,” বললেন কোয়েল। তবে ভুট্টার রুটি খুব মোটা হয়। হজম করতেও সময় লাগে।

## ও পার বাংলার উপাদেয় পদ কী ভাবে বানাবেন নিজের হেঁশেলে

পার বাংলা অর্থাৎ বাংলাদেশে দাওয়াত পোলাও ছাড়া সম্পূর্ণ হয় না। আর সেই পোলাওয়ের রকমফেরও কম নয়। মুরগির মাংস, পাঁঠার মাংস, কিমা, ইলিশ এমনকি শুধু টক দই দিয়েও সুস্বাদু সব পোলাও রান্না করা যায়। বিয়েবাড়ি, উৎসব-অনুষ্ঠানে মোরগ পোলাও থাকবেই। আর তার জন্য আগে থেকে মুরগি বা দেশি মোরগ ম্যারিনেট করতে হবে টক দই, আদা-রসুন বাটা, পেঁয়াজের রসে। তার পরে মাংস কষে নিতে হবে। চিনিগুড়া চাল অর্ধেক সিদ্ধ করে নিতে হবে। এ বার নীচে মাংসের স্তর, উপরে অর্ধসিদ্ধ ভাতের স্তর করে উপর থেক খোয়া ক্ষীর ছড়িয়ে দিতে হবে। পাত্রের মুখ টাইট করে আটকে বসিয়ে দিতে হবে আঁচে। ভিতরে মাংসের রসে মজে মজে ভাতেও আসে সুস্বাদু ফ্লেভার। মাটন বা চিকেন কিমা দিয়ে কিমা পোলাও করতে পারেন। এর জন্য প্রথমে গোলমরিচ, পেঁয়াজ-আদার রস, ছোট এলাচ, পাতিলেবুর রস দিয়ে কিমাকে ম্যারিনেট করে রাখতে হবে। একটি বেকিং পাত্রে সকলের নীচে কিমার স্তর, তার উপরে চিনিগুড়া চাল অল্প সিদ্ধ করে তার স্তর তৈরি করে উপর থেকে ঘি ছড়িয়ে দিতে হবে। সবচেয়ে উপরে কাঁচা লঙ্কা ছড়িয়ে দিন। রান্না হয়ে গেলে উপরে কুরোনো চিজ ছড়িয়ে গরম গরম পরিবেশন করতে হবে। শুঁটকির পোলাও খুব জনপ্রিয়। এই পোলাওয়ে চিনিগুড়ার বদলে কালিজিরা চালও ব্যবহার করা যায়। এতে কাঁচা লঙ্কা, পাতিলেবুর রস দেওয়া হয়। আর পরিবেশন করার আগে পোলাওয়ের উপরে ছড়িয়ে দেওয়া হয় বেরেস্তা। রান্নার সময়েও স্তরে স্তরে লাল করে ভাজা পেঁয়াজ দেওয়া হয়। কাঁচা সরষের তেলও লাগে এই পোলাও রান্না করতে। ও পার বাংলায় পেঁয়াজ দিয়েও ইলিশ রান্না করা হয়। আদা-রসুন বাটা আর পেঁয়াজ বাটা দিয়ে ইলিশ মাছ একটু নাড়াচাড়া করে নিতে হবে। উপরে থাকবে পোলাওয়ের তিন-চতুর্থাংশ রান্না করা ভাত। তার উপর থেকে ঘি, একটু গোলাপ জল ও কেওড়া জল ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এই ইলিশ পোলাও কিন্তু পদ্মার তাজা ইলিশে তৈরি করা হয়। আর একটি খুব জনপ্রিয় পোলাও হল লেবুপাতার ঘোল পোলাও। এই পোলাওয়ে প্রথমে টক দইয়ের ঘোল বানানো হয়। সেই ঘোলে গন্ধরাজ লেবুর খোসা একটু ঘষে দেওয়া হয়। গন্ধরাজ লেবুর পাতাও দেওয়া হয়। তার পরে এই ঘোলের মধ্যে মাখন, কাঁচা লঙ্কা, নুন ও অল্প চিনি দিয়ে ভাল করে মিশিয়ে নিতে হবে। তার মধ্যে চাল দিয়ে সিদ্ধ করতে হবে। গরম কালেই এই পোলাও বেশি খাওয়া হয়। এতে পেটও ঠান্ডা থাকে। আবার খেতেও ভাল লাগে। মনে রাখতে হবে, সব পোলাওই দমে ও ঢিমে আঁচে রান্না করতে হবে। স্লো কুকিং মেথডে চাল সুসিদ্ধ হবে আবার গলেও যাবে না।

## ১০ বছরের বিবাহবার্ষিকীতে সানি লিওনিকে কী উপহার দিলেন স্বামী?

১০ বছর পেরিয়ে গেল সানি ও ড্যানিয়েলের দাম্পত্য। ১৩ বছরের সম্পর্ক তাঁদের। বিশেষ এই দিনের উদযাপনে খামতি রাখলেন না অভিনেত্রী সানি লিওনির স্বামী ড্যানিয়েল ওয়েবার। শুধু পোস্ট করে ভালবাসা জানালেন না। উপহার দিলেন হীরের হার।

প্রাক্তন পর্ন তারকা সানি শুক্রবার একটি ছোট ভিডিয়ো পোস্ট করলেন নেটমাধ্যমে। সাদা ও সবুজের ডোরাকাটা পোশাক পরে সানি। টান টান করে চুল বাঁধা। ভিডিয়ো জুড়ে গলার হার ঝলমল করছে। তবে হীরের চাইতেও যেন বেশি ঝলমলে সানির মুখ। খুশিতে ডগমগ তিনি।

ক্যাপশনে স্বামীকে ধন্যবাদ জানিয়ে লিখেছেন, ‘কেউ ভেবেছিল, কেবল একটি কথোপকথন আমাদের আজ এখানে নিয়ে আসবে? ভালবাসি তোমায়’।

ভিডিয়োটি পোস্ট করার আগে দম্পতি নিজেদের ইনস্টাগ্রামে একে অপরের সঙ্গে ছবি পোস্ট করেছেন। সানি ও ড্যানিয়েলের প্রথম সাক্ষাৎ একটি ক্লাবে। ড্যানিয়েলের দাবি, প্রথম বারেই সানির প্রেমে পড়ে যান তিনি। তবে সানির অনুভূতি তৈরি হয় ধীরে ধীরে। তাঁর মায়ের মৃত্যুর সময়ে ড্যানিয়েল তাঁর কাঁধ শক্ত করার জন্য তাঁর সঙ্গ ছাড়েননি এক বারের জন্যেও। সেই ভালবাসা আজও হীরের হার হয়ে ঝলমল করছে।

## পার্টির জমাটি স্টার্টার চিকেন মোল্টেন ফিঙ্গার

উপকরণ: বোনলেস চিকেন ব্রেস্ট (সরু করে কাটা) ৪ টুকরো, আদা-রসুন বাটা ২ চা চামচ, কালোমরিচ গুঁড়ো এক চিমটে, সরষে গুঁড়ো এক চিমটে, পাতিলেবুর রস ১ চা চামচ, নুন স্বাদ মতো, কাঁচা লঙ্কা কুচি আধ চা চামচ, পার্সলে পাতা কুচি ১/৪ চা চামচ, কাঁচা লঙ্কা বাটা ১/৪ চা চামচ, চিজ ২ টেবিল চামচ, ফ্রেশ ব্রেড ক্রাম্বস (কোটিংয়ের জন্য), ডিমের সাদা অংশ (ফেটানো), ভাজার জন্য সাদা তেল।

প্রণালী: নুন, পাতিলেবুর রস, আদা-রসুন বাটা, মরিচ গুঁড়ো, সরষে গুঁড়ো দিয়ে চিকেন ম্যারিনেট করে রাখুন। চিজ, পার্সলে পাতা কুচি, কাঁচা লঙ্কা কুচি মিশিয়ে একটা পুর তৈরি করুন। এ বার চিকেন ব্রেস্টের মধ্যে সেটা ভরে রোল করে মুড়ে নিন। সেগুলো একে একে ডিমের সাদা অংশে ডুবিয়ে, ফ্রেশ ব্রেড ক্রাম্বস মাখিয়ে কম আঁচে ডুবো তেলে ভেজে নিলেই তৈরি চিকেন মোল্টেন ফিঙ্গার।

চিংড়ির চটপটি

উপকরণ: চিংড়ি ২০০ গ্রাম, আদা-রসুন বাটা ২ চা চামচ, শা-মরিচ এক চিমটে, নুন স্বাদ মতো, কাঁচা লঙ্কা বাটা ১ চা চামচ, কর্নফ্লাওয়ার ৪ চা চামচ, ডিম (ব্যাটারের জন্য), সাদা তেল পরিমাণ মতো, নারকেল কোরা ২ চা চামচ, পেঁয়াজ কুচি ১ চা চামচ, শুকনো লঙ্কা ২টি, ধনেপাতা কুচি ১ চা চামচ।

প্রণালী: ডিম, নুন, আদা-রসুন বাটা, কাঁচা লঙ্কা বাটা, শা-মরিচ আর কর্নফ্লাওয়ার একসঙ্গে মিশিয়ে চিংড়িগুলো তাতে মাখিয়ে ডুবো তেলে ভেজে তুলে নিন। এ বার প্যানে আবার তেল গরম করে নারকেল কোরা, পেঁয়াজ কুচি, নুন, কাঁচা লঙ্কা, শুকনো লঙ্কা দিয়ে চিংড়িগুলো মিশিয়ে টস করে নিলেই তৈরি স্টার্টার। গরম গরম পরিবেশন করুন।

মিষ্টি দই গলৌটি

উপকরণ: মিষ্টি দই (জল ঝরিয়ে নিতে হবে) ১৫০ গ্রাম, চিনি গুঁড়ো ২৫ গ্রাম, রোস্টেড চানা গুঁড়ো ২৫ গ্রাম, এলাচ গুঁড়ো এক চিমটে, ঘি পরিমাণ মতো।

প্রণালী: পুরো রান্নাটাই ঘিয়ে হবে। দই, চিনি, রোস্টেড চানা গুঁড়ো ও এলাচ গুঁড়ো মিশিয়ে নিয়ে প্যানে ঘি গরম করে অল্প আঁচে রান্না করে নিন। নামিয়ে একটু ঠান্ডা হলে চ্যাপ্টা কাবাবের আকারে গড়ে নিয়ে ফের ঘিয়ে শ্যালো ফ্রাই করুন। উপরে ক্রিম ও চকো চিপস দিয়ে পরিবেশন করুন।

## বিরিয়ানির হরেকরকম

উপকরণ: মাংস ১ কিলোগ্রাম, বাসমতী চাল ৭৫০ গ্রাম, আলু ৬টি, সরষের তেল ৩ টেবিল চামচ, গোটা গরমমশলা ১ চা চামচ, পেঁয়াজ ৩টি, আদা-রসুন বাটা ২ টেবিল চামচ, টক দই ২ টেবিল চামচ, লাল লঙ্কা গুঁড়ো ১ চা-চামচ, ধনে গুঁড়ো ১ চা-চামচ, হলুদ গুঁড়ো অল্প, পাতিলেবু ১টি, নুন স্বাদমতো, তেজপাতা, ঘি, কেশর, বিরিয়ানি মশলা, কেওড়া জল পরিমাণ মতো, দুধ ১ কাপ।

প্রণালী: চাল ধুয়ে ভিজিয়ে রাখতে হবে তিন-চার ঘণ্টা। এ বার নুন-হলুদ আর সামান্য লঙ্কা গুঁড়ো মাখানো আলু সিদ্ধ করে রাখতে হবে। গোটা গরম মশলা ফোড়ন দিয়ে পেঁয়াজ কুচি লালচে করে ভেজে নিন। আদা-রসুন বাটা, ধনে গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো, টক দই দিয়ে ভাল করে কষুন। মাংসটা মশলায় দিয়ে কষিয়ে নিন, যতক্ষণ না ৮০-৯০ শতাংশ সিদ্ধ হয়ে আসছে। হাঁড়িতে তেজপাতা, লবঙ্গ, ছোট এলাচ দিয়ে জল ফুটিয়ে তাতে নুন আর অর্ধেক পাতিলেবুর রস দিয়ে ভিজিয়ে রাখা চাল দিয়ে দিন। সিদ্ধ হয়ে এলে সামান্য শক্ত থাকা অবস্থায় ভাতটা নামিয়ে জল ঝরিয়ে থালায় ছড়িয়ে রাখুন। হাঁড়িতে সামান্য ঘি ব্রাশ করে নিন। এ বার পরতে পরতে ভাত, আলু আর মশলা মাখানো মাংস সাজিয়ে বিরিয়ানি মশলা, ঘি আর কেওড়া জল দিতে হবে। এক কাপ দুধে কেশর ভিজিয়ে রাখুন আগে। এটাও দিন প্রত্যেক স্তরে। শেষে ভাল করে হাঁড়ির মুখ বন্ধ করে ঢিমে আঁচে তাওয়ায় বসাতে হবে ৩০ মিনিট।

**পর্দা বিরিয়ানি** উপকরণ: ময়দা ১ কাপ, নুন স্বাদ মতো, সাদা তেল ৫ টেবিল চামচ, ইস্ট ১ টেবিল চামচ, গরম জল ১ কাপ, বাসমতী চাল ৩০০ গ্রাম (ভিজিয়ে রাখা), চিকেন ৫০০ গ্রাম, পেঁয়াজ ১টি, রসুন ৪-৫ কোয়া, আদা ১ ইঞ্চি, গোল মরিচ ১ টেবিল চামচ, গোটা ও গুঁড়ো গরমমশলা অল্প, আমন্ড ১০-১২টি, তেজপাতা ২টি, কাঁচা লঙ্কা ৪-৫টি, মটর/চানা ১ কাপ।

প্রণালী: ১ কাপ ঈষদুষ্ণ জলে ইস্ট আর ২ টেবিল চামচ ময়দা গুলে মিনিট পনেরো রেখে দিন। ইস্ট অ্যাক্টিভ হয়ে উঠবে এবং বুদবুদ তৈরি হবে। এতে অল্প নুন স্বাদ মতো মিশিয়ে নিন, সঙ্গে ২ টেবিল চামচ সাদা তেলও। মেশানোর সময়ে অল্প অল্প করে ময়দা দিতে থাকুন। আধঘণ্টা রেখে দিন। কড়াইয়ে ৩ টেবিল চামচ সাদা তেল দিয়ে তেজপাতা ফোড়ন দিন। এর মধ্যে পেঁয়াজ-আদা-রসুন কুচি দিয়ে মাংসটা দিন। গোটা গরম মশলা, নুন, মরিচ, কাঁচা লঙ্কা মেশান। আমন্ডও দিন। গরম মশলা গুঁড়ো দিয়ে চাপা দিন। কিছুক্ষণ পরে আধসিদ্ধ করে রাখা চাল মিশিয়ে দিয়ে মিনিট দশেক বেশি আঁচে রান্না করুন। এ বার মটর/চানা (আধসিদ্ধ) মিশিয়ে দিন। কিছুক্ষণ পরে গ্যাস নিভিয়ে বিরিয়ানি রেখে দিন ঠান্ডা করতে। ময়দা বেলে নিন বড় আকারে, কিছুটা পুরু করে। স্টিলের গোল পাত্রে সাদা তেল মাখিয়ে ময়দার খোলস রেখে ভিতরে বিরিয়ানি ভরে মুখটা আটকে দিন। প্রি-হিট করা আভেন বা প্রেশার কুকারে বেক করে নিন মিনিট কুড়ি।

**অম্বুর বিরিয়ানি** উপকরণ: চিকেন ৫০০ গ্রাম, জিরা রাইস ২ কাপ, পেঁয়াজ ২টি, টম্যাটো ২টি, আদা-রসুন বাটা ২ টেবিল চামচ, জল ঝরানো টক দই ১/৪ কাপ, ধনেপাতা ও পুদিনাপাতা কুচি ৪ টেবিল চামচ, তেজপাতা ১টি, গোটা গরম মশলা অল্প, শুকনো লঙ্কা ২০টি, নুন, তেল ১/৪ কাপ।

প্রণালী: জলে আধঘণ্টা ধরে শুকনো লঙ্কা ভিজিয়ে রেখে মিক্সিতে বেটে নিতে হবে। হাঁড়ির জলে অল্প নুন আর তেল দিয়ে ভিজিয়ে রাখা চাল সিদ্ধ করে নিন ৩/৪ ভাগ সিদ্ধ হয়ে এলে জল ঝরিয়ে থালায় বিছিয়ে রাখুন। কড়াইয়ে তেল গরম করে তেজপাতা, গোটা গরম মশলা ফোড়ন দিয়ে অল্প করে দই, পেঁয়াজ কুচি, আদা-রসুন বাটা দিয়ে দিন। কাঁচা মশলার গন্ধ চলে গেলে চিকেন দিন। ধনে পাতা, পুদিনা পাতা কুচি, বাকি পেঁয়াজ কুচি আর টম্যাটো কুচি দিন। মশলা রান্না হয়ে এলে শুকনো লঙ্কা বাটা, নুন, বাকি দইটাও দিয়ে দিন। চিকেন সিদ্ধ হলে তার উপরে ভাত স্তরে স্তরে সাজাতে হবে, ধনে পাতা, পুদিনা পাতা দিয়ে। হাঁড়ির মুখ আটকে কম আঁচে বসান ২০ মিনিট। এই বিরিয়ানি কলাপাতায় পরিবেশন করলেই ভাল লাগবে। হায়দরাবাদি বিরিয়ানি

উপকরণ: বাসমতী চাল দেড় কাপ, চিকেন ৫০০ গ্রাম, বিরিয়ানি মশলা ১/২ চা-চামচ, গোটা গরম মশলা, স্টার অ্যানিস ও মগ্গু অল্প, পেঁয়াজ ২টি (বেরেস্তা), ধনেপাতা কুচি ও পুদিনা পাতা কুচি ৪ টেবিল চামচ করে, ঘি বা সাদা তেল ৪ টেবিল চামচ, গরম দুধে (৩ টেবিল চামচ) কেশর (১/৪ চা-চামচ) ভেজানো।

প্রণালী: বেরেস্তা, টক দই, বাটা ও গুঁড়ো মশলা, বিরিয়ানি মশলা মাংসে মাখিয়ে ঘণ্টাদুয়েক ম্যারিনেট করুন। তেজপাতা, মগ্গু, গোটা গরম মশলা, তেল আর নুন দিয়ে চাল সিদ্ধ করে জল ঝরতে দিন। হাঁড়িতে ঘি মাখিয়ে চিকেন দিন। অল্প তেল ছড়িয়ে আঁচ কমিয়ে রান্না করুন। চিকেন হয়ে এলে ভাত ছড়িয়ে দিন উপরে। অল্প ঘি আর বেরেস্তা দিন। ধনে পাতা কুচি, পুদিনা পাতা কুচি, কেশর ভেজানো দুধ আর বিরিয়ানি মশলা দিতে হবে প্রতি স্তরে। গরম তাওয়ার উপরে হাঁড়ির মুখ বন্ধ করে, ভারী চাপা দিয়ে বসান।

**অওয়ধি বিরিয়ানি** উপকরণ: মাটন ৫০০ গ্রাম, বাসমতী চাল ৩০০ গ্রাম, ঘি ১০০ গ্রাম, দুধে ভেজানো কেশর ১/২ চা-চামচ, জায়ফল গুঁড়ো দু’চিমটে, পেঁয়াজ ৩টি (বাটা ও কুচি), আদা-রসুন বাটা ৩ টেবিল চামচ, টক দই ২৫০ গ্রাম, গোটা ও গুঁড়ো গরম মশলা অল্প, জিরে গুঁড়ো ১ চা-চামচ, লাল লঙ্কার গুঁড়ো ১ চা-চামচ, হলুদ গুঁড়ো ১ চা-চামচ, ধনে গুঁড়ো দেড় চা-চামচ। প্রণালী: ঘি গরম করে গোটা গরম মশলা দিয়ে ভিজিয়ে রাখা চাল দিন। অন্য দিকে আদা-রসুন বাটা, লাল লঙ্কার গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, কাঁচা লঙ্কা, পাতিলেবুর রস দিয়ে মাটন আগে থেকে ম্যারিনেট করে রাখতে হবে। ঘি গরম করে বাটা মশলা ও গুঁড়ো মশলা দিয়ে মাটন কষে নিন। অল্প জল দিয়ে সিদ্ধ করুন। হাঁড়িতে ঘি মাখিয়ে তলায় তেজপাতা সাজিয়ে জল ঝরানো ভাত ও মাটন স্তরে-স্তরে সাজান। জায়ফল গুঁড়ো, কেশর-দুধ, ঘি, বেরেস্তা ছড়িয়ে দিন। শেষে কেওড়া জল, মিঠা আতর দিয়ে হাঁড়ির মুখ সিল করে দমে বসান আধঘণ্টা।

## এ বারের সংক্রান্তির বিশেষ আকর্ষণ ফিউশন পাটিসাপ্টা

সুগারের সমস্যা থাক বা না থাক, সংক্রান্তিতে নলেন গুড় দিয়ে পিঠে না খেলেই নয়। যাঁদের সুগারের সমস্যা বেশি, তাঁরাও দু’-একটা পিঠেপুলি খেতে পারেন অনায়াসে। তবে প্রত্যেক পিঠে রসিকের জেনে রাখা উচিত, এ দেশের প্রথম মিষ্টির নাম। বেদের সময় থেকেই ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষ মিষ্টিপ্রেমী। প্রায় ৮০০০ বছর আগে এ দেশের প্রথম বাড়িতে তৈরি মিষ্টির নাম আপুপা। এই মিষ্টিরই পরে নাম হয় মালপোয়া। সেই সময় যবের আটা ঘি দিয়ে মেখে, গাওয়া ঘিয়ে ভেজে, মধুতে ডুবিয়ে পরিবেশন করা হত। পরে এটিই হয়ে দাঁড়ায় জগন্নাথ দেবের ৫৬ ভোগের অন্যতম মালপোয়া। বাংলা, বিহার ছাড়াও নেপালের মানুষও মালপোয়া প্রেমী। উপাদানে কিছু ফারাক থাকলেও স্বাদে খুব বদল নেই। টু ইন ওয়ান মালপোয়া নারকেল, ক্ষীর আর কলার সঙ্গে কাজু আর কিসমিসের টুকরো দিয়ে বানান এই মালপোয়া। গরম হোক বা ঠাণ্ডা, দুই ক্ষেত্রেই অসাধারণ স্বাদে ভরা। বড় এলাচ আর মৌরির স্নিগ্ধ গন্ধে খিদে আরও বেড়ে যায়। ওড়িশার বিলাখাউরানি গ্রামের গৃহবধূ সঞ্জুলতা সামল জানালেন এই বিখ্যাত মালপোয়ার রেসিপি।

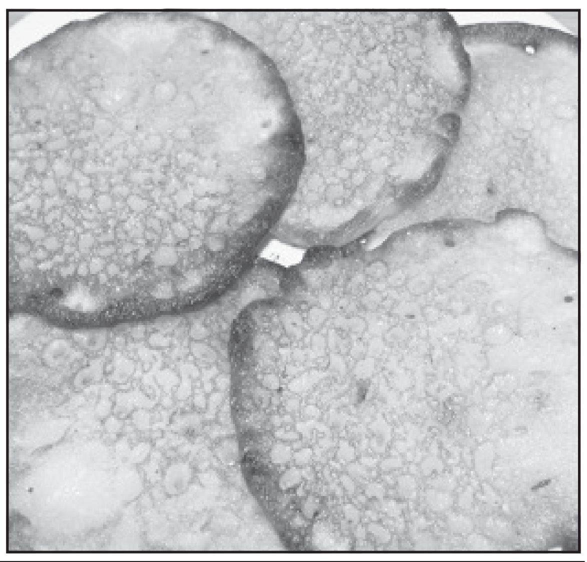

সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন এআইএসএ-এর কর্মকর্তারা। ছবি ঃ নিজস্ব

## করোনা-আক্রান্ত রণদীপ সিং সুরেজওয়ালা, হরসিমরতের রিপোর্টও পজিটিভ

নয়াদিল্লি, ১৬ এপ্রিল (হি.স.): করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন কংগ্রেস নেতা রণদীপ সিং সুরেজওয়ালা। শুক্রবার সকালে রণদীপ সিং সুরেজওয়ালা নিজেই টুইট করে জানিয়েছেন, 'শুক্রবার সকালে আমার টেস্ট রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে।' রণদীপ ছাড়াও এদিনই প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা শিরোমণি অকালি দলের নেত্রী হরসিমরত কৌর বাদলের করোনা-রিপোর্টও পজিটিভ এসেছে। হরসিমরত টুইট করে জানিয়েছেন, 'শুক্রবার আমি করোনায় সংক্রমিত হয়েছি, মৃদু উপসর্গ রয়েছে।'

রণদীপ সিং সুরেজওয়ালা

করোনা-আক্রান্ত রণদীপ সিং সুরেজওয়ালা টুইট করে জানিয়েছেন, 'শুক্রবার সকালে আমার টেস্ট রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। বিগত ৫ দিনের মধ্যে যাঁরা আমার সংস্পর্শে এসেছিলেন, তাঁরা নিজেদের আইসোলেশনে রাখুন এবং সতর্কতা অবলম্বন করুন।'

হরসিমরত কৌর বাদল

প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা শিরোমণি অকালি দলের নেত্রী হরসিমরত কৌর বাদল টুইট করে জানিয়েছেন, 'শুক্রবার আমি করোনায় সংক্রমিত হয়েছি, মৃদু উপসর্গ রয়েছে। বাড়িতেই কোয়ারান্টাইনে রয়েছি এবং প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করেছি। বিগত কিছু দিনে আমার কাছাকাছি যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা নিজেদের আইসোলেশনে রাখুন এবং যত দ্রুত সম্ভব করোনা-পরীক্ষা করিয়ে নেবেন।'

## করোনা-আক্রান্ত দ্বিগ্বিজয় সিং, রয়েছেন স্বেচ্ছা-নিভৃতবাসে

নয়াদিল্লি, ১৬ এপ্রিল (হি.স.): ভারতে করোনাভাইরাসের বাড়বাড়ন্ত অব্যাহত। করোনার প্রকোপ থেকে রেহাই পাচ্ছেন না তারকা থেকে রাজনীতিবিদ, ক্রীড়াবিদ থেকে মন্ত্রী-কেউই। এবার করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হলেন প্রবীণ কংগ্রেস নেয়া দ্বিগ্বিজয় সিং। শুক্রবার টুইট করে দ্বিগ্বিজয় জানিয়েছেন, 'আমার করোনা-টেস্ট রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। দিল্লির বাসভবনে স্বেচ্ছা-নিভৃতবাসে রয়েছি।'

প্রবীণ কংগ্রেস নেতা দ্বিগ্বিজয় সিং টুইট করে এদিন জানিয়েছেন, 'আমার কোভিড রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। আপাতত দিল্লির বাড়িতে কোয়ারেন্টাইনে রয়েছি। এই সময়ের মধ্যে আমার সংস্পর্শে যাঁরা এসেছেন, তাঁরা নিজেদের আইসোলেশনে রাখুন এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সাবধানতা অবলম্বন করুন।' প্রসঙ্গত, এদিনই কংগ্রেস নেতা রণদীপ সিং সুরেজওয়ালা টুইট করে জানান, শুক্রবার সকালে তাঁর করোনা-টেস্ট রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। রণদীপ ছাড়াও এদিনই প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা শিরোমণি অকালি দলের নেত্রী হরসিমরত কৌর বাদলের করোনা-রিপোর্টও পজিটিভ এসেছে।

# মমতা শুধু সিন্ডিকেট ও কাটমানির সংস্কৃতিকেই বাড়িয়েছেন : অমিত শাহ

নদিয়া, ১৬ এপ্রিল (হি.স.): পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে ফের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তীব্র আক্রমণ শানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। মমতাকে খোঁচা দিয়ে অমিত শাহ বলেছেন, 'মমতা দিদি শুধু সিন্ডিকেট ও কাটমানির সংস্কৃতিকেই বাড়িয়েছেন। কিন্তু, মোদীজী সোনার বাংলা তৈরি করতে বদ্ধপরিকর।' বঙ্গবাসীকে শাহ আশ্বস্ত করেছেন, ' ২ মে আপনারা বাংলায় বিজেপি সরকার তৈরি করুন। কথা দিচ্ছি সীমানার ওপর থেকে কোনও মানুষ তো কী একটা পাখিও পর্যন্ত বাংলায় প্রবেশ করতে পারবে না।' শুক্রবার নদিয়া জেলার তেহট্টের জনসভায় শুরুতেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন, 'সবার প্রথমে বাংলার নববর্ষে সবাইকে শুভকামনা জানাই এবং এই নতুন বছর বাংলার সকল মানুষের জন্য যেন শুভ হয়।' এরপরই অমিত শাহ বলেছেন, 'অনুপ্রবেশকারীরা এসে যুবকদের রোজগার নিয়ে চলে যায়, গরিবদের চাল নিয়ে চলে যায়, যদি বাংলায় অনুপ্রবেশকারীদের এমন অবস্থা থাকে তাহলে শুধুমাত্র বাংলায় নয় গোটা দেশের সুরক্ষার ক্ষেত্রে সংকট আসতে চলেছে।' ''অনুপ্রবেশ'' সমস্যা নিয়ে জনসভায় উপস্থিত মানুষজনের উদ্দেশে অমিত শাহ প্রশ্ন করেন, 'আপনারাই বলুন অনুপ্রবেশকে আটকানো প্রয়োজন কি-না? এই অনুপ্রবেশকারীরাই বাংলা যুবসমাজের অধিকার ছিনিয়ে নিচ্ছে, গরিব মানুষের পাওনা চালও তারা নিয়ে চলে যাচ্ছে। ২ মে আপনারা বাংলায় বিজেপি সরকার তৈরি করুন। কথা দিচ্ছি সীমানার ওপর থেকে কোনও মানুষ তো কী একটা পাখিও পর্যন্ত বাংলায় প্রবেশ করতে পারবে না।' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে খোঁচা দিয়ে অমিত শাহ বলেছেন, 'দিদি বলেন যতদিন আমি আছি মতুয়া সমাজ এবং নমঃশূদ্র সমাজকে নাগরিকত্ব দিতে দেব না। দিদি আপনি আর কতদিন থাকবেন? ২ মে আপনার বিদায় নিশ্চিত, ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার আসতে চলেছে।..মোদী জি দেশে প্রত্যেক কৃষকের উদ্দেশে ৬ হাজার টাকা করে পাঠান, কিন্তু তিন বছর ধরে সেটা আপনাদের কাছে পৌঁছে দেননি দিদি। কিন্তু, আমি আপনাদের বলছি ২ মে-র পর ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার গঠন হলে, ১৮ হাজার টাকা আপনাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পৌঁছানোর কাজ করবে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার।'

কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের খতিয়ান তুলে ধরে অমিত শাহ বলেছেন, 'মোদীজী সমগ্র দেশের কৃষকদের বাৎসরিক ৬ হাজার টাকা করে পাঠান। কিন্তু বাংলার কৃষকরা এর থেকে বঞ্চিত। বিজেপি সরকার ক্ষমতায় এলে সমস্ত বকেয়া সমেত আপনাদের অ্যাকাউন্টে সরাসরি পাঠিয়ে দেওয়া হবে। মোদীজী আর্থিক বিকাশ চান।আর দিদি অনুপ্রবেশকারীদের সহায়তা করতে চান। এবার আপনারাই নির্ণয় নিন আপনাদের কেমন সরকার চাই!' শাহ আরও বলেছেন, 'দিদি ভোটে হিংসা ছড়ানোর চেষ্টা করছেন। রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় দুর্নীতি। বাংলায় এখন পরিযায়ী নেতারা আসছেন। চার দফার পর রাজ্যে রাজনৈতিক পর্যটক। ১০ বছরে দিদি শুধু সিন্ডিকেট ও কাটমানির সংস্কৃতিকেই বাড়িয়ে চলেছেন। কিন্তু, মোদীজী সোনার বাংলা তৈরি করতে বদ্ধপরিকর। এবার আপনারাই সিদ্ধান্ত নিন অনুপ্রবেশকারীদের সাহায্যকারী দিদিকে চান না-কি সোনার বাংলার স্বপ্ন দেখা মোদীজীকে।'

# করোনা-রুখতে কর্ণাটকের ৭টি জেলায় নৈশ কারফিউই চলবে : ইয়েদুরাপ্পা

বেঙ্গালুরু, ১৬ এপ্রিল (হি.স.): করোনাভাইরাসের সংক্রমণ রুখতে নৈশ কারফিউর সিদ্ধান্তেই অটল থাকলেন কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী বি এস ইয়েদুরাপ্পা। লকডাউনের জল্পনা পুরোপুরি উড়িয়ে দিয়ে ইয়েদুরাপ্পা জানিয়েছেন, অন্য রাজ্যের সঙ্গে আমাদের রাজ্যের তুলনা করা ঠিক হবে না, আমাদের রাজ্যের পরিস্থিতি অন্যরকম। কর্ণাটকের ৭টি জেলায় রাত্রিকালীন কারফিউ যেমন লাগু ছিল তেমনই থাকবে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তবে, ২০ এপ্রিলের পর প্রয়োজন হলে নৈশ কারফিউর সময় বাড়ানো হতে পারে। করোনা-পরিস্থিতি নিয়ে শুক্রবার সকালে নিজ বাসভবনে জরুরি বৈঠক করেছেন ইয়েদুরাপ্পা। বৈঠকে রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী কে সুধাকর-সহ স্বাস্থ্য দফতরের অন্যান্য আধিকারিকরা ছিলেন। ওই বৈঠক শেষে ইয়েদুরাপ্পা জানিয়েছেন, আপাতত রাজ্যে লকডাউন লাগু হবে না।

মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, 'যে ৭টি জেলায় সংক্রমণের সংখ্যা বাড়ছে সেই ৭টি জেলায় নৈশ কারফিউ আগের মতোই চলবে। ২০ এপ্রিল নৈশ কারফিউর সময় বাড়ানো নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে। আপাতত এই বিধিনিষেধ চলবে।' ইয়েদুরাপ্পা আরও জানিয়েছেন, 'অন্য রাজ্যের সঙ্গে আমাদের রাজ্যের তুলনা করা ঠিক হবে না, আমাদের রাজ্যের পরিস্থিতি অন্যরকম। রাজ্যে করোনা-রুখতে যায় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' কর্ণাটকের যে ৭টি জেলায় রাত্রিকালীন কারফিউ লাগু থাকবে এই জেলাগুলি হল-বেঙ্গালুরু, মহীশুর, মেঙ্গালুরু, কালাবুরাগি, বিদর, টুমাকুরু, উদুপি-মণিপাল। রাত দশটা থেকে পরবর্তী দিন সকাল পাঁচটা পর্যন্ত লাগু থাকবে নৈশ কারফিউ।

# এজেএল দুর্নীতি কাণ্ডে সিবিআই অভিযোগ দাখিল করল হরিয়ানার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র সিং হুডা বিরুদ্ধে

নয়াদিল্লি, ১৬ এপ্রিল (হি.স.) : এজেএল জমিবন্টন দুর্নীতি কাণ্ডে হরিয়ানার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র সিং হুডা বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই আদালতে অভিযোগ (চার্জ ফ্রেম) দাখিল করল। আগামী ৭ মে থেকে সিবিআই আদালতে এই মামলার শুনানি শুরু হবে বলে জানা গিয়েছে। হরিয়ানার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র সিং হুড্ডার রাজনৈতিক জীবনে বড় সমস্যায় পড়তে পারেন বলে রাজনৈতিক মহলের ধারণা। শুক্রবার এজেএল আবাসন বন্টন দুর্নীতি মামলায় শুনানি চলাকালীন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই আদালতে হুডার বিরুদ্ধে অভিযোগ লিপিবদ্ধ করেছে বলে জানিয়েছে। এই মামলার পরবর্তী দিনে শুনানি শুরু হবে বলে জানা গিয়েছে। এদিন এই মামলার শুনানির সময় ভূপেন্দ্র সিং হুডা নিজে উপস্থিত ছিলেন। এই মামলার অপর অভিযুক্ত কংগ্রেসের প্রবীণ নেতা মতিলাল ভোরার আগেই মারা গিয়েছেন। দীর্ঘদিন চলা শুনানি পর সিবিআই আদালতে এদিন আইপিসি ৪২০, ১২০ বি এবং দুর্নীতি দমন আইনের ১৩ ধারা অনুসারে অভিযোগ গঠন করা হয়েছে। আত্মপক্ষ সমর্থন নিয়ে তাঁর পেশ করা পিটিশন ইতিমধ্যে সিবিআই আদালতে খারিজ হয়ে গিয়েছে। আগামী ৭ মে এই মামলার শুনানিতে সিবিআই আদালতে সাক্ষীদের বক্তব্য পেশ করা হবে এবং তারপরই এই মামলার শুনানি শুরু হবে বলে জানা গিয়েছে। এদিন আদালতের বাইরে সাংবাদিকদের ভূপেন্দ্র সিং হুডা বলেন, আদালতের কাজে তিনি কোন মন্তব্য করবেন না। আইনি প্রক্রিয়ার আইনের পথে চলবে। এই প্রক্রিয়া কখনোই যেন রাজনীতির প্রভাব না থাকে। সঠিক সময়ে সত্য প্রকাশ্যে আসবে বলে তিনি দাবি করেন।

## ভারতে ২৬.৩৪-কোটির ঊর্ধে করোনা টেস্ট, সক্রিয় রোগী ১০.৯৮ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ১৬ এপ্রিল (হি.স.): ভারতে ২৬.৩৪-কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। শুক্রবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১৫ এপ্রিল সারা দিনে ১৪,৭৩,২১০ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ২৬,৩৪, ৭৬,৬২৫-এ পৌঁছে গিয়েছে। পরীক্ষিত ১৪,৭৩,২১০ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনা-আক্রান্ত হয়েছেন ২ লক্ষ ১৭ হাজার ৩৫৩ জন। করোনার আগ্রাসনে তটস্থ ভারত। দেশে বেড়েই চলেছে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা। বিগত ২৪ ঘন্টায় বৃদ্ধির সংখ্যা ৯৭,৮৬৬ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ১,১৮, ৩০২ জন। শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্ত ১, ৭৪,৩০৮ জনের মৃত্যু হয়েছে (১.২২ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ১,১৮৫ জনের। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১,২৫,৪৭, ৮৬৬ জন (৮৭.৮০ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা অনেকটাই বেড়েছে, ৯৭,৮৬৬ জন বেড়ে এই মুহূর্তে ভারতে মোট ১৫,৬৯,৭৪৩ জন করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন (১০.৯৮ শতাংশ)।

## করোনার চোখরাঙানি, ১৫ মে অবধি বন্ধ থাকছে লালকেল্লা ও কুতুব মিনার

নয়াদিল্লি, ১৬ এপ্রিল (হি.স.): দিল্লি-সহ ভারতের প্রায় প্রতিটি রাজ্যেই করোনার বাড়বাড়ন্ত অব্যাহত। করোনার প্রকোপের কারণে এবার লালকেল্লা, কুতুব মিনারস-সহ সমস্ত জাতীয় সৌধ বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়। বর্তমান করোনা পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে আগামী ১৫ মে অবধি লালকেল্লা ও কুতুব মিনার-সহ সমস্ত জাতীয় সৌধ বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পুরাতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, করোনা পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে আগামী ১৫ মে অবধি লালকেল্লা ও কুতুব মিনার-সহ সমস্ত জাতীয় সৌধ বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বন্ধ থাকবে তাজমহলও। ডিরেক্টর (মনুমেন্ট) এন কে পাঠক জানিয়েছেন, করোনা পরিস্থিতির কারণে প্রত্নতাত্ত্বিক সার্ভের অধীনে থাকা জাতীয় সৌধ, জাদুঘর আগামী ১৫ মে অবধি বন্ধ থাকবে।

## করোনা-আক্রান্ত বি এস ইয়েদুরাপ্পা, ভর্তি হবেন মণিপাল হাসপাতালে

বেঙ্গালুরু, ১৬ এপ্রিল (হি.স.): করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হলেন কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী বি এস ইয়েদুরাপ্পা। ইয়েদুরাপ্পা ভর্তি করা হবে মণিপাল হাসপাতালে। শুক্রবার সকালেই নিজ বাসভবনে করোনার প্রেক্ষিতে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেছিলেন ইয়েদুরাপ্পা। বিগত দু''দিন ধরেই ইয়েদুরাপ্পার শরীরে হালকা জ্বর ছিল। দু''দিন আগেই তাঁর করোনা-টেস্ট রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছিল। কিন্তু জ্বর না কমায় তিনি ভর্তি হন রামাইয়া মেমোরিয়াল হাসপাতালে। শুক্রবার ফের করোনা-পরীক্ষার পর জানা গিয়েছে, মারণ ভাইরাস থাবা বসিয়েছে ইয়েদুরাপ্পার শরীরে।

কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রীর দফতর থেকে জানানো হয়েছে, করোনার আক্রান্ত হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী বি এস ইয়েদুরাপ্পা। রামাইয়া হাসপাতাল থেকে মণিপাল হাসপাতালে ভর্তি করা হবে মুখ্যমন্ত্রীকে। দু''দিন আগে অবশ্য ইয়েদুরাপ্পার করোনা-টেস্ট রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছিল। প্রসঙ্গত, করোনা-পরিস্থিতি নিয়ে শুক্রবার সকালে নিজ বাসভবনে জরুরি বৈঠক করেছেন ইয়েদুরাপ্পা। বৈঠকে রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী কে সুধাকর-সহ স্বাস্থ্য দফতরের অন্যান্য আধিকারিকরা ছিলেন। ওই বৈঠক শেষে ইয়েদুরাপ্পা জানান, আপাতত রাজ্যে লকডাউন লাগু হবে না। করোনা-রুখতে কর্ণাটকের ৭টি জেলায় নৈশ কারফিউই চলবে।

# সমাজকে বিভক্ত করার ষড়যন্ত্র চলছে পশ্চিমবঙ্গে : জে পি নাড্ডা

পূর্ব বর্ধমান, ১৬ এপ্রিল (হি.স.): নির্বাচনী প্রচারে গভীর চিন্তা ব্যক্ত করলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডা। নাড্ডার আশঙ্কা, সমাজকে বিভক্ত করার ষড়যন্ত্র চলছে পশ্চিমবঙ্গে। তৃণমূলকে আক্রমণ করে নাড্ডা বলেছেন, 'পশ্চিমবঙ্গের সমাজকে বিভক্ত করার গভীর ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। তাঁরা (তৃণমূল) একটি সমাজকে এক হয়ে যাওয়ার কথা বলছেন, আলাদা হয়ে যেতে বলছেন। কিন্তু, নরেন্দ্র মোদী সরকার সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস নিয়ে চলে। '

শুক্রবার পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত কেতুগ্রামের জনসভায় জে পি নাড্ডা বলেছেন, 'আমরা শুনেছি মমতা দিদি মা, মাটি ও মানুষের কথা বলতেন। কিন্তু, বিগত ১০ বছরে আমরা দেখেছি না মায়ের চিন্তা করা হয়েছে, না মাটির রক্ষা করা হয়েছে, না মানুষের সুরক্ষা রয়েছে। নববর্ষেই আসল পরিবর্তনের আগমন হবে। নাড্ডা বলেছেন, 'কৃষকদের জন্য প্রধানমন্ত্রী কিসান সম্মান নিধি যোজনার টাকা পাঠাতে প্রস্তুত রয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার, কিন্তু দিদি আপনাদর কাছে তা পৌঁছতে দিচ্ছেন না।' জনগণকে নাড্ডার প্রশ্ন, 'আপনারা কী এমন সরকার চাইছেন?' সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স-এর জওয়ানদের ''ঘেরাও'' মন্তব্য নিয়েও এদিন মমতাকে খোঁচা দিয়েছেন নাড্ডা।

জে পি নাড্ডা আরও বলেছেন, 'মমতা দিদি এবং তার প্রিয় নেতা-নেত্রীরা দলিতদের জন্য এমন ভাষা ব্যবহার করেছেন, যা আমি মুখেও আনতে পারব না। কিন্তু দিদি একবারও এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করেননি। মমতা-সহ তৃণমূলের সমস্ত নেতা দলিত বিরোধী। যাঁরা সংবিধানের রক্ষক, তাঁরা ভক্ষক হয়ে উঠেছে। যাঁরা সংবিধানের রক্ষা, সংবিধানের বিরুদ্ধে কথা বলেন। যাঁরা সংবিধানের রক্ষা, তাঁরা পুলিশের বিরুদ্ধে কথা বলেন।' নাড্ডা দাবি করেছেন, 'পশ্চিমবঙ্গের সমাজকে বিভক্ত করার গভীর ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। তাঁরা (তৃণমূল) একটি সমাজকে এক হয়ে যাওয়ার কথা বলছেন, আলাদা হয়ে যেতে বলছেন। কিন্তু, বিজেপির নরেন্দ্র মোদী সরকার সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস নিয়ে চলে।' তৃণমূল সরকারকে আক্রমণ করে নাড্ডা বলেছেন, 'আমি স্বাস্থ্যমন্ত্রী ছিলাম। আমি জানি বাংলায় যখন ডেঙ্গু হয়েছিল তখনও সঠিক তথ্য দেওয়া হয়নি, আর কোভিডের সময়েও সঠিক তথ্য বাংলা দেয়নি। দিদি বাংলায় কিছুই করেনি। আজ আমি যেই স্থানে সভা করছি, এখানে ধান ও আলু প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হয়। কিন্তু এখানকার চাষীরা শস্য মজুদ রাখার সুবিধা পায়নি। সঠিক মূল্যও তাঁরা পায় না। এমনকি ফড়েরা তাদের সব অধিকার কেড়ে নেয়।'

# ওড়িশায় মৃত্যু আরও ৩ জনের, করোনা-সংক্রমিত বেড়ে ৩,৬১,৪৫০

ভুবনেশ্বর, ১৬ এপ্রিল (হি.স.): ওড়িশায় লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ। বিগত ২৪ ঘন্টায় ওড়িশায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৩,১০৮ জন। ফলে ওড়িশায় করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৩ লক্ষ ৬১ ৪৫০ জন। রাজ্যে নতুন করে মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের। ফলে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১,৬৩৮।

শুক্রবার সকালে ওড়িশা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে ৩,১০৮ জন সংক্রমিত হওয়ার পর মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৩,৬১,৪৫০। এই সময়ে সুস্থ হয়েছেন ৮৩৭ জন এবং ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ৩,৪২,৫৭০ জন এবং সক্রিয় রোগী ১৬,৮৮৯।

## দেশে বর্ষা এ বছর স্বাভাবিক পরিমাণে হবে : আইএমডি

নয়াদিল্লি, ১৬ এপ্রিল (হি.স.): দক্ষিণ-পশ্চিমী মৌসুমী বায়ুর সৌজন্যেই দেশে ৭৫ শতাংশের বেশি বৃষ্টিপাত হয়, স্বস্তির খবর হল, এ বছর বর্ষার পরিমাণ দেশে স্বাভাবিকই হবে। শুক্রবার ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) এমনটাই জানিয়েছে। জুন থেকে সেপ্টেম্বর চার-মাস ব্যাপী আবহাওয়ার পূর্বাভাসে কেন্দ্রীয় ভূবিজ্ঞান মন্ত্রকের সচিব এম রাজীবন জানিয়েছেন, চলতি বছরে স্বাভাবিকের ৯৮ শতাংশ পর্যন্ত বৃষ্টি হতে পারে। ভূবিজ্ঞানবিজ্ঞান মন্ত্রকের সচিব এম রাজীবন জানিয়েছেন, ওড়িশা, ঝাড়খন্ড, পূর্ব উত্তর প্রদেশ ও অসমে স্বাভাবিকের থেকে একটু কম হবে বৃষ্টি। কিন্তু, দেশের বাকি অংশে স্বাভাবিক অথবা স্বাভাবিকের থেকে বেশি বৃষ্টি হবে। ভার্চুয়াল সাংবাদিক সম্মেলনে এম রাজীবন জানিয়েছেন, দেশের জন্য অত্যন্ত ভালো খবর। কৃষিতেও সহায়তা করবে বর্ষা। ভারতের বিপুল কৃষিক্ষেত্র নির্ভর করে থাকে বৃষ্টিপাতের উপর। গত দু'বছর ধরে দেশের বৃষ্টিপাতের পরিমাণ স্বাভাবিক থাকায় কৃষি অর্থনীতিকে কোনও বিপদের মুখে পড়তে হয়নি। এই বছরও সেই ধারাই বজায় থাকতে পারে বলে জানানো হয়েছে। বিগত দু''টি বর্ষার মরশুমে স্বাভাবিকই বৃষ্টি হয়েছে দেশে।

## 'চলে চলো' গানটি ধোনিকে উৎসর্গ করলেন অস্কারজয়ী এ আর রহমান

মুম্বই, ১৬ এপ্রিল (হি.স.) : অস্কারজয়ী সঙ্গীত পরিচালক এ আর রহমান 'লগান' হিন্দি সিনেমার গান 'চলে চলো' গানটি চেন্নাই সুপার কিংস (সিএসকে) অধিনায়ক এমএস ধোনিকে উৎসর্গ করলেন। একই সঙ্গে তার সুরারোপিত 'রঙ্গীলা' সিনেমার 'মাংতা হে ক্যায়া' গানটি চেন্নাই দলের অলরাউন্ডার সুরেশ রায়না কে উৎসর্গ করলেন। চেন্নাই সুপার কিংস দলের দুই তারকা খেলোয়ারকে তাদের খেলাকে আরও বেশি উজ্জীবিত করার লক্ষ্যে তিনি দুটি গান উৎসর্গ করলেন। এক সাক্ষাৎকারে রহমান বলেন, আমি 'লগান' সিনেমার 'চলে চলো' গানটি এমএস ধোনি এবং সুরেশ রায়নাকে 'রঙ্গীলা' সিনেমার 'মাংতা হে ক্যায়া' দুটি গান তাদের খেলাকে উজ্জীবিত করার জন্য উৎসর্গ করলাম। কেননা এই দুই খেলোয়াড়ই এ দুটি সিনেমার গান ফাঁকা পেলেই শুনে থাকেন বলে জানা গিয়েছে। প্রসঙ্গত, আইপিএলে দলের প্রথম ম্যাচে রানের খাতা না খুলেই ফিরেছেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। আবার প্রথম ম্যাচে ১৮৮ রান তুলেও সাত উইকেটে দিল্লির কাছে ম্যাচ হারতে হয়েছে সিএসকে'কে। ব্যাট হাতে সুরেশ রায়নার প্রত্যাবর্তনটা দারুণ হলেও প্রথম ম্যাচে ব্যাট হাতে চূড়ান্ত ফ্লপ মাহি। তরুণ আবেশ খানের ডেলিভারিতে শূন্য রানে ক্লিন বোল্ড হয়ে ফিরে যেতে হয় মাহিকে।

# করোনা আক্রান্ত স্বামীর হয়ে দিনরাত ভোটপ্রচারে স্ত্রী

কলকাতা, ১৬ এপ্রিল (হি. স.) : করিমপুরের বিজেপি প্রার্থী সমরেন্দ্রনাথ ঘোষ করোনা আক্রান্ত। সেই কারণে গৃহবন্দি হয়ে আছেন তিনি। ভোটের বাকি হাতে গোনা কয়েক দিন, এই সময় প্রচারে ঘাটতি থাকলে তার ফায়দা তুলতে ভোট ময়দানে নেমে পড়বেন অন্যান্য দলের নেতা, কর্মীরা। সেই কারণে স্বামীর হয়ে প্রচারের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিলেন তাঁর স্ত্রী কাকলী ঘোষ। কাঠফাটা রৌদ্রেও হার না মানা জেদ নিয়ে বিধানসভার এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত কর্মীদের নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন কাকলী দেবী। চরকি পাক খাচ্ছেন তিনি। এতদিন হেঁশেল সামলাতেন। এখন তাঁর হাতে পতাকা। ভোট বড় বালাই। স্বামী প্রার্থী। কিন্তু তিনি আপাতত নিভৃতবাসে রয়েছেন। তাই স্বামীর হয়ে দিনরাত প্রচারে স্ত্রী।

উল্লেখ্য, মঙ্গলবার মুরুটিয়ার বালিয়াডাঙা উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে রাজনাথের সভার মঞ্চে ওঠার আগে র‌্যাপিড টেস্টে করিমপুরের বিজেপি প্রার্থী সমরেন্দ্রনাথবাবুর করোনা রিপোর্ট পজিটিভ আসে। মঙ্গলবার প্রার্থীর সমর্থনে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং বালিয়াডাঙা মাঠে ভাষণ দিতে এসেছিলেন। মঞ্চে ওঠার আগে অন্যান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে করিমপুর বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী সমরেন্দ্রনাথ ঘোষের র‌্যাপিড টেস্ট করা হয়। সেখানে তাঁর রিপোর্ট পজিটিভ আসে। যে কারণে তিনি রাজনাথ সিংয়ের সভামঞ্চে আর ওঠেননি। মঞ্চের পিছনের ঘরে তিনি রাজনাথ চলে না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে একা বসে ছিলেন।

করোনা টেস্ট করানোর আগে বিজেপি প্রার্থী দলীয় কর্মী, সমর্থকদের সঙ্গে মেলামেশা করেছেন। ঘটনার পর দলের তরফ থেকে তাঁদেরও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিতে বলা হয়। সমরেন্দ্রনাথ ঘোষ জানান, "সব কিছু ঠিকই ছিল। ওই দিন মঞ্চে ওঠার আগে নিয়মমাফিক র‌্যাপিড টেস্টে আমার রিপোর্ট পজিটিভ আসে। তবে সেই দিন আমার সঙ্গে যে পাঁচ জন ছিলেন, তাঁদের কিন্তু নেগেটিভ রিপোর্ট এসেছিল। বর্তমানে করোনাবিধি মেনে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে বিশেষ প্রয়োজনে কর্মীদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা, বৈঠক করছি।"

তিনি আরও জানান, "ভোটের চরম মুহূর্তে প্রচারের কাজে বেশ সমস্যায় পড়ে গিয়েছি। পিপিই পরে, সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে ভোটের প্রক্রিয়া চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব।" সমরবাবুর স্ত্রী কাকলি ঘোষ বলেন, "আমরা বিজেপি পরিবারের সদস্য। ভোট প্রচারের চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে আমার স্বামী করোনা আক্রান্ত, সেই কারণে তিনি গৃহবন্দি হয়ে আছেন। তাঁর হয়ে আমি জনতার দরবারে ঘুরছি। ভোটাররা তাঁদের অভাব- অভিযোগের কথা বলছেন, আমি তাঁদের কথা শুনে তাদের অভাব-অভিযোগ খাতায় নথিভুক্ত করছি। তারপর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করছি।" হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

বৃহস্পতিবার আগরতলা এডভেঞ্চার ক্লাবের উদ্যোগে ওয়াকাথন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছবি নিজস্ব।

# মমতা দলিত বিরোধী, কাঁকসায় বললেন জেপি নাড্ডা

দুর্গাপুর, ১৬ এপ্রিল (হি.স.) : " মমতা ব্যানার্জী ও তৃণমূল গুন্ডাবাজির পাশাপাশি দলিত বিরোধী। ২ মে বিজেপি র সরকার গঠনের প্রথম ক্যাবিনেটে বাংলার কৃষকরা তিনবছরের ১৮ হাজার টাকা কৃষক সম্মাননিধি পাবে। এই নববর্ষ সন্ত্রাস থেকে বেরিয়ে উন্নয়নের নববর্ষ। এই নববর্ষে বাংলায় ফুটবে পদ্ম।' কাঁকাসার পানাগড়ে রোড-শো যোগ দিয়ে এভাবেই তৃণমূলকে আক্রমন করলেন বিজেপির সর্ব ভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা। পাশাপাশি তিনি কাঁকসার মাধব মাঠে এক দলিত পরিবারে চা" জলখাবার খেলেন।

উল্লেখ্য, রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহন শুরু হয়েছে। আগামী ২২ এপ্রিল গলসী বিধানসভার ভোটগ্রহন। তার আগে জোরকদমে প্রচার শুরু হয়েছে এলাকায়। শুক্রবার পানাগড়ে গলসীর বিজেপি প্রার্থী বিকাশ বিশ্বাসের সমর্থনে রোড-শো ছিল। তাতে অংশ নিয়েছিলেন বিজেপির সর্ব ভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা। এছাড়াও ছিলেন, বর্ধমান-দুর্গাপুরের সাংসদ সুরিন্দর সিং আলুওয়ালিয়া, সাংসদ সৌমিত্র খাঁ প্রমুখ। পানাগড় রনডিহা মোড় থেকে বিশেষ ট্যাবলোতে রোড -শো শুরু হয়। সামিল ছিল কয়েক হাজার বিজেপিকর্মী সমর্থক। বিজেপিকর্মীদের উৎসাহ উচ্ছাস ছিল নজরকাড়া। রোড-শোর ট্যাবলো থেকে জেপি নাড্ডা বক্তব্যে তৃণমূল ও মমতা ব্যানার্জীকে কড়া আক্রমন করেন।

তিনি বলেন,' যে উচ্ছাস দেখা যাচ্ছে, সেটা বিকাশ আর বিশ্বাসের। মমতা ব্যানার্জীর তোলাবাজি, তোষন, বালি ও কয়লা কেলেঙ্কারিকে গনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জবাব দিতে হবে। মমতা ব্যানার্জী, মা-মাটি-মানুষের নামে ভোট নিয়ে মা-মাটি-মানুষের জন্য চিন্তা করেনি। মা-বোনেদের অত্যাচার করেছে। অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিয়েছে গরীব মানুষকে।' তিনি আরও বলেন,' এই নববর্ষ সন্ত্রাস থেকে বেরিয়ে বিকাশের দিকে চলার নববর্ষ। এই নববর্ষে বাংলায় ফুটবে পদ্ম।' তিনি আরও বলেন,' মমতা ব্যানার্জী ও তৃণমূল গুন্ডাবাজির পাশাপাশি দলিত বিরোধী। তৃণমূল বলছে দলিতরা শুধু চাইতে থাকে। আর একটা শব্দ বলেছে, যেটা বলা যাবে না।' তিনি বলেন,' আগামী ২ মে বিজেপির সরকার গঠনের প্রথম ক্যাবিনেটে বাংলার কৃষকরা তিনবছরের ৬ হাজার টাকা করে ১৮ হাজার টাকা কৃষক সম্মাননিধি পাবে। বেকার যুবকরা রোজগার পাবে। রাজ্যে মমতা ব্যানার্জী আয়ুষ্মান যোজনা আটকে রেখেছিল। সেটা চালু হবে।' এদিন রোড-শো শেষে পর কাঁকসার মাধবমাঠে ছোট্টু বাগদী নামে দলিত পরিবারে চা- জলখাবার খান জেপি নাড্ডা। চায়ের সঙ্গে বিস্কুট, ভুজিয়া, ফল আহারও ছিল। বিশ্বের সর্ব বৃহৎ দলের সর্ব ভারতীয় সভাপতি এলাকায় আসার খবর চাউর হতেই সাজোসাজো রব। গোটা এলাকায় দলীয় পতাকায় মুড়ে ফেলেছিল বিজেপিকর্মীরা। একইসঙ্গে চরম উৎসাহি ছোট্টু বাগদী ও তার পরিবার। সকাল থেকে জোর প্রস্তুতি শুরু করেছেন। উল্লেখ্য, ছোট্টু বহু পুরোনো বিজেপি কর্মী।

কাঁকসা পঞ্চায়েতের ৬৪ নং বুথে নয়নশুকতলায় বাড়ি। মাটির বাড়ি। পেশায় কাঠমিস্ত্রী। অভাব অনটনে কোনভাবে সংসার চলে। এদিন জেপি নাড্ডাকে সরবত - চা পান করানোর পর তিনি বলেন,' প্রথমে দুপুরে মধ্যাহ্ন ভোজন করার কথা ছিল। কিন্তু সময় কম থাকায় সেটা বদল হয়েছে। সরবত চা খেলেন। সেই মতো চা, বিস্কুট, ভুজিয়ার ব্যাবস্থা করা হয়েছিল।' ছোট্টুর স্ত্রী লক্ষ্মীদেবী জানান,' খুবই খুশী। নিজের হাতে চা তৈরী করে খাওয়ালাম। অপ্রত্যাশিত স্বপ্নপুরণ হল।' তবে দলের সর্ব ভারতীয় সভাপতির কাছে ছোট্টু তৃণমূলের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগরে জানান,' বিজেপি করায় প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার বাড়ি দেয়নি রাজ্যের শাসকদল। জোটেনি স্বচ্ছভারত মিশেনের শৌচাগার। গত দেড় বছর ধরে এলাকায় ১০০ দিনের কাজ দেয়নি। পানীয় জলের কষ্ট। আমাদের মতো তপশীলি জাতিদের যেভাবে বঞ্চনা করছে, তাই তৃণমূলের এই অপশাসন থেকে মুক্তি চাই। আর রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় আসুক, এটাই চাই।'


**বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ**

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ


## জরুরী পরিষেবা

**হাসপাতাল : জিবি :** ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

# পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ এপ্রিল।।** পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের কনফারেন্স হলে পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক স্থায়ী কমিটির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন উক্ত স্থায়ী কমিটির সভাপতি মিঠুন চক্রবর্তী। সভায় স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিক জানান, পশ্চিম জেলার প্রতিটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে কোভিড-১৯ টিকাদান কর্মসূচি চলছে। সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের প্রতিনিধি জানান, পশ্চিম জেলায় অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের জন্য ৯৮৫টি এল পি জি গ্যাস সংযোগ করার কাজ চলছে। এছাড়া ১১ থেকে ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত বিদ্যালয় বর্হিভূত মেয়েদের সাড়ে ৪ কেজি মিশ্রিত চাল ও ডাল দেওয়া হয় এবং আয়রন ও ফলিক ট্যাবলেট দেওয়া হয়। পশ্চিম জেলার অন্তর্গত অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারগুলিতে ৮৫টি পানীয় জলের উৎস তৈরীর জন্য ১০ হাজার টাকা করে ৮ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। সভায় পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি অন্তরা সরকার দেব, সহকারী সভাধিপতি হরিদুলাল আচার্য সহ অন্যান্য সদস্য-সদস্যাগণ উপস্থিত ছিলেন।

# রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে টিকাকরণ কর্মসূচি ও স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ এপ্রিল।।** অটল বিহারী বাজপেয়ী রিজিওন্যাল ক্যান্সার সেন্টারের বিশিষ্ট ক্যান্সার চিকিৎসকদের উপস্থিতিতে ১০ এপ্রিল সাবুমের পুরানো টাউন হলে একটি ক্যান্সার সনাক্তকরণ শিবির করা হয়। শিবিরে রিজিওন্যাল ক্যান্সার সেন্টারের মেডিকেল সুপারিনটেনডেন্ট ডাঃ গৌতম মজমদার সহ ক্যান্সার চিকিৎসক ডাঃ শিরোমণি দেববর্মা ও ডাঃ অরূপ রায় বর্মণ উপস্থিত ছিলেন। শিবিরে প্রায় ১০০ জন রোগী চিকিৎসা পরিষেবা গ্রহণ করেছেন। এছাড়াও গাইনোকোলজিস্ট ডাঃ বিকাশ মজমদার, ইএনটি স্পেশালিস্ট ডাঃ বিদ্যুৎ চক্রবর্তী, ডেন্টাল সার্জন ডাঃ নিরুপম পাল এবং ডাঃ অয়ন চাকমা শিবিরে উপস্থিত ছিলেন। শিবিরে দক্ষিণ জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ জগদীশ চন্দ্র নমঃ উপস্থিত সকলকে নিয়মিতভাবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা, ৪৫ বৎসর উর্দ্ধে সকলকে কোভিড টিকা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন। পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক দপ্তরের পক্ষ থেকে এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানানো হয়েছে। ঊনকোটি জেলার গোলধারপুর উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের উদ্যোগে চৌধুরীপাড়া অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে ১০ এপ্রিল গ্রামীণ স্বাস্থ্য ও পুষ্টি দিবস অনুষ্ঠিত হয়। এতে এলাকার মোট ২২ জন মা ও শিশু অংশগ্রহণ করে। তাতে স্বাস্থ্যকর্মীরা অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সার্বিক স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করার গুরুত্ব এবং বর্তমান করোনা পরিস্থিতিতে সাবান দিয়ে হাত ধোয়া, সামাজিক দুরত্ব বজায় রাখা এবং মুখে মাস্ক পরিধান করার জন্য সচেতনতামূলক আলোচনা করেন। এছাড়াও সকল প্রবীণ নাগরিকদের কোভিড টিকা গ্রহণ করার জন্য স্বাস্থ্যকর্মীরা আহ্বান করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে পুষ্টিকর খাবার বিতরণ করা হয়। এই অনুষ্ঠানে এমপিডব্লিও এবং এলাকার অঙ্গনওয়াড়িকর্মী ও আশাকর্মীগণ উপস্থিত ছিলেন। পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক দপ্তরের পক্ষ থেকে এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

ঊনকোটি জেলার কনিকা মেমোরিয়েল প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের আওতাধীন পেচারডহর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে ৭ এপ্রিল গ্রামীণ স্বাস্থ্য ও পুষ্টি দিবস অনুষ্ঠিত হয়। এতে ২০ জন মা ও শিশু উপস্থিত ছিলেন। এই অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্যকর্মীরা শিশুদের নিয়মিত টিকাকরণ, নবজাত শিশুর যত্ন, ৬ মাস পর্যন্ত শিশুদের মায়ের দুধ খাওয়ানো, ৬ মাসের পর থেকে মায়ের বুকের দুধের পাশাপাশি অনান্য পুষ্টিকর খাবার খাওয়ানোর গুরুত্ব এবং আয়োডিন অভাব জনিত নানা সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করেন। তাছাড়াও জল ফুটিয়ে পান করা, আয়ুমান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা প্রকল্পে সুবিধাভোগীদের ই-কার্ড করা এবং কোভিড পরিস্থিতিতে সকলকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে আহ্বান করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে এমপিডব্লিও এবং এলাকার অঙ্গনওয়াড়িকর্মী ও আশাকর্মীগণ উপস্থিত ছিলেন।

# তফশিলি জাতি নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্যের জেরে সুজাতা মণ্ডল খাঁকে শোকজ কমিশনের

নয়াদিল্লি, ১৬ এপ্রিল (হি.স.) : তফশিলি জাতি নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্যের জেরে এবার হুগলির আরামবাগের তৃণমূল প্রার্থী সুজাতা মণ্ডল খাঁকে শোকজ করল নির্বাচন কমিশন। আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাঁকে জবাব দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।তৃতীয় দফা ৬ এপ্রিল ভোট ছিল হুগলির আরামবাগ আসনে। ওইদিনই একটি সংবাদমাধ্যমে সুজাতা মণ্ডল বলেন, "এখানকার এসসি-এসটি ভোটাররা হচ্ছে স্বভাব ভিখিরি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ওদের জন্য এত কিছু করেছে। তা সত্ত্বেও সামান্য কটা টাকার জন্য ওরা বিজেপির কাছে বিক্রি হয়ে গেল।" এই মন্তব্যের জেরেই তৃণমূল প্রার্থী সুজাতা মণ্ডল খাঁকে শোকজ করল কমিশন। এই শোকজের নেপথ্যেও বিজেপির হাত রয়েছে বলেই দাবি আরামবাগের তৃণমূল প্রার্থীর। তিনি বলেন, "বিজেপির স্বভাব এমনই যে, ভোটের দিন তফশিলি প্রার্থীকে মারধর করেছে। এখন শোকজ করাচ্ছে।"সুজাতা মন্ডলের ওই মন্তব্য নিয়ে কমিশনের কাছে অভিযোগ জানিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু উন্নয়ন মন্ত্রী মোক্তার আব্বাস নাকভি। সেই অভিযোগ খতিয়ে দেখার পর কমিশনের বক্তব্য, সুজাতা এই ধরনের কথা বলেছেন তা আদর্শ আচরণবিধির শর্ত লংঘন করেছে। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৫০৫(২) ধারা লংঘন করেছে। ওই ধারায় বলা হয়েছে, কেউ যদি কোন মন্তব্য করে সমাজে ঘৃণা ও জাতিবিদ্বেষ তৈরি করে, তাহলে তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তিন বছর পর্যন্ত হাজতবাস বা জরিমানা বা দুটোই ধার্য হতে পারে।উল্লেখ্য, বিধানসভা ভোট চলাকালীন বেফাঁস মন্তব্য করায় ইতিমধ্যেই শোকজের মুখে পড়তে হয়েছে তৃণমূল-বিজেপির বেশ কয়েকজন তাবড় তাবড় নেতাকে। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শোকজ করা হয় দিলীপ ঘোষ, রাহুল সিনহা, শুভেন্দু অধিকারীকেও। জবাব পছন্দ না হওয়ায় ২৪ ঘণ্টার জন্য তৃণমূল নেত্রীর প্রচার বাতিল করে কমিশন। একই শাস্তির মুখে পড়তে হয় দিলীপ ঘোষকে। রাহুল সিনহার প্রচার বাতিল করা হয়েছিল ৪৮ ঘণ্টার জন্য। এবার শোকজের মুখে সুজাতা।

# করোনা আক্রান্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকর

নয়াদিল্লি, ১৬ এপ্রিল (হি.স.) : এবার করোনা আক্রান্ত হলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকর। শুক্রবার কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্যসম্প্রচার দফতরের মন্ত্রীর করোনা রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। রিপোর্ট পাওয়ার পর টুইট করে নিজের করোনা আক্রান্ত হওয়ার খবর জানান জাভড়েকর।একথা জানানোর পাশাপাশি সম্প্রতি যারা তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন তাঁদেরও করোনা পরীক্ষা করার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি।

## কেন্দ্রীয় বাহিনী

● আটের পাতার পর

তুলে আসন্ন নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় পরিস্থিতি মাথায় রেখে জেলা প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় রেখেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরামর্শ দেন তারা। পাশাপাশি জানিয়ে দেন আত্মরক্ষায় গুলি চালানোর পরিস্থিতি হলেও সেক্ষেত্রে মেনে চলতে হবে স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউরস।

উল্লেখ্য গতকালই এই সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে ১১ জন নতুন পুলিশ পর্যবেক্ষক নিযুক্ত করা হয়েছে। করোনা পরীক্ষার পর তড়িঘড়ি তাদের বিভিন্ন জায়গায় পাঠানো হচ্ছে। আগে রাজ্যে পুলিশ পর্যবেক্ষকের সংখ্যা ছিল ৫৫। এখন তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৬, যা অন্য যে চার রাজ্যে ভোট হয়েছে এই পর্বে তার চেয়ে অনেকটাই বেশি।

ভোট গ্রহণ ঘিরে তৎপরতা তুঙ্গে রাজ্যে। শুক্রবার সকাল থেকেই বুথে বুথে ভোটকর্মীরা রওনা হতে শুরু করেছেন। ভোট কেন্দ্রে যাওয়ার আগে ইভিএম ছাড়াও স্যানিটাইজার, মাস্ক সহ অন্যান্য সামগ্রী বুঝে নিচ্ছেন ভোটকর্মীরা।

পঞ্চম দফায় বিশেষ সুবিধা থাকছে ৮০ উর্ধ ভোটারদের জন্য। উবেরের অ্যাপ ক্যাবের সাহায্যে ৮০ উর্ধ ভোটাররা এবং বিশেষ সক্ষম ব্যক্তিরা ভোট দিতে পারবেন। এর জন্য কোনও টাকা দিতে হবে না। ভোটাররা ১৯৫০ নম্বরে ফোন করতে পারবেন। সকাল ৭ টা থেকে সন্ধ্যা ৬ টা পর্যন্ত ফোন করা যাবে। উবের বুক করলে প্রমো কোড দেওয়া হবে। দমদম, পানিহাটি, কামারহাটি, বরাননগর, রাজারহাট, বিধাননগর, হারোয়া, সন্দেশখালি, বসিরহাট, গাইঘাটা, স্বরুপনগর, আমডাঙা, নৈহাটিতে থাকছে এই সুবিধা।

## বাংলার মুখ

● আটের পাতার পর

করলাম প্রথমে ৩৪ ও পরে ১০ বছর বাংলায় অন্যায়-অত্যাচার চলেছে সেখান থেকে মুক্তি দাও ।" বাড়ি বাড়ি গিয়ে জনসংযোগ সারছেন বিজেপি প্রার্থী তথা জেএনইউ-র অধ্যাপক। গোবর্ধন দাস বলেন, "বাংলার মুখ মলিন হয়ে গিয়েছে। কল-কারখানা শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে শুরু করে স্বাস্থ্য, শাসন ব্যবস্থা এখন বেহাল। তার থেকে বাংলার মুক্তি চাই।'

স্ত্রী ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর মেডিক্যাল রিসার্চের বিজ্ঞানী। কন্যা এমবিবিএস পড়ছে দিল্লিতে। জেতার ব্যাপারে ১০০ শতাংশ নিশ্চিত গোবর্ধনবাবু। কিসের জন্য এই নিশ্চিন্তি? এই প্রতিবেদককে তিনি বলেন, "এই এলাকার মাটির প্রতি কণিকা আমি বুঝি। প্রচারে বেড়িয়ে বুঝেছি, মানুষ পরিবর্তন চাইছেন। তাঁরা দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করছেন। লোকসভা ভোটে এই বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি এগিয়ে ছিল ২,৭০৫ ভোটে। সেই ব্যবধান বেড়ে ৩০ হাজারের ওপর হবে। পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি দু'শর ওপর আসন পাবে।' ভোট ময়দানে লড়াই কঠিন। গণদেবতার সমর্থন পেয়ে ভোট-বৈতরণী পার হতে পারবেন কিনা, সময়ই তার উত্তর দেবে। এই কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী তপন চট্টোপাধ্যায়। সিপিএমের টিকিটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন প্রদীপ সাহা। ২২ এপ্রিল ষষ্ঠ দফায় পূর্বস্থলী উত্তরে ভোটগ্রহণ।

## মৃতদেহ

● প্রথম পাতার পর

দেখে স্থানীয় ব্যবসায়ীরা মহারাজগঞ্জ বাজার আউট পোস্টের পুলিশকে খবর দেন। খবর পেয়ে পুলিশ এসে সেখান থেকে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে। এদিকে খবর পেয়ে মৃতের পরিবারের লোকজন রাজগঞ্জ বাজারে ছুটে আসেন। মৃতদেহ দেখতে পেয়ে তারা কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন।

এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে স্থানীয় ব্যবসায়ীরা জানান প্রায় সময়ই সে মহারাজগঞ্জ বাজারে রাত কাটাতো। তবে এটি হত্যাকাণ্ড নাকি অস্বাভাবিক মৃত্যু সে সম্পর্কে কেউ মুখ খুলতে চাইছেন না।পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে এ ব্যাপারে একটি অস্বাভাবিক মৃত্যু জনিত মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পরই পুলিশ এ ব্যাপারে নিশ্চিত হবে বলে জানিয়েছে।

## মৃত্যু

● প্রথম পাতার পর

দেহ উদ্ধার হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, রেলে কাটা পরে তাদের মৃত্যু হয়েছে। পুলিশের বক্তব্য, সম্ভবত রাত ৮টায় সাব্রুম-আগরতলা ট্রেনের নীচে কাটা পড়েছেন ওই দুই যুবক। ট্রেন চলে যাওয়ার পর স্থানীয় জনগণ রেল লাইনে মৃতদেহ পরে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দিয়েছেন।

ওই খবর পেয়ে স্থানীয় বিধায়ক প্রভাত চৌধুরী হাওয়াইবাড়ি এলাকায় শংকর ত্রিপুরা এবং উত্তর ভুরাতলি এলাকায় মনক্রই ত্রিপুরার বাড়িতে গেছেন এবং পরিবার পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন।

## আহত এক

● প্রথম পাতার পর

ছায়া নেমে এসেছে।পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

এদিকে, উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগর মহকুমার পানি সাগরের জলেবাসার মাধবপুরে স্বামীর হাতে স্ত্রী খুন হয়েছে। রক্তাক্ত হয়েছেন গর্ভধারিনী মাও। পারিবারিক কলহের জেরে ধারালো অস্ত্রের আঘাতে খুন গৃহবধু।গুরুতর আহত তার মা। পাষণ্ড স্বামী দীলিপ নাথকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।ঘটনা পানিসাগর থানাধীন জলেবাসার মাধবপুরে।ঘটনার বিবরনে জানা গেছে, শুক্রবার সকাল থেকেই দীলিপ নাথ এবং তার স্ত্রী সঞ্চিতা নাথের মধ্যে ঝগড়া চলছিল।একটা সময় তা বাড়তে বাড়তে চুড়ান্ত পর্যায় চলে যায়।পাশের ঘর থেকে দীলিপ নাথের মা কিরন বালা নাথ স্বামী স্ত্রী"র মধ্যে ঝগড়া মিমাংসা করতে যান।কিন্তু তাতেও কোন সুরহা হয় নি।একটা সময় পাষন্ড স্বামী দীলিপ নাথ দা নিয়ে আঘাত করতে শুরু করে তার স্ত্রী সঞ্চিতা নাথের উপর।

ছেলে দা দিয়ে স্ত্রীকে আঘাত করছে এই দৃশ্য দেখে মা কিরন বালা নাথ ছেলেকে আটকাতে গিয়ে ছেলের দায়ের আঘাতে গুরুতর আহত হন।দীলিপ নাথের স্ত্রী সঞ্চিতা নাথের ঘটনা স্থলেই মৃত্যু হয়। ঘটনার পরপরই স্থানীয়রা খবর দেয় পানিসাগর থানায়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনা স্থলে পৌছায় এবং অভিযুক্ত দীলিপ নাথকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যায়।গুরুতর আহত দীলিপ নাথের মাএবং স্ত্রীর মৃতদেহ প্রথমে পানিসাগর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়।তারপর সেখান থেকে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।কর্তব্যরত চিকিৎসক সঞ্চিতা নাথকে মৃত বলে ঘোষণা করেন এবং কিরন বালা নাথকে ধর্মনগর

জেলা হাসপাতাল থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য আগরতলায় রেফার করা হয়।অভিযুক্ত স্বামী দীলিপ নাথকে পুলিশ আটক করেছে। ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানিয়েছেন উত্তর জেলার পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী

দীলিপ নাথের ভাই রঞ্জিত নাথ এই ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দিতে গিয়ে জানিয়েছেন তাদের মধ্যে পারিবারিক কলহ দীর্ঘদিন ধরে চলেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা বিরাজ করছে। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য স্থানীয় জনগণ দাবি জানিয়েছেন।

## করোনার প্রকোপ

● প্রথম পাতার পর

সূচী নির্ধারিত হয়েছে। ফলে, এখনো আমাদের হাতে ১ মাস সময় রয়েছে। তাই, এই মুহুর্তে ওই বিষয়ে কিছু বলছি না। তাঁর মতে, পরিস্থিতি এক মাসের মধ্যে স্বাভাবিক হয়ে গেলে মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক যথারীতি অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু, করোনা পরিস্থিতি কি অবস্থায় গিয়ে দাড়ায় তা না দেখে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া এই মুহুর্তে উচিত হবে না।

তিনি বলেন, আগাম কোন ঘোষণা ছাত্রছাত্রীদের ক্ষতি করবে। কারণ, পরীক্ষা বাতিল কিংবা স্থগিত রাখার বিষয়ে এখনই সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে ছাত্রছাত্রীরা পড়াশুনায় ঢিলেমি দেবে। কিন্তু, পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে গেলে সূচী অনুযায়ী পরীক্ষা হলে তাদের ভীষণ সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। তাই, সময় মতো পরিস্থিতি বুঝে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে, জানান তিনি। সাথে তিনি যোগ করেন, তৃতীয় শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বার্ষিক পরীক্ষা ২৮ এপ্রিল থেকে সূচী নির্ধারিত রয়েছে। কিন্তু, করোনা প্রকোপে পরিস্থিতি বুঝে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এছাড়া, কলেজে এই সেমিস্টারেরর পরীক্ষা নিয়ে দুইটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের সাথে বৈঠকে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে, বলেন তিনি।

তাঁর কথায়, সিবিএসই মাধ্যমিক পরীক্ষা বাতিল করে দিয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের জন্য কি ব্যবস্থা নিয়েছে তা স্পষ্টভাবে কিছুই জানায়নি। ফলে, সিবিএসই মাধ্যমিক-র ছাত্রছাত্রীদের জন্য কি ব্যবস্থা নেয় তা পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে, সাফ কথা তাঁর। তাতে মনে হচ্ছে, করোনা পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ রূপ নিলে তবেই স্কুল, কলেজ এবং বোর্ড পরীক্ষা স্থগিত কিংবা বাতিলের সিদ্ধান্ত নেবে ত্রিপুরা সরকার।

## আন্দোলন

● প্রথম পাতার পর

নিয়ে যাচ্ছেন। তাতে হেনরি ডিরোজিও স্কুলের পঠন পাঠন লাটে ওঠার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এরই প্রতিবাদে শুক্রবার স্কুলে আসার পর ছাত্রছাত্রীরা আন্দোলনে শামিল হয়।

অবিলম্বে সহকারি প্রধান শিক্ষক রঞ্জন দেবনাথ এর বদলির আদেশ প্রত্যাহার করে না নিলে এবং বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয়সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগসহ অন্যান্য সমস্যাগুলি সমাধানের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে ছাত্র-ছত্রীরা আরও বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে।আন্দোলনকারী ছাত্রছাত্রীরা অভিযোগ করেছে বিদ্যালয়ের পানীয় জলের সংকট রয়েছে। শৌচাগারের অবস্থাও শোচনীয়। প্র্যাকটিক্যাল ল্যাবরেটরি বেহাল অবস্থায়। সাইকোলজি বিষয়ে বিষয়ে শিক্ষক নেই। এসব সমস্যা অবিলম্বে মেটানোর জন্য ছাত্রছাত্রীরা দাবি জানিয়েছে।

## অসন্তোষ

● প্রথম পাতার পর

বাবু প্রতিদিনের মত বৃহস্পতিবার ব্যবসা বাণিজ্য শেষে দোকান ঘরের দরজা বন্ধ করে বাড়ি যান। শুক্রবার সকালে দোকান খুলতে এসে দেখেন দোকান ঘরের দরজা ভাঙ্গা। খবর দেওয়া হয় গন্ডাছড়া থানায়। পুলিশ ছুটে এসে ঘটনার তদন্ত শুরু করে। চোরের দল দোকানের কেসবাক্স ভেঙ্গে নগদ টাকা সহ বিভিন্ন রকমের ঠান্ডা পানীয়, প্রচুর পরিমান অন্যান্য জিনিসপত্র চুরি করে নিয়ে যায়। উল্লেখ্য এর আগেও শুকলাল সরকারের দোকানে একাধিকবার চুরির ঘটনা ঘটে। সরমা বাজারে গত বেশ কিছু দিন যাবৎ চুরির ঘটনা ঘটলেও বাজারে পুলিশি টহলদারি নেই। পুলিশের ভূমিকায় বাজার ব্যবসায়ীরা প্রকাশ্যেই ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।অবিলম্বে গন্ডাছড়া বাজারে রাত্রিকালীন পুলিশি টহল দেওয়ার দাবি উঠেছে।

## আহত স্বামী

● প্রথম পাতার পর

বাইক নিয়ে ছিটকে পড়েন বাইকের চালাক। ভয়াবহ দুর্ঘটনার কবলে পড়ে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় মহিলার। বাইককে ধাক্কা দিয়ে যাত্রীবাহী বাস গাড়িটি দ্রুত সেখান থেকে পালিয়ে যায়। ঘটনার সাথে সাথেই স্থানীয় লোকজন ছুটে আসেন। খবর পাঠানো হয় পুলিশকে।

খবর পেয়ে পুলিশের ছুটে এসে আহত বাইক চালক ও তার স্ত্রীর মৃতদেহ উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন বাস গাড়ির চালকের দ্রুতগামী তা-ও অসাবধানতার কারণেই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। বাস গাড়ির পেছনে ছিল একে লরি। লরিটি সেখানে আটকে রাখা হয়েছে। তবে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন পরিচালক এর কোন দোষ নেই। পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। পথদুর্ঘটনায় মহিলার মৃত্যুর সংবাদে এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

## সিপিএম

● প্রথম পাতার পর

চিকিতায় সমস্ত রকমের যন্ত্রপাতি রয়েছে। শুধু সেই যন্ত্রপাতি পরিচালনা করার উপযুক্ত মানুষ চাই। কারণ, এই অতিমারিতে একমাত্র স্বাস্থ্য কর্মীরাই মানুষের জীবন বাঁচাতে পারবেন।

এদিন বিধায়ক তপন চক্রবর্তী বলেন, করোনা মোকাবিলায় ত্রিপুরায় যথেষ্ট পরিকাঠামো রয়েছে। শুধু গত বছর যেভাবে হাসপাতাল এবং স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে পরিকাঠামো গড়ে তোলা হয়েছিল, সেগুলি পুণরায় একইভাবে সাজিয়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। সাথে তিনি যোগ করেন, স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় বিকেন্দ্রীকরণ আবশ্যক হয়ে উঠেছে। তাঁর কথায়, ত্রিপুরায় সমস্ত জেলা হাসপাতালে মাইক্রো বায়োলজিস্ট রয়েছেন। তাই, এখন প্রত্যেকটি জেলা হাসপাতালে আরটি-পিসিআর যন্ত্র বসানো খুবই প্রয়োজন। তাতে, করোনা আক্রান্তদের দ্রুত চিহ্নিত করা সম্ভব হবে বলে তিনি মনে করেন।

## পড়ুয়া

● প্রথম পাতার পর

তাদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ব্রাহ্মনবাড়িয়া এবং কুমিল্লা জেলায় মেডিকেল পড়ুয়া ভারতীয়রা সকলেই ফিরে এসেছেন। সূত্রের খবর, গত ১৩ এপ্রিল এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানে বাংলাদেশ ফেরত প্রায় ৮০ জন মেডিকেল পড়ুয়া নিজ নিজ রাজ্যের উদ্দেশ্যে আগরতলা থেকে পাড়ি দিয়েছেন।

# াঙ্গন

## ছাড়পত্র ছাড়াই বার্সার ফাইনালের দলে ফাতি

ম্যাচ খেলার ছাড় পত্র এখনও পাননি আনসু ফাতি। তারপরও কোপা দেল রের ফাইনালের দলে তরুণ এই ফরোয়ার্ডকে রেখেছেন বার্সেলোনা কোচ রোনাল্ড কুমান।আথলেতিক বিলবাওয়ের বিপক্ষে আগামী শনিবার শিরোপা লড়াইয়ে মাঠে নামবে বার্সেলোনা। ম্যাচটির জন্য বৃহস্পতিবার ২৬ সদস্যের দলে ঘোষণা করে কাতালান ক্লাবটি।

চোট কাটিয়ে ফেরার লড়াইয়ে থাকা দ্বিতীয় পছন্দের গোলরক্ষক নেতোও রয়েছেন এই তালিকায়।গত নভেম্বরের শুরুর দিকে ফাতির হাঁটুতে অস্ত্রোপচার হয়। সেরে উঠে মাঠে ফিরতে তার চার মাসের মতো সময় লাগতে পারে বলে সেই সময় জানানো হয়েছিল।ছিটকে যাওয়ার আগে মৌসুমে বার্সেলোনার হয়ে ১০ ম্যাচ খেলেন ফাতি; সাতটি লা লিগায়, তিনটি চ্যাম্পিয়ন্স লিগে। পাঁচ গোল করার পাশাপাশি সতীর্থদের দিয়ে করান দুটি।

## বার্সার শিরোপা খরা কাটবে এবার ?

শিরোপাশূন্য মৌসুমের পর এবারও ধুঁকছে বার্সেলোনা। শেষ ষোলোতেই শেষ চ্যাম্পিয়ন্স লিগ। লা লিগায় শিরোপাভাগ্য নেই নিজেদের হাতে। দুঃসময়ের মধ্য দিয়ে যাওয়া কাতালান ক্লাবটির সামনে হাতছানি দিচ্ছে একটি শিরোপা- কোপা দেল রে। যে টুর্নামেন্টে বার্সেলোনার চেয়ে বেশি জেতেনি কেউ। সেই প্রতিযোগিতার ফাইনাল এসেছে লিওনেল মেসিদের জন্য অনেক সমীকরণ মেলানো আর সমালোচনার জবাব দেওয়ার উপলক্ষ হয়ে।প্রবল শঙ্কা আছে প্রাণভোমরা মেসির দলছুট হওয়ার। এবারের কোপা দেল রের ফাইনাল তাই বার্সেলোনার জন্য অনেক প্রশ্নের উত্তর মিলিয়ে নেওয়ার উপলক্ষ। সঙ্গে হতে পারে আগামীর পথ চলার পাথেয়।স্প্যানিশ কাপ নামে পরিচিত প্রতিযোগিতাটির ফাইনালে আগামী শনিবার আথলেতিক বিলবাওয়ের মুখোমুখি হবে বার্সেলোনা। রোনাল্ড কুমানের দলের জন্য ব্যর্থতার বৃত্ত ভেঙে বেরিয়ে আসার সুযোগ এই ম্যাচ।পালাবদলের মৌসুমে এক এক করে স্বপ্ন ভাঙছে বার্সেলোনার। পিএসজির কাছে হেরে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ ষোলো থেকে বেজেছে বিদায়ঘণ্টা। গত জানুয়ারিতে হেরেছিল বিলবাওয়ের কাছে স্প্যানিশ সুপার কাপের ফাইনালে।সবশেষ ক্লাসিকোয় রিয়াল মাদ্রিদের বিপক্ষে ২-১ গোলের হেরে লা লিগার শিরোপাভাগ্যও নিজেদের হাত থেকে ফেলে দিয়েছে কুমানের দল। ৩০ ম্যাচে ৬৭ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আতলেতিকো মাদ্রিদ। এক পয়েন্ট কম নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রিয়াল। ৬৫ পয়েন্ট নিয়ে তিনে বার্সেলোনা। লিগের এখনও আট রাউন্ড বাকি; সে হিসেবে লিগের মুকুট পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা টিকে আছে ভালোভাবেই। আবার তা মিইয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও আছে একই সমান্তরালে।গত বছর অগাস্টে হুট করে চুক্তির একটি ধারা কার্যকর করে বার্সেলোনাকে বিদায় বলতে চেয়েছিলেন মেসি। চুক্তির মারপ্যাচে আর্জেন্টাইন তারকাকে ছাড়তে রাজি হয়নি কাতালুনিয়ার দলটি। শেষ পর্যন্ত অবশ্য ক্লাবের প্রতি ভালোবাসার কথা বলে কাম্প নউয়ে থেকে গেছেন মেসি। তবে সিদ্ধান্তটা যে অনেকটা বাধ্য হয়েই, সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাই শঙ্কার মেঘটা পুরোপুরি সরেনি এখনও।বার্সেলোনা কোচ রোনাল্ড কুমানের সামনেও দীর্ঘ দিনের শিরোপা খরা কাটানোর সুযোগ। ফাইল ছবিবার্সেলোনা কোচ রোনাল্ড কুমানের সামনেও দীর্ঘ দিনের শিরোপা খরা কাটানোর সুযোগ। ফাইল ছবিকোপা দেল রের ফাইনালের দিকে তাই দল, সমর্থক এমনকি সমালোচকরাও তাকিয়ে আছেন অধীর আগ্রহে। বার্সেলোনার ঘুরে দাঁড়াতে, মেসির সঙ্গে এতদিনের বন্ধন অটুট রাখতে জয়টা খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে ধারণা অনেকের। বার্সেলোনা জিতলে, মেসিকে শিরোপার স্বাদ ফিরিয়ে দিতে পারলে তাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে কাম্প নউয়ে রেখে দেওয়া যাবে বলে বিশ্বাস তাদের।লিগে প্রথম ১০ রাউন্ডে জুটেছিল মাত্র চারটি জয়। লিগ শিরোপার আশা ডিসেম্বরেই ছেড়ে দিয়েছিলেন কোচ কুমান। সেখান থেকে অসাধারণভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে টানা ১৯ ম্যাচে অপরাজিত ছিল বার্সেলোনা; ১৬ জয় ও তিন ড্র। চার মাসের ব্যবধানে পাল্টে যাওয়া অবস্থানে দাঁড়িয়ে লা লিগার মুকুট পুনরুদ্ধারের স্বপ্ন দেখছে দলটি।তবে ছোট্ট কোনো হোঁচটেও ভেঙে যেতে পারে সেই স্বপ্ন। কুমানের জন্যও একটা শিরোপা খুব দরকার। কোচ হিসেবে এই ডাচের সবশেষ সাফল্যেও যে ধুলো জমে গেছে। ২০০৯ সালে এজে আলকামারের হয়ে ইয়োহান ক্রুইফ শিল্ড জয়ের পর থেকে ব্যর্থতার বৃত্তে ঘোরপাক খাচ্ছেন তিনিও। মাঝে অনেকবার সম্ভাবনা জাগিয়েও খুব কাছ থেকে ফিরেছেন হতাশা নিয়ে।বড় দলগুলোকে হরহামেশা নাকানিচুবানি খাওয়ানোর বেশ সুনাম আছে বিলবাওয়ের। দলটির কোচ মার্সেলিনো গার্সিয়াও দারুণ কৌশলী। ২০১৯ সালে ভালেন্সিয়ার কোচ হিসেবে কোপা দেল রের ফাইনালে বার্সেলোনাকে ডুবিয়েছিলেন তিনি। আর গত জানুয়ারিতে স্প্যানিশ সুপার কাপে বার্সেলোনার বিপক্ষে তার বর্তমান দলের সাফল্যের স্মৃতি তো বেশ টাটকা।কোপা দেল রের শিরোপার চাওয়াটা বিলবাওয়েরও কম নয়। মেসিরা সবশেষ এ শিরোপা জিতেছিলেন ২০১৭-১৮ মৌসুমে। বিলবাও ১৯৮৩-৮৪ মৌসুমে। তিন যুগেরও বেশি সময়ের খরা কাটাতে উদগ্রীব থাকবে গার্সিয়ার দল।লড়াইয়ের মঞ্চ সেভিয়ার লা কার্তুসা স্টেডিয়ামও বিলবাওয়ের জন্য অনুপ্রেরণার। জানুয়ারিতে এই আঙিনায় বার্সেলোনাকে ৩-২ গোলে হারিয়ে সুপার কাপ জয়ের উৎসব সেরেছিল তারা।

তিন মাসের ব্যবধানে কুমানের দলের সামনে সুযোগ মধুর প্রতিশোধ নেওয়ার।কোপা দেল রের ইতিহাসে সফলতম দল বার্সেলোনা। এ পর্যন্ত ৩০ বার এই প্রতিযোগিতায় জিতেছে তারা। সব মিলিয়ে আসছে শিরোপা লড়াইয়ে তারাই ফেভারিট।কিন্তু মাঝের শিরোপ খরা আর মেসিকে নিয়ে নানা গুঞ্জন। তাই নানা সমীকরণ আর পরিস্থিতির বিবেচনায় এবারের কোপা দেল রের ফাইনাল বার্সেলোনাকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে মহাকঠিন এক প্রশ্নের সামনে। এখান থেকে তারা নতুন শুরু করবে নাকি ছুটতে থাকবে উল্টোরথেই ?

## এমবাপেকে ধরে রাখতে লড়বেন পিএসজি কোচ

দিন যত গড়াচ্ছে ততই উচ্চকিত হচ্ছে পিএসজি তারকা কিলিয়ান এমবাপের রিয়াল মাদ্রিদে যাওয়ার গুঞ্জন। তবে তাকে ধরে রাখতে মরিয়া প্যারিসের দলটির কোচ মাওরিসিও পচেত্তিনো। ফরাসি ফরোয়ার্ডকে ক্লাবে রাখতে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টার আশ্বাস দিলেন তিনি।২০২২ সালের জুনে শেষ হবে পিএসজির সঙ্গে ২২ বছর বয়সী এমবাপের চুক্তির মেয়াদ। একই সময়ে চুক্তির মেয়াদ শেষ হবে দলটির আরেক তারকা নেইমারেরও। ক্লাবের সঙ্গে তাদের চুক্তি নবায়নের বিষয়টি এখনও ঝুলে আছে।এমবাপেকে ঘিরে যেমন তার রিয়ালে যোগ দেওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে নিয়মিত খবর বের হয়, তেমনি নেইমারের বার্সেলোনায় ফেরার সম্ভাবনা নিয়েও গুঞ্জন শোনা যায়।একটি স্প্যানিশ রেডিওর ক্রীড়া বিষয়ক অনুষ্ঠানে এ ব্যাপারে জানতে চাওয়া হয় পচেত্তিনোর কাছে। জবাবে দুজনকেই ধরে রাখার ব্যাপারে আশাবাদ ব্যক্ত করেন আর্জেন্টাইন কোচ।''এমবাপে রিয়াল মাদ্রিদে? কিলিয়ানকে পিএসজিতে রাখতে আমি আমার সর্বশক্তি দিয়ে লড়ব।''''নেইমার ও এমবাপেকে রাখতে পিএসজি সম্ভাব্য সবকিছু করছে। এমবাপের থাকার ব্যাপারে আমি আশাবাদী। দলের প্রতি দুজনই দারুণ নিবেদিত।''

## পঞ্জাবকে উড়িয়ে প্রথম জয় ধোনিদের

মুম্বই: সিএসকে জার্সিতে মহেন্দ্র সিং ধোনির মাইলস্টোন ম্যাচ স্মরণীয় করে রাখলেন সতীর্থরা। দুরন্ত পারফরম্যান্সে পঞ্জাব কিংস-কে ৬ উইকেটে হারিয়ে ২০২১ আইপিএলে প্রথম জয়ের স্বাদ পেল তিনবারের চ্যাম্পিয়ন চেন্নাই সুপার কিংস। সহজ টার্গেট তাড়া করে জয় তুলে নেয় ইয়েলোবিগ্রেড। এটা ছিল সিএসকে ক্যাপ্টেন মহেন্দ্র সিং ধোনির ইয়েলো জার্সিতে ২০০তম ম্যাচ। মাহির মাইলস্টোন ম্যাচ জিতে স্মরণীয় করে রাখল সুপার কিংস। চেন্নাইকে জয়ের রাস্তা তৈরি করে দিয়েছিলেন বোলাররা। শুক্রবার ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে টস জিতে প্রথমে বোলিং করে সুপার কিংস। দীপক চাহারের দুরন্ত বোলিংয়ে পঞ্জাব কিংস-কে মাত্র ১০৬ রানে বেঁধে রাখল চেন্নাই। ৪ ওভারে মাত্র ১৩ রান দিয়ে ৪ উইকেট নিয়ে পঞ্জাব ইনিংসের মেরুদণ্ড ভেঙে দেন বছর আঠাশের এই ডানহাতি পেসার। চাহারই সুপার কিংসের জয়ের রাস্তা তৈরি করে দেন। বাকি কাজটুকু করেন ব্যাটসম্যানরা। ১০৬ রান তাড়া করে ২৬ বল বাকি থাকতেই ৬ উইকেট ম্যাচ জিতে নেয় চেন্নাই সুপার কিংস। রান তাড়া করতে নেমে শুরুতেই রীতুরাজ গায়কোয়াড শুরুতেই আউট হলেও সুপার কিংসকে বৈতরণী পার করান ফ্যাফ ডু''প্লেসিস ও মোয়েন আলি। মহম্মদ শামি পরপর দু'' বলে সুরেশ রায়না ও অম্বাতি রায়ডুকে ডাগ-আউটে ফেরালেও ততক্ষণে জয়ের দোরগোরায় পৌঁছে গিয়েছে চেন্নাই। সুপার কিংসের হয়ে সর্বোচ্চ ৪৬ রান করেন আলি। ৩১ বলের ইনিংসে সাতটি বাউন্ডারি ও একটি ছক্কা হাঁকান তিনি। এছাড়া ৩৩ রান করেন ডু''প্লেসিস।

এর আগে প্রথম ব্যাটিং করে চাহারের বোলিংয়ের সামনে অসহায় আত্মসমর্পণ করে পঞ্জাব কিংসের টপ-অর্ডার।ইনিংসের চতুর্থ ডেলিভারিতে দুরন্ত লেগ-কাটারে ময়াঙ্ক আগরওয়ালের অফ-স্টাম্প নড়িয়ে দেন তিনি।

খাতা খোলার আগেই ডাগ-আউটে ফেরেন ময়াঙ্ক। তৃতীয় ওভারে রবীন্দ্র জাদেজার দুরন্ত থ্রো-তে রান-আউট হয়ে ডাগ-আউটের পথে হাঁটা লাগান পঞ্জাব ক্যাপ্টেন রাহুল। প্রথম ম্যাচে ৯১ রানের ইনিংস খেলা রাহুল এদিন মাত্র ৫ রান করেন। পঞ্চম ওভারের দ্বিতীয় ডেলিভারিতে ক্রিস গেইলকে তুলে নিয়ে পঞ্জাবকে মোক্ষম ধাক্কা দিয়েছিলেন চাহার। মাত্র ১০ রান করে ডাগ-আউটে ফেরেন ''দ্য ইউনিভার্স বস''। একই ওভারের চতুর্থ ডেলিভারিতে নিকোলাস পুরানকে তুলে নিয়ে পঞ্জাব কিংস-কে ব্যাকফুটে ঠেলে দেন চাহার। মাত্র ১৯ রানে চার উইকেট হারায় প্রীতির দল। সপ্তম ওভারের দ্বিতীয় ডেলিভারিতে দীপক হুডাকে ডাগ-আউটে ফিরিয়ে পঞ্জাব ইনিংসের কফিনে শেষ পেরেকটি পুঁতে দেন চাহার। এটাই আইপিএল সেরা বোলিং চাহারের।

## দর্শকের অনুপস্থিতিতে 'ভুগছেন' নাদাল-জোকোভিচ

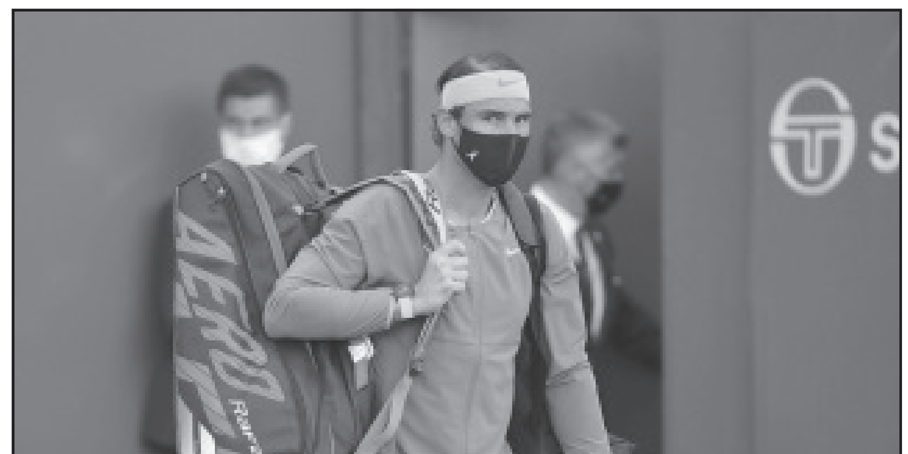

অন্য অনেক খেলাধুলার মতো টেনিসেও এখন স্বাভাবিক দৃশ্য হয়ে উঠেছে শূন্য গ্যালারি। কিন্তু এর সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারছেন না রাফায়েল নাদাল ও নোভাক জোকোভিচ। খেলায় ছুটে যাচ্ছে মনোযোগ। কোর্টে ভুগছেন টেনিসের এই দুই তারকা খেলোয়াড়।গত বছর পেশাদারী টেনিস বন্ধ ছিল বেশ কয়েক মাস। এরপর তা মাঠে ফেরার পর টুর্নামেন্টের আয়োজকরা খেলোয়াড় ও সাপোর্ট স্টাফদের জন্য জৈব সুরক্ষা বলয়' তৈরি করলেও মাঠের বাইরেই রয়েছেন দর্শকরা।কিছু টুর্নামেন্টে অবশ্য ফিরেছে দর্শক, তবে সেটা হাতে গোনা।ফ্রান্সের মোনাকোয় চলমান মন্তে কার্লো মাস্টার্সের শেষ ষোলোয় আর্জেন্টিনার ফেদেরিকো দেলবনিসের বিপক্ষে ৬-১, ৬-২ গেমে জেতা ম্যাচে কিছুটা মনোযোগ হারিয়েছিলেন নাদাল। ২০ গ্র্যান্ড স্লাম জয়ী এই স্প্যানিয়ার্ড মনে করেন, দর্শক না থাকায় খেলাটি কিছু একটা হারিয়েছে।''দর্শক ছাড়া কখনও কখনও একই রকম উদ্যম ধরে রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। দর্শকের অনুপ্রেরণা এগিয়ে যেতে সাহায্য করে। দেখাতে চাইবেন, আপনি ভালো অবস্থায় আছেন।''''এটা সত্যি, ব্যক্তিগতভাবে আমি দর্শকদের অভাব অনুভব করছি। এটা নিয়ে আমি মিথ্যে বলব না। দর্শকহীন ম্যাচের চেয়ে দর্শকদের সামনে খেলাটা আমি আরও বেশি উপভোগ করি।''এটিপি মাস্টার্স ১০০০-এর এই প্রতিযোগিতায় শেষ বত্রিশে ইতালির ১৯ বছর বয়সী জানিক সিনারকে ৬-৪, ৬-২ গেমে হারানো জোকোভিচের কণ্ঠে যেন একই সুর। গ্যালারিতে দর্শক ফেরানোর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছেন র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষ এই তারকা।''গ্যালারিতে দর্শক থাকা আমাদের জন্য প্রয়োজন। তারা আমাদের অনেক শক্তি যোগায়। আমরা যা করি তার সঙ্গে এরা অনুপ্রেরণা যোগ করে, যা খেলার একটা অংশ।''

## মেসির ৬৪৪ গোলের রেকর্ড গড়া জুতা নিলামে

এই বুট জোড়া পরেই বার্সেলোনার হয়ে রেকর্ড ৬৪৪তম গোলটি করেছিলেন লিওনেল মেসি, যা এখন শোভা পাচ্ছে কাতালুনিয়ার জাতীয় জাদুঘরে।এই বুট জোড়া পরেই বার্সেলোনার হয়ে রেকর্ড ৬৪৪তম গোলটি করেছিলেন লিওনেল মেসি, যা এখন শোভা পাচ্ছে কাতালুনিয়ার জাতীয় জাদুঘরে।বার্সেলোনার হয়ে রেকর্ড ৬৪৪তম গোলটি লিওনেল মেসি যে বুটজোড়া পরে করেছিলেন, তা নিলামে তোলা হয়েছে। এ থেকে অর্জিত অর্থ ব্যয় করা হবে শিশু স্বাস্থ্য খাতে।প্রাথমিকভাবে মেসি বুটজোড়া দান করেছিলেন কাতালুনিয়ার জাতীয় জাদুঘরে। কিন্তু তারা বার্সেলোনার ভল হেবরন ইউনিভার্সিটি হাসপাতালের 'আর্টস অ্যান্ড হেল' প্রকল্পে সাহায্যের জন্য তা নিলামে তোলার সিদ্ধান্ত নেয়।এই উদ্যোগ সচেতনতা বাড়াতে সহায়তা করবে বলে বিশ্বাস রেকর্ড ছয়বারের বর্ষসেরা ফুটবলারের। একই সঙ্গে এর সঙ্গে জড়িত সবাইকে ধন্যবাদ জানান বার্সেলোনা অধিনায়ক।''একই ক্লাবের হয়ে রেকর্ড ৬৪৪ গোল করাটা আমাকে খুব আনন্দ দিয়েছে। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো যে সব শিশুরা স্বাস্থ্য সমস্যায় ভুগছে, তাদেরকে কিছু ফিরিয়ে দিতে পারা।''লা লিগায় গত ২২ ডিসেম্বর রিয়াল ভাইয়াদলিদের বিপক্ষে দলের ৩-০ ব্যবধানে জয়ের ম্যাচে ৬৫তম মিনিটে রেকর্ড গড়া গোলটি করেন মেসি। ছাড়িয়ে যান সান্তোসের হয়ে ব্রাজিলিয়ান কিংবদন্তি পেলের করা ৬৪৩ গোল।

**Bamboo and Cane Development Institute (BCDI)**

**Quotation**

Seal quotations are require from supplying of food (Breakfast, lunch and Dinner) and Printing material in training program. For details please contact at BCDI, Lichubagan/ Email at bcdiacc@gmail.com or 9436581358

**Last date is 22nd April 2021, 3PM**

**নিখোঁজ সংবাদ**

Ref. Madhupur PS GDE No.14, Dated 09-04-2021.

উপরিউক্ত ছবিটি কুমারী আমেনা বেগম, বয়স-২১ বছর, ত্রিপুরা শ্রী আব্বাস মিয়া, সাং-নগর পাড়া, থানা-মধুপুর, সিপাহীজলা ত্রিপুরা, উচ্চতা-৫ ফুট, গায়েণ রং-ফর্সা, চুল-কালো, মুখমন্ডল-গোলাকার, শারিরীক গঠন - মাঝারি, পড়নে সেলোয়ার কামিজ। উক্ত মেয়েটি গত ০৫-০৪-২০২১ইং তারিখ হইতে নিখোঁজ।

উপরিউক্ত নিখোঁজ মেয়েটি সম্বন্ধে কেহ কোনো খবর পাইলে বা সন্ধান পাইলে অনুগ্রহ করে নিকটবর্তী থানা বা নিম্নলিখিত ঠিকানায় বা দূরভাষ নম্বরে যোগাযোগ করিবেন।

* যোগাযোগের ঠিকানা ঃ-
* পুলিশ সুপার সিপাহীজল, ত্রিপুরা—

দূরভাষ নম্বরে ঃ-
৯৪০২১৪৪৪৪১ (এসপি, ডিআইবি)
৮৮৩৭৪৮৮০৮৫ (ওসি মধুপুর থানা)

ইতি
পুলিশ সুপার
সিপাহীজলা, ত্রিপুরা
বিশ্রামগঞ্জ

ICA-D-065/2021-22

**FINAL CLAIMAINT NOTICE**

WHEREAS it has been reported by **Sri Famkima Darlomg, Forester 1/C, FPU Juri vide OR No. 8/FPU-Juri/2020-21 dated 02/08/2020 and endorsed vide No.F.19/0R/DMC/2020-21/312-313 dated 06/08/2020 Range Officer, Damcherra and forwarded by the Sub-Divisional Forest Officer, Dharmanagar vide his letter No.F.7(7)/OR/ Timber/SDFO(DMN)/2019/9650-51 dated 22.09.2020** a vehicle was found in illegal carrying of Teak hand sawn timber measuring **0.345 cum** on way from Rowa area on **10/07/2020** at about 5.00 Am & detained the loaded vehicle bearing registration No. **MZ-05-3686**

AND WHEREAS, while checking the vehicle bearing registration No. **MZ-05-3686** it revealed that the vehicle was carrying **Teak hand sawn timber measuring 0.345 cum** without any valid documents & mark and therefore, **sawn timber** and vehicle were seized under **Section 52 (1) of Indian Forest Act, 1927** and brought into the safe custody of the FPU Office Complex, Juri.

AND THEREFORE in exercise of the powers conferred upon me vide notification No.F.7(86)/For/14469 dated 09/06/1987 and No.F.13(103)/For/Estt/2014/50,233-297 dated 12/02/2015 of the Principal Secretary, Forest Department & No.F.7(310)/For/FP-2016/25,701-747 dated 15/11/2016 of the Forest Department, Govt. of Tripura, as an Authorized Officer for the purpose under **Sub Section 2 of Section 52 (A) of Indian Forest (Tripura Second Amendment) Act, 1986** it is contemplated to confiscate the said vehicle bearing registration No. **MZ-05-3686** for its use in commission of **Forest Offence U/S 26(F), 41 & 42 of the Indian Forest Act, 1927 and rules made there under by the Govt. of Tripura.**

**Hence a Claimant notice was issued vide No.F.3-20/ML05-3686/DFO(N)/DMN-2020-21/5098-5141 dated 06/10/2020 & No.6887-927 dated 15.12.2020 & No. 10,564-607 dated 09.02.2021**

NOW THEREFORE it is brought to the notice of the legal owner of the vehicle bearing registration No. **MZ-05-3686** to prefer his/her claim over the said machine, in writing, to the Authorized officer (District Forest Officer), North District, Dharmanagar within 30 (Thirty) days from the date of issue of this notice or through his/her legally auth6rized person submitting all the relevant valid documents, in original, in support to his/her claim. Till such time, the vehicle bearing registration No. **MZ-05-3686** will remain under the safe custody of FPU Office Complex, Juri.

If the authorized owner of the vehicle bearing registration No. **MZ-05-3686** fails to prefer his/her claim on any of the working days within the stipuliited period the decision regarding confiscation of the same will be taken ex parte.

**[H. Vignesh, IFS]**
**Authored Officer**
**[District Forest Officer]**
**North District, Dharmanagar**

ICA-D-057/2021-22

১লা বৈশাখে আগরতলায় লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির প্রাঙ্গনে হালখাতা যাত্রা করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার তোলা নিজস্ব ছবি।

# আজ পশ্চিমবঙ্গে ভোট, পঞ্চম দফায় মোতায়েন ১০৭১ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী

**কলকাতা, ১৬ এপ্রিল (হি. স.)** : রাত পোহালেই শুরু হতে চলেছে পঞ্চম দফার নির্বাচন। রক্তস্নাত চতুর্থ দফা থেকে শিক্ষা নিয়ে কমিশন চাইছে সমন্বয় বজায় রেখে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন করুক। মোট ৬ জেলার ৪৫টি আসনে এই পঞ্চম দফার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। পঞ্চম দফায় ৪৫ বিধানসভা কেন্দ্রের নির্বাচনে ১০৭১ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন থাকবে। মোট ১৫ হাজার ৭৮৩টি বুথে ভোটগ্রহণ চলবে। ইতিমধ্যেই স্পর্শকাতর বুথগুলিকে চিহ্নিত করা, আধাসেনা (সিআরপিএফ) মোতায়েন. কুইক রেসপন্স টিমের টহল শুরু হয়েছে এই অঞ্চলগুলিতে। এই ৪৫ টি বিধানসভা আসনে ভোটারদের সংখ্যা ১ কোটি ১৩ লক্ষ ৪৭ হাজার ৩৪৪। যার মধ্যে ৫৭,৩৫,৭৬৬ পুরুষ এবং ৫৬,১১,৩৫৪ জন মহিলা। পঞ্চম দফায় ভাগ্য পরীক্ষায় নামবেন মোট ৩১৯ জন প্রার্থী। যাদের মধ্যে পুরুষ ২৮১ জন ও মহিলা ৩৮ জন। বিশেষ সুবিধা থাকছে ৮০ উর্ধ ভোটারদের জন্য। বুথে বুথে ভোটকর্মীরা রওনা হতে শুরু করেছেন।

পঞ্চম দফায় শনিবার ৬ জেলার ভোট গ্রহণ হবে। এই ৬টি জেলা হল উত্তর ২৪ পরগনা, দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, নদিয়া ও পূর্ব বর্ধমান। উত্তর ২৪ পরগনার পানিহাটি, কামারহাটি, বরাহনগর, দমদম, রাজারহাট, নিউটাউন, বিধাননগর, রাজারহাট গোপালপুর, মধ্যমগ্রাম, বারাসত, দেগঙ্গা, হাড়োয়া, মিনাখাঁ, সন্দেশখালি, বসিরহাট দক্ষিণ, বসিরহাট উত্তর ও হিঙ্গলগঞ্জে ভোটগ্রহণ হবে। দার্জিলিং জেলার দার্জিলিং, কার্শিয়ং, মাটিগাড়া নকশালবাড়ি, শিলিগুড়ি ও ফাঁসিদেওয়ায় শনিবার ভোট। এছাড়াও কালিম্পংয়ের কালিম্পং। জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ি, ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি, রাজগঞ্জ, ডাবগ্রাম, ফুলবাড়ি, মাল ও নাগরাকাটায় শনিবার ভোট। পঞ্চম দফায় ভোটগ্রহণ হবে নদিয়া জেলার শান্তিপুর, রানাঘাট উত্তর পশ্চিম, কৃষ্ণগঞ্জ, রানাঘাট উত্তর পূর্ব, রানাঘাট দক্ষিণ, চাকদহ, কল্যাণী ও হরিণঘাটা। এই দফাতেই পূর্ব বর্ধমান জেলার খণ্ডঘোষ, বর্ধমান দক্ষিণ, রায়না, জামালপুর, মন্তেশ্বর, কালনা, মেমরি ও বর্ধমান উত্তর বিধানসভা আসনে ভোটগ্রহণ হবে। এই ৪৫ টি বিধানসভা আসনেমোট ভোটারদের সংখ্যা ১ কোটি ১৩ লক্ষ ৪৭ হাজার ৩৪৪। যার মধ্যে ৫৭,৩৫,৭৬৬ পুরুষ এবং ৫৬,১১,৩৫৪ জন মহিলা।

পঞ্চম দফায় ভাগ্য পরীক্ষায় নামবেন মোট ৩১৯ জন প্রার্থী। যাদের মধ্যে পুরুষ ২৮১ জন ও মহিলা ৩৮ জন। বিশেষ সুবিধা থাকছে ৮০ উর্ধ ভোটারদের জন্য। পঞ্চম দফার ভোটে হেভিওয়েট থেকে তারকা প্রার্থীদের ছড়াছড়ি। পঞ্চম দফায় উল্লেখযোগ্য প্রার্থীদের মধ্যে রয়েছেন-ব্রাত্য বসু, মদন মিত্র, গৌতম দেব, সুজিত বসু, সব্যসাচী দত্ত, শমীক ভট্টাচার্য, শঙ্কর সিংহ, তাপস রায় ও সিদ্দিকুল্লা চৌধুরীর। এছাড়াও পঞ্চম দফায় ভাগ্যপরীক্ষা হবে কয়েকজন তারকা প্রার্থীদেরও। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন চিরঞ্জিৎ চক্রবর্তী, অদিতি মুন্সি ও পার্নো মিত্র। তৃণমূলের ব্রাত্য বসুর ভাগ্যপরীক্ষা হবে দমদম আসনে, কামারহাটিতে ভাগ্যপরীক্ষা তৃণমূলের মদন মিত্রর, ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি আসনে শনিবার ভাগ্য নির্ধারণ হবে গৌতম দেবের। বিধাননগরে ভাগ্যপরীক্ষা হবে তৃণমূলের সুজিত বসুর, এই আসনে সুজিতের বিরুদ্ধে বিজেপি প্রার্থী সব্যসাচী দত্ত। চিরঞ্জিতের ভাগ্যপরীক্ষা বারাসত বিধানসভা আসনে। বিজেপির শমীক ভট্টাচার্যের ভাগ্যপরীক্ষা রাজারহাট-গোপালপুর আসনে, এই আসনে শমীককে টেক্কা দেবেন তৃণমূলের অদিতি মুন্সি। বরাহনগরে তৃণমূলের তাপস রায়ের প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপির তারকা প্রার্থী পার্নো মিত্র। মন্তেশ্বরে লড়ছেন তৃণমূলের সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী।

পঞ্চম দফায় ১০৭১ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন থাকবে। এর মধ্যে পূর্ব বর্ধমান জেলায় থাকছে ১৫৫ কোম্পানি বাহিনী। উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় মোট ২৮৩ কোম্পানি মোতায়েন করা হচ্ছে যার মধ্যে বারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটে ৬১ কোম্পানি, বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটে ৪৬ কোম্পানি, বারাসত পুলিশ জেলায় ৬৯ কোম্পানি ও বসিরহাট পুলিশ জেলায় ১০৭ কোম্পানি বাহিনী থাকছে।

এ ছাড়া দার্জিলিং জেলায় ১২১ কোম্পানি বাহিনী পাঠিয়েছে কমিশন। যার মধ্যে পাহাড়ের জন্য ৬৮ কোম্পানি ও শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটে ৫৩ কোম্পানি বাহিনী থাকছে। কালিম্পং জেলায় থাকছে ২১ কোম্পানি ও জলপাইগুড়ি জেলায় ১২২ কোম্পানি বাহিনী থাকছে। একই সঙ্গে নদিয়া জেলায় ১৫১ কোম্পানি বাহিনী মোতায়েন করা হচ্ছে। যার মধ্যে কৃষ্ণনগর পুলিশ জেলায় ১১ কোম্পানি ও রানাঘাটে ১৪০ কোম্পানি বাহিনী থাকছে।

এ ছাড়াও সেক্টর অফিস, কিউআরটি, পোস্ট পোল সিচুয়েশন, পোস্টাল ব্যালট, স্ট্রং রুমের জন্য আরো ১১৮ কোম্পানি বাহিনী মজুদ রাখা হয়েছে। সব মিলিয়ে রাজ্যে পঞ্চম দফার নির্বাচনে মোট ১০৭১ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী ব্যবহার করা হচ্ছে। পঞ্চম দফায় সাধারণ পর্যবেক্ষক ৩৩ জন, পুলিশ পর্যবেক্ষক ১২ জন এবং আয় ব্যয় সংক্রান্ত পর্যবেক্ষক থাকছেন ১৬ জন।

গত চার দফায় ভোটের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়েছে কমিশন। বিশেষ করে শীতলকুচিতে ৪ মৃত্যুর মর্মান্তিক ঘটনা থেকেই কমিশনের শীর্ষকর্তারা অনুভব করেছে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সমন্বয়ের জন্য আরও পর্যবেক্ষক প্রয়োজন। অতি সম্প্রতি কেন্দ্রীয় বাহিনীর প্রধানদের সঙ্গে একটি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে কমিশন নিযুক্ত দুই বিশেষ পর্যবেক্ষক অজয় নায়েক এবং বিবেক দুবে সিআরপি-কে আগামী পর্যায়ের ভোটে আরও সতর্কতা অবলম্বন করার বিষয়ে নির্দেশ দেন দুই পর্যবেক্ষক। সূত্রের খবর বৈঠকে শীতলকুচির প্রসঙ্গ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

# দফা কমানোর বার্তা নেই,বরং চালু কোভিড বিধিতেই নির্বাচনে জোর কমিশনের

**নয়াদিল্লি, ১৬ এপ্রিল (হি.স.) :** করোনা আবহেও বদলাচ্ছে না ভোটের সূচি। বরং 'কঠোর ভাবে' কোভিড বিধি মেনে চলার বার্তা দিল কমিশন। শুক্রবার বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে নির্বাচন কমিশনের বৈঠকে পরবর্তী দফাগুলি দিন বদল বা এক দফায় সবগুলি কেন্দ্রে ভোটগ্রহণের বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি বলে জানা গিয়েছে। তবে রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকে 'কঠোর ভাবে' কোভিড বিধি মেনে চলার বার্তা দিয়েছে কমিশন।

কোভিড পরিস্থিতিতে কীভাবে বাকি দফার ভোট? তবে কী চার দফার ভোট হবে এক দফাতেই? এই প্রশ্নের উত্তর নিয়ে যখন রাজ্য-রাজনীতি তোলপাড়, ঠিক তখনই সমস্ত জল্পনায় জল ঢেলে দিল নির্বাচন কমিশন। সর্বদলীয় বৈঠকে জানানো হল, নির্দিষ্ট নির্ঘণ্ট মেনেই বাকি দফার ভোট সম্পন্ন হবে। সে ক্ষেত্রে কোভিড বিধি মেনে রাজনৈতিক দলগুলিকে প্রচার চালাতে হবে। পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য পঞ্চম দফার ভোটের আগের দিন শুক্রবার কমিশনের দফতরে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে এই বৈঠকের আয়োজন হয়। তৃণমূল, বিজেপি, সংযুক্ত মোর্চা-সহ বিভিন্ন পক্ষের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলাদা ভাবে কথা বলেন কমিশনের আধিকারিকেরা।

করোনা সংক্রমণ রুখতে শেষ তিন দফার ভোট এক সঙ্গে করা প্রস্তাব দেওয়া হয় তৃণমূলের তরফে। শুক্রবার সর্বদলীয় বৈঠকে সুব্রত বক্সি ও পার্থ চট্টোপাধ্যায় এই প্রস্তাব রাখেন। যদিও এই প্রস্তাবে কার্যত আমল দিতে চাননি কমিশন কর্তারা। তাঁদের তরফে কোভিড প্রোটোকল মেনেই চার দফায় ভোটের কথা জানানো হয়েছে।

আবার বিজেপি এবং সংযুক্ত মোর্চা শেষ ৩ দফার ভোট একবারে করানোর প্রস্তাবে সায় দেয়নি বৈঠকে। বিজেপি-র প্রতিনিধি স্বপন দাশগুপ্ত অবশ্য ভোটের দফা কমানোর চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন নিরাপত্তাকে। একইসঙ্গে ভোটের লাইনে শারীরিক দূরত্ব মেনে চলার কথা জানান তাঁরা। যদিও ভার্চুয়াল প্রচারে সায় নেই তাঁদের। শেষ মুহূর্তে এইভাবে প্রচার সম্ভব নয় বলেই মনে করছে গেরুয়া শিবির। কোনওভাবেই যেন ভোটের স্পিরিট নষ্ট না হয়, আর্জি জানিয়েছে বিজেপির।

শুক্রবারের সর্বদল বৈঠকে কমিশনের তরফে নতুন করে কোনও কোভিড গাইডলাইন দেওয়া হয়নি জানিয়ে স্বপনের মন্তব্য, "আগে যা গাইডলাইন ছিল, সেটাই রয়েছে। তবে আমরা কমিশনের দেওয়া কোভিড গাইডলাইন মেনে চলব। প্রচারে অংশ নেওয়া সকলকে মাস্ক পরতে বলা হবে। আমরা আর একটা কথা কমিশনকে জানিয়েছে এপিক কার্ড চেক করা নিয়ে। আমরা কমিশনের নিয়মই দেখিয়েছি কেন্দ্রীয় বাহিনী এপিক কার্ড চেক করতে পারে। যা নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল।" বিজেপি-র তরফে স্বপনের পাশাপাশি ভূপেন্দ্র যাদব এবং শিশির বাজোরিয়াও সর্বদল বৈঠকে হাজির ছিলেন।

সংযুক্ত মোর্চার তরফে সিপিএম নেতা বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, "আমরা চাইছি নির্দিষ্ট সূচি মেনেই নির্বাচন হোক। একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দল একসঙ্গে ভোট করতে চাইছে। কিন্তু আমরা পূর্বের সূচিই মেনে চলার কথা বলেছি। তারপরও বলছি কমিশন যা সিদ্ধান্ত নেবে তা আমরা মেনে নেব। কমিশনের দেওয়া গাইডলাইন মেনেই আমরা প্রচার করব। কোডিড গাইডলাইনেও কোনও পরিবর্তন করেনি কমিশন। আগেরটাই রয়েছে।"

## মধুপুর পঞ্চায়েত এলাকায় জলের পাম্প বিকল

**নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৬ এপ্রিল।।** দীর্ঘ আড়াই বছর যাবত কমলাসাগর বিধানসভা দক্ষিণ মধুপুর পঞ্চায়েতের গোডাউন সংলগ্ন এলাকায় জলের পাম্প অচল হয়ে রয়েছে।

যার পরিপ্রেক্ষিতে প্রায় দুই হাজারের অধিক কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।জানা যায় এলাকার পক্ষ থেকে কিংবা কৃষকদের পক্ষ থেকে স্থানীয় পঞ্চায়েত এবং ডি ডব্লিউ ডি এস কর্মীদের জানানোৰ পরেও আজ পর্যন্ত কোনো ভূমিকা নেয় নি।যার পরিপ্রেক্ষিতে কৃষকরা দারুন ক্ষতিগ্রস্তের শিকার হতে হয়েছে।

অন্যদিকে বর্তমানে সেই জলের পাম্প জঙ্গলে এবং আগাছায় পরিণত হয়ে আছে জলের পাম্পের পাশে রয়েছে এটি রেস্ট রুম সেই কক্ষটি বর্তমানে আগাছায় পরিণত হয়েছে।অন্যদিকে এলাকার একাংশ জনগণ সামান্য কিছু ধানের জমিতে ধান গাছ রুপন করলেও তা বর্তমানে জলের অভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তাই এলাকার পক্ষ থেকে দাবি উঠছে সেই জলের পাম্পটি মেরামত করে দেওয়ার জন্য।

## করোনা ঃ সমস্ত ধরনের পরীক্ষা বাতিলের দাবী জানাল আইসা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ এপ্রিল।।** ভয়ঙ্কর রূপ নিচ্ছে মহামারী করোনার দ্বিতীয় ঢেউ। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত ধরনের পরীক্ষা বন্ধ করার জোরালো দাবি জানিয়েছে ছাত্রসংগঠন অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন।শুক্রবার আগরতলায় ছাত্রসংগঠন অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্ট এসোসিয়েশনের উদ্যোগে সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্ট এসোসিয়েশনের রাজ্য সম্পাদক কৌশিক দাস বলেছেন গোটা দেশ জুড়ে ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে করোনা মহামারী। রাজধানীর বড়দোয়ালী স্কুল, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় এবং গোমতী পলিটেকনিক কলেজে করোনা আক্রান্তের ঘটনা ঘটেছে। তাই ছাত্র ছাত্রী সহ সকল অংশের মানুষের সুরক্ষার জন্য স্কুল-কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত ধরনের পরীক্ষা বন্ধের দাবি জানাচ্ছে সংগঠন।এ প্রসঙ্গে অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্ট এসোসিয়েশনের রাজ্য সম্পাদক আরও জানিয়েছেন-স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা বাতিল করা না হলে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ আরও মারাত্মক আকার ধারণ করতে পারে।এদিকে শিক্ষাদপ্তর শনিবার তাকে রাজ্য সরকারের ওদিন সমস্ত স্কুল কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখার কথা ঘোষণা করেছে। তবে অনলাইনে ক্লাস চলবে বলে জানানো হয়। তবে ঘোষিত সমস্ত পরীক্ষা পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হবে বলে জানানো হয়েছে। শুক্রবার সাংবাদিক সম্মেলনে অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন এইসব পরীক্ষা অনলাইনে নেওয়ার জন্য দাবি জানিয়েছে।

## বাংলাদেশে নতুন করে করোনার বলি ১০১, আক্রান্ত ৪,৪১৭ জন

**ঢাকা, ১৬ এপ্রিল (হি.স.) :** বাংলাদেশে নতুন করে করোনার বলি ১০১ জন।গত চব্বিশ ঘণ্টায় দেশটিতে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৪,৪১৭ জন। শুক্রবার বাংলাদেশ স্বাস্থ্য দফতরের নিয়মিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জায়িয়েছেন।

সারা বিশ্বের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাংলাদেশেও বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। গত এক বছরের মধ্যে এই প্রথম দেশে করোনায় মৃত্যু শতকের ঘর ছাড়াল। গত চব্বিশ ঘণ্টায় বাংলাদেশে করোনায় আক্রান্ত হয়ে সর্বোচ্চ ১০১ জন মারা গেছেন। ফলে দেশটিতে মোট ১০ হাজার ১৮২ জন করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। আর নতুন করে ৪ হাজার ৪১৭ জন করোনায় আক্রান্ত হওয়ার ফলে এ পর্যন্ত বাংলাদেশে মোট ৭ লাখ ১১ হাজার ৭৭৯ জনের করোনার সংক্রমণ শনাক্ত হয়েছে।

## জিবি হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবা নিয়ে জনমনে ক্রমেই বাড়ছে অসন্তোষ, নীরব প্রশাসন

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ এপ্রিল।।** রাজ্যের প্রধান হাসপাতাল জিবিতে চিকিৎসা করাতে হলে বাহুবল, অর্থ বল ও জনবল থাকা প্রয়োজন। অন্যতায় অনাদরে, অবহেলায় রোগীকে মেঝেতে বিনাচিকিৎসায় পড়ে থাকতে হয়।

রাজ্যের প্রধান রেফারেল হাসপাতাল জিবি। রাজ্যের বিভিন্ন স্থান থেকে রোগীরা উন্নত চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে আসেন। আগরতলা শহর শহরতলি সহ আশপাশের রোগীরাও জিবি হাসপাতাল এর উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। জিবি হাসপাতাল মেডিকেল কলেজে উন্নীত হওয়ার পর থেকে পরিষেবার মান ও পরিকাঠামোগত মান অনেক উন্নতি হয়েছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যাদের বাহুবল অর্থ বল এবং জনবল রয়েছে তারাই জিবি হাসপাতাল থেকে চিকিৎসা পরিষেবা পাচ্ছেন। যাদের অর্থবল অফিসিয়াল নেই তাদেরকে চিকিৎসার পরিসেবা পেতে হিমশিম খেতে হয়। এ ধরনের এক হৃদয়বিদারক করুণ চিত্র পরিলক্ষিত হয়েছে হাসপাতালে।

গরিব পরিবারের এক রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হলে তাকে যথারীতি সিটে তোলা হয়। আশ্চর্যের বিষয় হল গতকাল সন্ধ্যার পর ওই রোগীর থেকে মেঝেতে নামিয়ে রাখা হয়। একটি লাল কম্বল মেঝেতে বিছিয়ে তাকে অসহায় অবস্থায় ফেলে রাখা হয়। রোগীর অর্ধেক শরীর কম্বলের বাইরে এবং কিছুটা অংশ কম্বলের উপরে ছিল। সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত রাত গড়িয়ে আজ সকাল হয়। চিকিৎসকরা রুটিন চেকআপে ওয়ার্ডে আসেন। পরিতাপের বিষয় হলো চিকিৎসক-নার্স কিংবা স্বাস্থ্যকর্মীরা তার দিকে একটি বারের মত ফিরে তাকায়নি। বিনাচিকিৎসায় মেঝেতে কম্বলের উপর ছটফট করছে ওই অসহায় রোগী। জানা গেছে ওই অসহায় রোগীর সঙ্গে পরিবারের কোনো লোকজন কিংবা আত্মীয়-স্বজন নেই। সে কারণেই তাঁর প্রতি এত অবহেলা এবং অবজ্ঞা। ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন অন্যান্য রোগীর পরিবারের লোকজনদের অনেকেই এই ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

জিবি হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষবা তাদের কাছে প্রত্যাশিত নয় বলে জানান। রাজ্যের প্রধান হাসপাতাল জিবিতে চিকিৎসা পরিষেবার হাল-হকিকত প্রত্যক্ষ করে সাংবাদিকরা রীতিমতো বিস্মিত হন। এখন দেখার বিষয় দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক এ বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

# বাংলার মুখ মলিন হয়ে গিয়েছে, মুক্তি চাই : গোবর্ধন দাস

**।। অশোক সেনগুপ্ত।। কলকাতা, ১৬ এপ্রিল (হি.স.)।।** স্যার উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীর (১৯ ডিসেম্বর ১৮৭৩ ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬) কথা বর্তমান প্রজন্মের মানুষের অনেকেরই প্রায় জানা নেই। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে গ্রিফিথ মেমোরিয়াল পুরস্কারে সম্মানিত করেছিল। স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন অ্যান্ড হাইজিন তাকে মিন্টো পদক দিয়েছিল। এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল তাঁকে স্যার উইলিয়াম জোনস পদকে সম্মানিত করেছিল। এসব ছাড়াও তিনি কাইজার-ই-হিন্দ স্বর্ণপদক পেয়েছিলেন। ব্রিটিশ সরকার তাঁকে রায়বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত করেছিল। ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে নাইট উপাধি পান। ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে মেডিসিনে নোবেল পুরস্কারের জন্য বিবেচনা করা হয়েছিল। এ সবের চেয়েও বড় কথা খ্যাতনামা এই চিকিৎসক এবং বৈজ্ঞানিক কালাজ্বরের ওষুধ ইউরিয়া স্টিবামাইন আবিষ্কার করে সাড়া ফেলে দিয়েছিলেন। সেই আমলে কালাজ্বর হয়ে উঠেছিল কালান্তক ব্যাধি।

এ সব ইতিহাস। পূর্বস্থলীর সরডাঙার উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীর মতই আর এক বিজ্ঞানী গোবর্ধন দাস হালে সাড়া ফেলেছেন ওই পূর্বস্থলীতে। ঘটনাচক্রে গোবর্ধনবাবু সেই সরডাঙারই অদূরে নিমদহের আদি বাসিন্দা। বর্তমানে জেএনইউ-এ মলিকুলার মেডিসিনের অধ্যাপক হিসাবে করোনার প্রতিষেধক তৈরির গবেষণায় নেতৃত্ব দিচ্ছেন। যে করোনায় ত্রাহি ত্রাহি রব তুলেছে বিশ্ববাসী। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের সাহায্যে বিসিজি ভ্যাকসিনের সঙ্গে করোনাভাইরাসের প্রোটিনের মিশ্রণ ঘটিয়ে চলছে সেই কাজ। গোবর্ধনবাবু জানান, তাঁর গবেষণা শেষ পর্যায়ে। ভোটে ব্যস্ত হয়ে পড়ায় কাজ আপাতত থমকে। সাফল্য মিললে ওই ভ্যাকসিন একবার নিলে জীবনভর করোনায় আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকবে না বলে তাঁর দাবি।

তবে, তিনি এই কারণে নয়, সংবাদে এসেছেন পূর্ব বর্ধমানের উত্তর পূর্বস্থলী বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী হওয়ায়। গঙ্গাপাড়ের নীলবাড়ি দখলের লড়াইতে এবার তারকা প্রার্থীর ছড়াছড়ি। রুপোলি পর্দার নায়ক-নায়িকা থেকে শুরু করে খেলোয়াড়দের টিকিট দিয়েছে শাসক-বিরোধী দুই পক্ষই। সেই তালিকায় যুক্ত হয়েছে বিজ্ঞানী গোবর্ধন দাসের নামও। এবারই প্রথম ভোটের লড়াইতে নামা এই বিজ্ঞানী কর্মসূত্রে প্রায় ১২ বছর ছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। দেশে ফিরে দিল্লিতে মলিকিউলার ইমিউনোলজি-র উপর গবেষণামূলক কাজ করেন তিনি। ২০১৪-য় মলিকিউলার মেডিসিন বিভাগের অধ্যাপক হিসাবে যোগ দেন জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে। প্রায় ১৫ বছর ধরে তিনি যক্ষ্মার টিকা নিয়ে গবেষণা চালিয়েছেন।

প্রথম জীবনের কথা জানাতে গিয়ে গোবর্ধনবাবু 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে বলেন, বাবা ছিলেন কৃষক। চরম দারিদ্রের মধ্যে কেটেছে ছেলেবেলা। নবদ্বীপের একটি স্কুল থেকে উচ্চ মাধ্যমিক উত্তীর্ণ হওয়ার পর বিশ্বভারতী থেকে রসায়নে অনার্স করার পর জেএনইউ থেকে বায়োটেকনোলজিতে স্নাতকোত্তর করেন বিজেপির এই প্রার্থী। তার পরে চণ্ডীগড়ের ইনস্টিটিউট অফ মাইক্রোবিয়াল টেকনোলজি থেকে পিএইচ ডি। কর্মসূত্রে ১৯৯৭ থেকে ২০১২ ১২ বছর ছিলেন আমেরিকায়। ছ''বছর ইয়েল ইউনিভার্সিটিতে গবেষণার পর একটি ভ্যাকসিন প্রস্তুতকারক সংস্থার সঙ্গে জড়িত ছিলাম বেশ ক'বছর। কাজ করেছি রাষ্ট্রপুঞ্জে, আইসিজিবিসিনিয়র সায়েন্টিস্ট হিসেবে।'

রাজনীতিতে এলেন কীভাবে? গোবর্ধনবাবু বলেন, "আমাদের পরিবারে কেউ, কখনও রাজনীতি করেননি। আমরা পাঁচ ভাই। পায়ে চটি জুটত না। এ রকম অবস্থা থেকে উঠেছি। লোকসভা ভোটের বছরখানেক আগে আমার মনে হল গ্রামের অবস্থার বদল হওয়া দরকার। অন্য অনেক রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গ পিছিয়ে যাচ্ছে। বুঝলাম, কিছু করতে হলে রাজনীতির মাধ্যমে করতে হবে। তাই প্রার্থী হতে চাইলাম। যদি এই কেন্দ্রের বদলে অন্য কেন্দ্রের প্রার্থী করত? গোবর্ধনবাবু বলেন, "আমি সেই অপশন দিইনি। নেতাদের বোঝাই, এখানকার লোকের হয়ে কাজ করতে চাই। আমার আবেদন গ্রাহ্য হয়েছে।'

মন্দিরে পুজো দিয়ে ভোট প্রচার শুরু করেছেন বিজ্ঞানী। অন্যায়-অত্যাচার থেকে বাংলাকে মুক্ত করার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছেন। বললেন, "মন্দিরে গিয়ে ঈশ্বরের কাছে কামনা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

jagarantripura
নতুন ভাবনায় পথ চলা শুরু
বাংলার সাথে এখন
হিন্দি খবর-ও
hindi.jagarantripura.com

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।